উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৯,২১২.৫৩ (-৫৮৮.৯০)
নিফটি : ২৪,০৩৯.৩৫ (-২০৭.৩৫)

বিরোধিতায় কেন্দ্র
কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ সংশোধনী আইনে যে কোনওপ্রকার স্থগিতাদেশের বিরোধিতা করবে বলে জানিয়ে দিল। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের তরফে একটি হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। » ৮

রিভিউ পিটিশন অনিশ্চিত
প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর সরকার ও এসএসসির রিভিউ পিটিশনের আর্জি শুক্রবারও অনিশ্চিত হয়ে রইল। » ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

৩৬° সর্বোচ্চ / ২৩° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ / ২৩° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ / ২২° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ / ২১° সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার

সন্ত্রাসবাদ রুখতে ঐক্যের বার্তা রাহুলের মুখে » ৮

১২ বৈশাখ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 26 April 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 336

সক্রিয় সেনা

নজরে উত্তর-পূর্ব ভারত

- পহলগাম হামলার বদলায় পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় সেনা তৎপরতা বাড়াতেই উত্তর-পূর্ব ভারতে নাশকতার ছক জঙ্গিদের
- সেনাকে ব্যতিব্যস্ত রাখতেই উত্তর-পূর্ব ভারতে নাশকতা হতে পারে বলে আশঙ্কা
- ভারতীয় সেনা ছাড়াও বিএসএফ, এসএসবি, আসাম রাইফেলস, সিআরপিএফ সহ সমস্ত আধাসামরিক বাহিনীকে অতিসতর্ক থাকতে নির্দেশ কেন্দ্রের, জারি লাল সতর্কতা
- অসম, মণিপুর, মেঘালয় এবং অরুণাচলপ্রদেশের ‘অতিস্পর্শকাতর’ প্রায় ৮০টি এলাকায় তল্লাশি শুরু
- উত্তরবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারিতে গঠিত হল বিএসএফের বিশেষ দল
- সক্রিয় করা হয়েছে সেনার চারটি ড্রোন স্কোয়াড্রনকে। পাহাড়ে যুদ্ধে সক্ষম সেনার বিশেষ দলের মহড়া শুরু সিকিমে

লাল সতর্কতা

কী আশঙ্কা

- উত্তর-পূর্বে নাশকতায় হাকানি গ্রুপের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে ভারতবিরোধী শক্তিগুলি। লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং আল-কায়দা (ভারতীয় উপমহাদেশ)-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে নাশকতা হতে পারে
- মায়ানমার এবং বাংলাদেশ হয়ে মণিপুরের বেশ কিছু জঙ্গিঘাঁটিতে আল-কায়দা এবং হাকানি গ্রুপের সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা আশ্রয় নিতে পারে

উদ্ধার বোমা-বারুদ

- গত ৪৮ ঘণ্টায় সেনা এবং পুলিশের অভিযানে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে গ্রেপ্তার ২৮ জঙ্গি, উদ্ধার আইইডি, হ্যান্ড গ্রেনেড, একে সিরিজের বহু রাইফেল, রেডিও ওয়্যারলেস, স্মোক শেল সহ প্রচুর অস্ত্র এবং গোলাবারুদ
- গত ২৪ ঘণ্টায় ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তে উদ্ধার ৫৬টি চোরাই গাড়ি। নাশকতার কাজে ওই গাড়িগুলো ব্যবহারের আশঙ্কা

হাসপাতালে ভাঙচুরে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ এপ্রিল : অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভাঙচুর ও নিরাপত্তারক্ষীদের মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত রাজু তৃণমূলের কোচবিহার-২ ব্লকের সাধারণ সম্পাদকের পদেও রয়েছেন। তাঁদের নাম উল্লেখ করে শুক্রবার পুলিশে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

কোচবিহার শহর সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে রাজুর ভাই ভর্তি ছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে তাঁর ছুটির সময় বিলের ক্ষেত্রে ‘ছাড়’ চেয়েছিলেন রাজু। কর্তৃপক্ষ কিছুটা ছাড় দিলেও তাতে সন্তুষ্ট হননি তিনি। এরপর রাতে প্রায় ১৫-২০ জনকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। হামলায় একজন নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্তরা। পালটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দুই পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভাঙচুরের ঘটনায় তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি তথা সাংগাঠনিক নেতার নাম জড়িয়ে পড়ায় অস্বস্তিতে পড়েছে দলও। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেছেন, ‘আইন আইনের পথে চলবে।’

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, পেটব্যথা নিয়ে দু’দিন চকচকা এলাকার ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন রাজু দে’র ভাই। বৃহস্পতিবার সেখান থেকে ছুটির সময় তাঁর ১৮ হাজার ৩০০ টাকা বিল হয়। হাসপাতালের ডিরেক্টর শংকর বিশ্বাস বলেছেন, ‘রাজু দে কিছুটা ছাড় চেয়েছিলেন। সেটা দেওয়াও হয়। কিন্তু তাতেও উনি সন্তুষ্ট হননি। রাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে ভাঙচুর, মারধর ও লুটপাট করে যান।’ আহত নিরাপত্তারক্ষী ধনঞ্জয় রায় এদিন ওই বেসরকারি হাসপাতালের বেডে শুয়ে বলেছেন,

এরপর দশের পাতায়

ধূলিসাৎ পহলগাম হামলায় জড়িত আসিফ শেখের বাড়ি। শ্রীনগরে শুক্রবার। -এএফপি

হত লস্কর কমান্ডার

বিস্ফোরণে নিশ্চিহ্ন দুই জঙ্গির বাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : পহলগাম হামলার পর কেন্দ্রের কড়া পদক্ষেপ। একদিকে হামলাকারীদের খোঁজে কাশ্মীরজুড়ে জোরদার তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের দেশে ফেরত পাঠাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিলেন। শুক্রবার তিনি প্রায় ৪০ মিনিট ধরে সবক’টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, রাজ্যগুলিতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের খুঁজে বার করে অবিলম্বে দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে সীমান্তবর্তী তিন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব ও রাজস্থানে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পাক নাগরিকদের জন্য জারি করা ১৭ ধরনের ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। শুধু চিকিৎসার কারণে ভারতে আসা পাকিস্তানিদের দেওয়া ভিসা ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত বৈধ থাকবে। তবে নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যে যাঁদের দীর্ঘমেয়াদি ভিসা রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। তাঁদের ভিসা বৈধই থাকবে। এই পদক্ষেপ কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দমোহন শুক্রবারই সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিবদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেছেন।

এদিকে, ভারতের চাপের মুখে পাকিস্তান আক্রমণাত্মক মনোভাব বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

> **পাক-কথায় বিতর্ক**
>
> - পহলগামে পর্যটকদের হত্যাকারীদের ‘স্বাধীনতা সংগ্রামী’ হিসেবে উল্লেখ পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী মহম্মদ ইশাক দারের
> - ২৭ জনকে হত্যার নেপথ্যে ইসলামাবাদের কোনও ভূমিকার কথা ইশাক দার স্বীকার করেননি
> - পাকিস্তানের সেনার নির্দিষ্ট কয়েকটি ইউনিটকে সক্রিয় হওয়ার বার্তা দিয়েছেন পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির

আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণরেখা দুই জায়গাতেই পাক সেনাবাহিনী মোতায়েন শুরু করেছে। যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে সীমান্ত পার থেকে ধারাবাহিক গোলাবর্ষণ চলছে। পাক সেনা ও রেঞ্জার্স শুক্রবার গভীর রাত থেকে পুঞ্চ সেক্টরে ভারী মর্টার থেকে গোলা ছুড়তে শুরু করে। দিনভর তা চলেছে। ভারতীয় বাহিনী পালটা জবাব দিয়েছে। তবে দু’পক্ষে কোনও হতাহতের খবর নেই। বিএসএফ গুজরাট, রাজস্থান ও পঞ্জাব সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে। রাজস্থানের মরু এলাকায় ভারতীয় সেনার সামরিক গতিবিধি নজরে এসেছে। কাশ্মীরেও যৌথ বাহিনীর অভিযানের তীব্রতা বেড়েছে। বারামুলা, উধমপুর ও বান্দিপোরায় সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। বান্দিপোরার জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লস্করের শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার আলতাফ লাল্লির মৃত্যু হয়েছে। জঙ্গিদের গুলিতে দুই পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। ওই এলাকায় আরও জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সেনা-পুলিশের যৌথ বাহিনী এদিন রাতেও ঘন জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী শুক্রবার কাশ্মীরে পৌঁছেছেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে শীর্ষ সেনাকর্তাদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গিরাই হামলার জন্য দায়ী বলে পহলগাম হামলার প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে। ঘটনার পিছনে লস্কর

এরপর দশের পাতায়

ভারতকে সাঁড়াশি চাপে ফেলতে চায় জঙ্গিরা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : পহলগামের পর এবার চিকেন নেককে টার্গেট করে উত্তর-পূর্ব ভারতে নাশকতার ছক জঙ্গিদের। পহলগাম হামলার বদলায় পাকিস্তান সীমান্তে সেনা তৎপরতা বাড়তেই ভারতকে চাপে রাখতে চিকেন নেককে টার্গেট করে ছক কষা হচ্ছে বলেই মনে করছেন গোয়েন্দারা। তাঁদের মতে, ভারতীয় সেনাকে সাঁড়াশি চাপে ফেলতেই দেশবিরোধী শক্তিগুলি তৎপর হয়েছে। তাই চিকেন নেক সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। ভারতীয় সেনা ছাড়াও বিএসএফ, এসএসবি, আসাম রাইফেলস, সিআরপিএফ সহ সমস্ত আধাসামরিক বাহিনীকে অতি সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি।

দিল্লির নির্দেশ পাওয়ার পর উত্তর-পূর্ব ভারতের ‘অতিস্পর্শকাতর’ প্রায় ৮০টি এলাকা চিহ্নিত করে তল্লাশি শুরু করেছে সেনা ও আধাসামরিক বাহিনী। তাতেই গত ৪৮ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার হয়েছে ২৮ জন জঙ্গি। উদ্ধার করা হয়েছে আইইডি, হ্যান্ড গ্রেনেড, একে সিরিজের বহু রাইফেল, রেডিও ওয়্যারলেস, স্মোক সেল সহ প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ। গত ২৪ ঘণ্টায় ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তে উদ্ধার হয়েছে ৫৬টি চোরাই গাড়ি। নাশকতার কাজে ওই গাড়িগুলো ব্যবহারের আশঙ্কা করছেন সেনা গোয়েন্দারা।

বৃহস্পতিবার পূর্ব ইম্ফল থেকে অস্ত্র সহ এক জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে মণিপুর পুলিশের বিশেষ দল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চাঞ্চল্যকর তথ্য পান সেনা গোয়েন্দারা। জানা যায়, উত্তর-পূর্বে নাশকতায় হাকানি গ্রুপের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার ছক কষছে ভারতবিরোধী শক্তিগুলি। লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং আল-কায়দা (ভারতীয় উপমহাদেশ) এর সঙ্গে পরিকল্পনা করে নাশকতা হতে পারে। সেই পরিকল্পনামতো মায়ানমার এবং বাংলাদেশ হয়ে মণিপুরের বেশ কিছু জঙ্গিঘাঁটিতে

এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

কীসের স্বস্তি! যোগ্য তকমায় শুধু অসম্মান, অনিশ্চয়তা

গৌতম সরকার

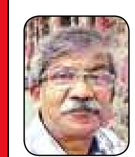

এ এক দুঃসহ অসহায়তা! কী ভীষণ নিরুপায়! চাকরিটা থাকবে না জেনেও স্কুলে যেতে শুরু করলেন শিক্ষকরা। বলা যায়, বাধ্য হলেন যেতে। পহলগামে ধর্মীয় পরিচয় জেনে নাকি কোতল করা হয়েছে পর্যটকদের। বাংলায় যোগ্য শিক্ষক পরিচয় যাঁদের, তাঁদের ঘাড়ের ওপর চাকরি খতমের ফতোয়া ঝুলছে। মেধার প্রতি কতটা অসম্মান থাকলে ওই ফতোয়া দিয়ে স্কুলে যেতে বাধ্য করা যায়! যোগ্য বলে ‘চিহ্নিত’দের চাকরি খতম হয়ে যাবে ৩১ ডিসেম্বর।

কীসের ‘যোগ্যতা’ তাহলে? যোগ্যই যদি হবেন, তাহলে চাকরি আর দশ মাস কেন? মেধার জোরে নিযুক্ত শিক্ষকদের এই অসম্মান করার অধিকার কে দিয়েছে? এরপর ক্লাসে ছাত্রদের সামনে দাঁড়ানোর মনোবল থাকবে ওঁদের? যে ছাত্ররা জানে, তাদের ওই শিক্ষকের স্কুলে আয়ু আর মাত্র কয়েক মাস। যাঁদের মেধাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে আইনের ফাঁকফোকর গলে। যেহেতু অযোগ্যদের চিহ্নিত করা যায়নি, তাই যোগ্যরাও বাদ!

অদ্ভুত যুক্তি! চরম অপদার্থতা! স্কুল সার্ভিস কমিশন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, শিক্ষা দপ্তর জানেই না কে অযোগ্য, কে যোগ্য। তাই তালিকা দিতে পারেনি আদালতে। পারেনি, না দেয়নি- প্রশ্নটা উঠবেই। তালিকা দিলে দুর্নীতির গোড়া ধরে টান পড়তে পারে। তাই এত ঢাকঢাক, গুড়গুড়। আদালতে এজলাসের হাতুড়িটা আইনের জালে বাঁধা। সেই সুযোগে যোগ্য-অযোগ্য মিশিয়ে মুড়িমুড়কি একদর হয়ে গেল আদালতের নির্দেশে।

এরপর দশের পাতায়

রাষ্ট্র চাইলে বন্দুক নিয়ে সীমান্তে লড়তে রাজি

জাভেদ রাঠের
বারামুল্লার বাসিন্দা

পহলগামের ঘটনা আমাদের কাশ্মীরিদের বুকে আঘাত করেছে। ঘটনার পর থেকে আমি ঠিকমতো খেতে পর্যন্ত পারছি না। যা ঘটনা ঘটেছে, সেটা নিন্দা করার ভাষা নেই। আমি এখানে দিনে প্রায় ৫০ হাজার টাকার ব্যবসা করি। রাষ্ট্র যদি বলে তাহলে ব্যবসা ছেড়ে বন্দুক নিয়ে সীমান্তে চলে যাব।

আমাদের সর্বনাশকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

আসলে একটা পক্ষ কোনওদিনই চায় না, কাশ্মীরের অর্থনীতির উন্নতি হোক। ৩৭০ ধারা ওঠার আগে কাশ্মীরে জঙ্গিদের প্রভাব অনেকটাই ছিল। আমি নিজের বাড়ির বাইরে পর্যন্ত অতটা বের হতাম না। সেই ধারা ওঠার পর আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। শিলিগুড়িতে এসে আড়তে বন্ধুর সঙ্গে অংশীদারিতে ব্যবসা করছি। ‘বেকার’ কথাটাই আমাদের কাশ্মীর থেকে চলে গিয়েছিল। একটা কথা এখানে বোঝানো প্রয়োজন, আমাদের ওখানে অর্থনীতির ২০ শতাংশ নির্ভর করে ফল ও শুকনো খাবারের ব্যবসার ওপর। বাকি ৮০ শতাংশই নির্ভর করে পর্যটনের ওপর।

গত তিন বছরে পর্যটকরা মন খুলে আসায়, আমাদের ওখানে কেউ বেকার ছিলাম না। কোথাও জায়গা খালি না থাকায় বাড়িতে পর্যন্ত আমরা পর্যটকদের অনেককে জায়গা দিয়েছি। এই কারণে এবারের জঙ্গি আক্রমণ এতটা আমাদের কষ্ট দিয়েছে। এই ঘটনার পর আমাদের ওখানে আর পর্যটকরা যাবেন না।

এরপর দশের পাতায়

কর্মবিরতিতে বিচার ব্যবস্থা অচল

জেলা শাসকের বিরুদ্ধে তোপ বার অ্যাসোসিয়েশনের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ এপ্রিল : আইনজীবীদের কর্মবিরতিতে বিচার ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে গেল কোচবিহারে। জেলা শাসকের উদাসীনতায় সরকারি আইনজীবীরা বহু মাস ধরে প্রাপ্য বকেয়া পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তুলেছেন। বারবার জানিয়েও কোনও লাভ না হওয়ায় শুক্রবার কর্মবিরতি করেন সরকারি আইনজীবীরা। তাঁদের ওই কর্মবিরতিতে অন্য আইনজীবীরাও যোগ দেন। জেলা শাসকের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সর্বত্রই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে এদিন বিচারপ্রার্থীরা মারাত্মক ভোগান্তির মুখে পড়েন।

আইনজীবীদের অভিযোগ, রাজ্য থেকে জেলাতে ফান্ড পাঠানো হলেও জেলা শাসক বিল মেটাচ্ছেন না। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা। তিনি দাবি করেছেন, পর্যাপ্ত ফান্ড না আসাতেই বিল মেটানো যায়নি। জেলা শাসক বলেন, ‘সরকার থেকে বরাদ্দ আসে। সেখান থেকে বিল মেটানো হয়। এবার এখনও বরাদ্দ আসেনি। সেজন্যই ওঁরা পাননি। সেটা চলে এলেই বিল মিটিয়ে দেওয়া হবে।’

জেলা শাসকের একথা মানতে নারাজ আইনজীবীরা। জেলা সরকারি আইনজীবী (ডিস্ট্রিক্ট পাবলিক প্রসিকিউটার) অজয়কুমার গুহনিয়োগীর অভিযোগ, ‘রাজ্য থেকে ৩১ মার্চের আগেই পর্যাপ্ত টাকা পাঠানো হয়েছে। কিন্তু জেলা শাসক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনও কারণ ছাড়াই সেই বিল আটকে রেখেছেন। একাধিকবার ওঁকে জানিয়েও কাজ হয়নি। তাই আমরা কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি।’

জেলায় কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত অন্তত ৮০০ আইনজীবী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন জেলা সরকারি আইনজীবী ও বেশ কয়েকজন অতিরিক্ত সরকারি আইনজীবী রয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন মামলার ক্ষেত্রে পৃথকভাবে সরকারি আইনজীবী নিয়োগ হন।

কাজ বন্ধ করে প্রতিবাদ আইনজীবীদের। কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

এরপর দশের পাতায়

Quotation Notice

Following Quotation Notice is hereby invited by the Office of the District Information & Cultural Officer, Cooch Behar (Dept. of I&CA) for sale of Unserviceable goods vide Quotation No- 430/ICA/COB dated 25/04/2025 for which the last date of submission of Quotation is 08/05/2025 up to 2.00 P.M. The details may be had from D.I. & C.O. Office, Victor Palace, Cooch Behar from 10 AM to 5 PM sharp.

Sd/-
District Information Cultural officer,
Cooch Behar

রেলনীর -এর অনুপলব্ধিতে রেলওয়ে স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটগুলিতে সরবরাহের জন্য প্যাকেজজাত পানীয় জলের সংক্ষিপ্ত তালিকার জন্য এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্টের আমন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তির

বিজ্ঞপ্তি নং.: NFR-HQ0COMM(CATG)/6/2022 তারিখ ঃ ২৩/০৪/২০২৫

শুধুমাত্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটে সরবরাহের জন্য প্যাকেজজাত পানীয় জলের সংক্ষিপ্ত তালিকার জন্য আগ্রহী উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলি/ফার্মগুলির কাছ থেকে নির্ধারিত বিন্যাসে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদনপত্রটি চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পিএম এন্ড পিএস), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১ -এর অফিস থেকে হাতে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখের ১০:০০ টা থেকে ২৮০০/- টাকা (২৫০০/- টাকা + ৩০০/- টাকা @ ১২% জিএসটি) প্রদানের বিনিময় অথবা ডাকযোগে ২৮৫০/- টাকার ডিমান্ড ড্রাফট পাঠিয়ে (২৫০০/- টাকা + ৩০০/- টাকা @ ১২% জিএসটি + ৫০ টাকা ডাক চার্জ) পাওয়া যেতে পারে। ফর্মটি www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। যদি ফর্মটি রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in থেকে ডাউনলোড করা হয়, তাহলে পিএফএ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও-এর অনুকূলে জারি করা ২৮০০/- টাকার ডিমান্ড ড্রাফটের সাথে এটি জমা দিতে হবে। ফার্মটির ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস -এর অনুমোদন থাকতে হবে এবং গত দুই আর্থিক বছরে, অর্থাৎ ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ সালে প্যাকেজজাত পানীয়/মিনারেল জলের বিক্রি থেকে বার্ষিক ৩ কোটি টাকা (তিন কোটি টাকা মাত্র) টার্নওভার থাকতে হবে।

ফার্মটিকে পিএফএ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও -এর অনুকূলে জারি করা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ১,০০,০০০/- টাকা (এক লক্ষ টাকা মাত্র) অংশগ্রহণ ফি জমা দিতে হবে। যাদের পণ্য অনুমোদিত হবে না শুধুমাত্র সেইসব আবেদনকারীদের ফি ফেরত দেওয়া হবে। রেলওয়ে কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো সময় যেকোনো আবেদন গ্রহণ/প্রত্যাখান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্রগুলি : সিসিএম (পিএম এন্ড পিএস), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১ -কে উদ্দেশে করে পাঠাতে হবে এবং ২৪-০৪-২০২৫ তারিখের ১০:০০ টা থেকে ১৪-০৫-২০২৫ তারিখের ১৭:০০ টার মধ্যে জমা দিতে হবে অথবা ডাকযোগে সিসিএম (পিএম এন্ড পিএস) অফিস, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১ -এ পাঠাতে হবে।

ডেপুটি সিসিএম/পিএম এবং সিএটিজি, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

কোনদিকে মোড় নেবে তিতির-অরুণের সম্পর্ক?
চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ বকুল প্রিয়া, সকাল ১০.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ বিন্দাস, বিকেল ৪.১৫ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, সন্ধ্যা ৭.১৫ অন্নদাতা, রাত ১০.১৫ কর্তব্য

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ তোর নাম, দুপুর ২.৩০ এক চিলতে সিঁদুর, বিকেল ৫.০০ পরিণাম, রাত ১০.০০ তিনমূর্তি

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু-টু, বিকেল ৪.২৫ টাইগার, সন্ধ্যা ৭.০৫ সেন্টিমেন্টাল, রাত ৯.৪৫ সিঁদুরখেলা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রিফিউজি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সরগম, সন্ধ্যা ৭.৩০ বনফুল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আবার আসব ফিরে

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.২৪ ক্রু, দুপুর ১.৪১ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৫.৪১ অন্তিম, রাত ৮.৩০ রত্নম, ১১.৩৩ তেনালি রামাকৃষ্ণা

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১০.৪৬ বাদল, দুপুর ১.১১ ম্যায়নে প্যার কিয়া, বিকেল ৫.১১ অন্তিম, রাত ৮.০০ রক্ষা বন্ধন, ১০.১৮ সর্দার গব্বর সিং

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩১ সাইলেন্স, দুপুর ১.৫৯ রানওয়ে ৩৪, বিকেল ৪.২৫ তলাশ – দ্য হান্ট বিগিনস, সন্ধ্যা ৭.২২ লভ হস্টেল, রাত ৯.০০ ম্যাডগাঁও এক্সপ্রেস, ১১.২৮ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস

**কেদারনাথ দুপুর ১.২৯
জি আনমোল সিনেমা ২**

ক্রু বেলা ১১.২৪
জি সিনেমা এইচডি

**স্পাইডারম্যান : ইনটু দ্য স্পাইডার-ভার্স সন্ধ্যা ৬.৫৩
মুভিজ নাউ**

মুভিজ নাউ : সকাল ১০.২৬ রেসিডেন্ট ইভিল : অ্যাপোক্যালিপ্স, বেলা ১১.৪৭ লেক প্লাসিড ভার্সেস অ্যানাকোন্ডা, দুপুর ১.১১ এক্স-টু, বিকেল ৩.১৯ জুমানজি : দ্য নেক্সট লেভেল, ৫.১৮ হিটম্যান : এজেন্ট ৪৭, সন্ধ্যা ৬.৫৩ স্পাইডারম্যান : ইনটু দ্য স্পাইডার-ভার্স, রাত ৮.৪৫ রকি-থ্রি, ১০.২৩ স্পাইডারম্যান-থ্রি

ম্যাডগাঁও এক্সপ্রেস রাত ৯.০০ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./২৩ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৩-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার ডিভিশনের হাটিওয়ার রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১ ও ২এর উচ্চ স্তরের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৮,৪২,৬০,৬০৬.৫০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৫,৭১,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২১-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইয়ার্ড উন্নয়নের কাজের সাথে যুক্ত টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০১-২০২৫-২৬; তারিখ ঃ ২৩-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০১-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ রঙিয়া ডিভিশনে- কৈঠালকুচি, তিহু, পাঠশালা, সরুপেটা, বরপেটা রোড এবং সরভোগে ইয়ার্ড উন্নয়ন কাজের সাথে যুক্ত টিআরডি কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ২,১০,৮০,৪২১.২৩/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৫৫,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৪-০৫-২০২৫ তারিখে ১৭:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্টঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নংঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৫৩, তারিখঃ ২৪.০৪.২০২৫। কাজের নামঃ এসএসই/ই/জি/ভাগলপুর-এর অধিক্ষেত্রে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সহ ইলেক্ট্রিক্যাল সাব-স্টেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাসেটগুলির শক্তি বৃদ্ধি। টেন্ডার মূল্যমানঃ ৭৯,৭৪,৫১৬.৩৬ টাকা। বায়নামূল্যঃ ১,৫৯,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ ০২.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে ১৬.০৫.২০২৫-এ বেলা ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

(MLD-30/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

‘দ্রোণাচার্য’ কিশোর

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : তিনি হ্যান্ডবলের ‘দ্রোণাচার্য’ বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। প্রশিক্ষক হিসেবে তাঁর একাগ্রতা, ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছোতে সাহায্যে করে। তাঁর নাম কিশোর মিঞ্জ। কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা। ইতিমধ্যে তাঁর হাত ধরে ৫০ জনেরও বেশি ছেলেমেয়ে রাজ্য স্তরে খেলেছেন। বেশ কয়েকজন জাতীয় স্তরেও খেলেছেন।

তিনি কোনও পারিশ্রমিক নেন না! তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও চাকরি কিংবা ব্যবসা করেন। সেসবও তিনি করেন না। বর্তমানে বেকারই কিশোর। কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলে কিছুদিন আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। কিন্তু সেই চাকরি হঠাৎ চলে যায়। তবে বেকারত্বের চাপ সুনাম অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেমেয়েদের প্রতিনিয়ত খেলাধুলোয় এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ জুগিয়ে চলেছেন তিনি। তাঁর সকল ছাত্রছাত্রীর কাছে তিনি আইকন।

কিশোরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক জাতীয় স্তরের খেলোয়াড় বীথিকা রাভা বলেন, ‘আমি আজ খেলাধুলোয় যতটা সাফল্য অর্জন করেছি, তার সব অবদান আমার প্রশিক্ষক কিশোরদার। আমাদের এই প্রত্যন্ত এলাকায় কিশোরদার মতো মানসিকতার মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।’ আরেক ছাত্র সুজিত বর্মনের মন্তব্য, ‘কিশোর স্যর প্রতিনিয়ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের মতো যারা খেলতে আগ্রহী তাদের খোঁজখবর নেন। সমস্যায় পড়লে পরামর্শ দেন। কিশোরদা বিনা পারিশ্রমিকে ছেলেমেয়েদের প্রতিনিয়ত কোচিং করাচ্ছেন। তিনি আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা।’

কিশোর জানালেন, এলাকার ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোয় উৎসাহ জোগানোর জন্য তিনি ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের মাঠে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন। বর্তমানে সংসারের চাপে খুব বেশি সময় দিতে পারেন না। তাও প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেন ছেলেমেয়েদের মাঠমুখী করার।

তাঁর সংযোজন, ‘কামাখ্যাগুড়ির অনেক ছেলেমেয়ে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে হ্যান্ডবল খেলে এসেছে। কিন্তু এখানে হ্যান্ডবল প্রশিক্ষণের উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। সেই সুবিধা পেলে তাঁরা শুধু রাজ্য বা জাতীয় স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আন্তর্জাতিক স্তরেও জাতীয় দলের হয়ে খেলতে পারবে। সরকার সেব্যাপারে নজর দিলে ভালো হয়।’

খাদি শিল্পে নতুন রেকর্ড

নিউজ ব্যুরো

২৫ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নতুন রেকর্ড গড়ল খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন। স্বাধীন ভারতবর্ষে এই প্রথমবার খাদি ও গ্রামোদ্যোগের টার্নওভার ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। কেভিআইসি-র চেয়ারম্যান মনোজ কুমার সাম্প্রতিক ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষের এই তথ্য তুলে ধরেছেন। গত ১১ বছরে সংস্থার উৎপাদন প্রায় ৩৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, বিক্রি বেড়েছে ৪৪৭ শতাংশ। এছাড়া সংস্থায় মোট কর্মসংস্থানও ৪৯.২৩ শতাংশ বেড়েছে। নয়াদিল্লির খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনের টার্নওভারও এই প্রথম ১১০.০১ কোটির মাত্রা ছুঁয়েছে। কেভিআইসি-র চেয়ারম্যান মনোজ কুমার বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রকের নির্দেশনায় কেভিআইসি-র সাফল্য অতুলনীয়।’

কর্মখালি

Leads Overseas Pvt. Ltd. পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ কিচেন চিমনি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে ‘সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার’ প্রয়োজন। কিচেন চিমনি ও ওয়াটার পিউরিফায়ার ম্যানুফ্যাকচারিং সহ সার্ভিস-এর কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। বেতন - 14,000/- - 16,500/-। যোগাযোগ - সেবক রোড, শিলিগুড়ি, (M) - 9733395611. (C/116079)

NOTICE INVITING TENDER

Name of the work : Construction of C. C. Road under Tufanganj Municipality are NIT No. TUFANGANJ/02/2025-26, ID: 2025_MAD_839080_1 & 2025_MAD-839080_2 Memo no. 332, dt. 25.04.2025. Start date of dropping tender at 5.00 P.M. on 25.04.2025 to last date of dropping tender at 5.00 P.M. on 06.05.2025. Tender opening date at 1.00 P.M. on 09.05.2025.

Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
P.O.-Tufanganj, Dist-Cooch Behar

অ্যাফিডেভিট

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB63 20100904285) Sahidul Ali থাকায় 22-04-2025 সদর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Saidul Ali হলাম, ছাট গুড়িয়াহাটি, কোচবিহার। (C/116226)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে হোটেলে কাজের জন্য অভিজ্ঞ Room boy চাই। M : 9434065165 (C/116075)

•

স্টুডিওতে ফোটোগ্রাফির কাজ জানা/অজানা লোক চাই। বেতন অভিজ্ঞতা হিসাবে নির্ধারণ। Das Studio, Shivmandir. M : 79082-81880. (M/M)

•

Teachers required for RSM Public School, Gahmar-Ghazipur(U.P.), English Medium for Nur. to 10th all subjects. Good Salary, Fooding, Lodging.(M) 86044-60736, 96963-01588.(C/116077)

•

ভর্তি পরামর্শদাতা চাই আপনাদের শহর কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনহাটা, ইসলামপুর, হলদিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, রায়গঞ্জ যোগাযোগ নম্বর- 9332394700. (C/116076)

•

শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে শপিং মল ও ফ্যাক্টরির জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 12,000/-, PF + ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া, মেস, মাসে ছুটি। M :- 89459-25318. (C/116078)

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর ও সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনার উদ্দেশ্যে চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : পি-ইউ-০৫-২০২৫। অকশন শুরু : ১৩.০৫.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। সিকোয়েন্স নং., লট নং, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : এএ/১, পিএনইউ-এমএলডিটি-বিজিপি-টয়-৩৮-২৪-১, ভাগলপুর। এএ/২, পিএনইউ-এমএলডিটি-এসবিজি-টয়-৬-২৪-১, সাহেবগঞ্জ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-24/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice

**Office of the Block Dev. Officer
Manikchak Dev. Block, Malda.
ABRIDGED COPY OF
N.I.T. No.01(e)/MDB/2025-26
Dt. 23/04/2025
(Online e-Tender)**

Above mentioned e-Tender for the Construction works are invited by the U/S. Details may be seen in at http://wbtenders.gov.in & all other details will be available from Notice board of the U/S.

Sd/-
Block Dev. Officer
Manikchak Dev. Block, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৮০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

JOB সাব-এডিটর নিউজ ইন্টার্ন

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্টঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নংঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৫২, তারিখঃ ২৪.০৪.২০২৫। কাজের নামঃ তিন বছর সময়কালের জন্য মালদা ডিভিসনের মালদা, সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর ও জামালপুর-এর রানিং রুমের প্যাকেজ টাইপ, ভিআরএফ টাইপ এসি মেশিনগুলির সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৬৩,২৪,৩৭০.৫০ টাকা। বায়নামূল্যঃ ১,২৬,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ ০২.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে ১৬.০৫.২০২৫-এ বেলা ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

(MLD-29/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Quotation Notice

Following Quotation Notice is hereby invited by the Office of the Sub Divisional Information & Cultural Officer, Mathabhanga (Dept. of I&CA) for sale of Unserviceable goods vide Quotation No- 239/ICA/MTB dated 25/04/2025 for which the last date of submission of Quotation is 08/05/2025 up to 2.00 P.M. For the details may contact to S.D.I & C.O. Office, Mathabhanga from 10 AM to 5 PM (except govt. holiday).

Sd/-
Sub Divisional Information Cultural officer,
Mathabhanga, Cooch Behar

Quotation Notice

Following Quotation Notice is hereby invited by the Office of the Sub Divisional Information & Cultural Officer, Mekhliganj (Dept. of I&CA) for sale of Unserviceable goods vide Quotation No-174/SDI&CO/MKG dated 25/04/2025 for which the last date of submission of Quotation is 08/05/2025 up to 2.00 P.M. For the details may be contact to S.D.I & C.O. Office, Mekhliganj from 10 AM to 5 PM (except govt. holiday).

Sd/-
Sub Divisional Information Cultural officer,
Mekhliganj, Cooch Behar

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে অটোমেটেড টেলার মেশিনের (এটিএম) চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : এটিএম-২০২৫-০৫। অকশন শুরু : ১২.০৫.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। সিকোয়েন্স নং., লট নং/ শ্রেণী, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : এএ/১, এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জেন-৩৫-২৫-২, বারিয়ারপুর। এএ/২, এটিএম-এমএলডিটি-এসবিও-জেন-৪০-২৫-২, সবৌর। এএ/৩, এটিএম-এমএলডিটি-আরজেএল-জেন-৩১-২৫-২, রাজমহল। এএ/৪, এটিএম-এমএলডিটি-এমজেডসি-জেন-৩৯-২৫-২, মির্জাচৌকি। এএ/৫, এটিএম-এমএলডিটি-জিজিএ-জেন-২৮-২৫-২, ঘোঘা। এএ/৬, এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি-জেন-৪৪-২৫-৪, সাহেবগঞ্জ। এএ/৭, এটিএম-এমএলডিটি-এএইচএ-জেন-৩২-২৫-২, অভয়পুর। এএ/৮, এটিএম-এমএলডিটি-টিপিএইচ-জেন-৪২-২৫-২, তিনপাহাড়। এএ/৯, এটিএম-এমএলডিটি-জেআরএলই-জেন-৩৮-২৫-২, জঙ্গীপুর রোড। এএ/১০, এটিএম-এমএলডিটি-পিপিটি-জেন-৪৩-২৫-২, পীরপৈন্তি। এএ/১১, এটিএম-এমএলডিটি-বিএকেএ-জেন-২৫-২৫-২, বাঁকা। এএ/১২, এটিএম-এমএলডিটি-এমজিআর-জেন-২৯-২৫-২, মুঙ্গের। এএ/১৩, এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ-জেন-৩৬-২৫-২, গোড্ডা। এএ/১৪, এটিএম-এমএলডিটি-এমএলডিটি-জেন-৩০-২৫-২, মালদা টাউন। এএ/১৫, এটিএম-এমএলডিটি-ডিজিএলই-জেন-২৭-২৫-২, ধুলিয়ানগঙ্গা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-26/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারতীয় সেনা বাহিনী
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

দাপ্তরিক প্রবেশ

প্রযুক্তিক স্নাতক কার্যধারা (টিজিসি-১৪২) (২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে নির্ধারিত) এর হেতু অনলাইনে আবেদন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আবেদন প্রক্রিয়াটি ৩০শে এপ্রিল ২০২৫ থেকে ২৯শে মে থেকে ২০২৫ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

OFFICER ENTRY

Online applications are invited for Technical Graduate Course (TGC-142) (scheduled in Jan 2026).

Applications open from **30 Apr 2025** to **29 May 2025.**

দ্রষ্টব্য ঃ-
১. সেনাবাহিনীতে নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং বিনামূল্যে হয়ে থাকে। দালাল চক্র থেকে সতর্ক থাকুন।
২. বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in এ পরিদর্শন করুন।

Note :
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in

CBC 10601/11/0011/2526

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার পরামর্শে ব্যবসায়িক জটিলতা কাটতে পারে। পুরোনো সম্পর্ক ফিরে আসবে। বৃষ : আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায় কিছু গোলমাল হতে পারে। মিথুন : বন্ধুর সাহায্য পেয়ে খুশি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কর্কট : ব্যবসায় সামান্য মন্দা থাকলেও দিনের মধ্যভাগে তা কেটে যাবে। বিতর্কে থাকবেন না। সিংহ : পাওনা আদায়ে জোরাজুরি করতে যাবেন না। ব্যবসায় হঠাৎ মন্দা নামতে পারে। কন্যা : বেকাররা কাজের সুযোগ পাবেন। বাড়তি কাজের চাপে শরীর খারাপ হতে পারে। তুলা : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকলে ভালো ফল পাবেন। দাম্পত্যের অশান্তি কেটে যাওয়ায় স্বস্তি। বৃশ্চিক : বাবার পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা কাটবে। বাড়ি সংস্কারে নেমে সমস্যা। ধনু : কাউকে উপযাচক হয়ে উপদেশ দিতে যাবেন না। অপমানিত হবেন। বাড়তি লগ্নি নয়। মকর : বিষণ্ণতায় কাটবে দিনটি। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের জন্যে দুশ্চিন্তায় থাকবেন। কুম্ভ : কোনও কাজ করে পরিতাপ করতে হবে। সামান্য কারণে বন্ধুর সঙ্গে তর্কাতর্কি হতে পারে। মীন : সম্পদ ক্রয় করে লাভবান হবেন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে অকারণ দুশ্চিন্তা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৬ বৈশাখ, ২৬ এপ্রিল, ২০২৫, ১২ বহাগ, সংবৎ ১৩/১৪ বৈশাখ বদি, ২৭ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১২, অঃ ৫।৫৯। শনিবার, এয়োদশী প্রাতঃ ৫।৫৭ পরে চতুর্দ্দশী রাত্রি ৩।৩৮। রেবতিনক্ষত্র রাত্রি ২।৩৮। বৈধৃতিযোগ দিবা ৬।৫২ পরে বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ৩।৫২। বণিজকরণ প্রাতঃ ৫।৫৭ গতে বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৪।৪৭ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ৩।৩৮ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ২।৩৮ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে প্রাতঃ ৫।৫৭ গতে পশ্চিমে, রাত্রি ৩।৩৮ গতে ইশানে। কালবেলাদি ৬।৪৮ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৭ মধ্যে ও ৪।২৩ গতে ৫।৫৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৩ মধ্যে ও ৩।৪৮ গতে ৫।১১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব মেধা দিবস- ২৬ এপ্রিল। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২২ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১৬ গতে ১০।২৭ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ১।৫২ মধ্যে ও ২।৩ গতে ৩।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মশাল মিছিল

পহলগামের ঘটনার প্রতিবাদে ও নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মশাল মিছিল করল বিজেপি যুব মোর্চা। সিমলা স্ট্রিটে শুরু হয়ে ভবানীপুরে গিয়ে মিছিল শেষ হয়।

রবিবার থেকে বৃষ্টি

স্বস্তির পূর্বাভাস। শনিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তবে রবিবার থেকে রাজ্যের দক্ষিণে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে।

নির্বাচন স্থগিত

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত রাখা হল কলকাতা পুরসভার সমবায় নির্বাচন। আদালতের নির্দেশের আগে ১৮ মে এই নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল।

যৌন হেনস্তায় ধৃত

কাটোয়ায় সাত বছরের শিশুকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ। ধৃত প্রতিবেশী প্রৌঢ়। ঘটনা তদন্তাধীন। বারবার যৌন হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

অজানা ভবিষ্যৎ চাকরিহারাদের

রিভিউ পিটিশনের আর্জি অনিশ্চিত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর সরকার ও এসএসসির রিভিউ পিটিশনের আর্জি শুক্রবারও অনিশ্চিত হয়ে রইল। এদিনও সরকারি মহলে চূড়ান্ত হল না কবে এই পিটিশনের আর্জি সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হবে। সর্বোচ্চ আদালতে আর্জি পেশই তো সব নয়। আর্জি তো প্রথমে গ্রহণ করতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে। তারপর তো আর্জির ওপর শুনানি হবে। রায়ও একটা হবে। কিন্তু তার আগেই প্রস্তাবিত পিটিশন দাখিলের বিষয়ে ক্রমবর্ধমান জটিলতা আর্জি পেশের দিনই পিছিয়ে দিচ্ছে বলে শুক্রবার নবান্নে সরকারের শীর্ষমহলের খবর। এই নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে এসএসসিও কিছুটা দিকভ্রান্ত বলেই ওই সূত্রের খবর।

এদিন নবান্ন সূত্রের খবর, রিভিউ পিটিশনের মূল বিষয় হল যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা বাছাই। মূলত যার ওপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে ২৬ হাজার চাকরিহারার। যেটা নিয়েই বারবার সুপ্রিম কোর্টে হোঁচট খেতে হয়েছে সরকার ও এসএসসিকে। এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য তথ্য ও পরিসংখ্যানের অভাবই সুপ্রিম কোর্টকে বাধ্য করেছে মুড়ি-মিছরি এক করে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল করতে। এখনও যথার্থভাবে সেই কাজই করতে সক্ষম হতে পারছে না সরকারের শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। এদিন ওই মহলের খবর, যুক্তিযুক্ত যথার্থ তালিকা তৈরি করতেই পারছে না এসএসসি। কিছু না কিছু জটিলতা এসে হাজির হচ্ছে। চাকরিহারাদের দাবিমতো ওয়েবসাইটে ওই তালিকা (যোগ্য প্রার্থীদের) প্রকাশ না করে জেলায় জেলায়, স্কুলে স্কুলে ওই তালিকা পাঠিয়ে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে যে সংখ্যায় যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা স্কুলগুলিতে পাঠানো হয়েছিল, পরে আবার তা সংশোধনের মুখে এসে পড়ে। একাধিক যোগ্য ওই তালিকা থেকে বাদ পড়ায় বিপাকে পড়েছে এসএসসি। এককথায় তালিকা নিয়ে আগের মতোই ঘেঁটে রয়েছে সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি।

জটিলতা অব্যাহত

- সুপ্রিম কোর্টে সরকার ও এসএসসির রিভিউ পিটিশনের আর্জি শুক্রবারও অনিশ্চিত হয়ে রইল
- তালিকা নিয়ে আগের মতোই ঘেঁটে রয়েছে সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি
- চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের বিষয়টিও পিটিশনে রাখার কথা ভাবতে হচ্ছে সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসিকে

এই তালিকা এখনও চূড়ান্ত না হওয়ায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে সরকারের রিভিউ পিটিশনের আর্জি পেশের বিষয়টি। নবান্ন সূত্রে খবর, রিভিউ পিটিশন জমা হলেই যে সরকারের আর্জি গ্রহণযোগ্য হবে বা হলেও চাকরিহারাদের কপাল খুলবে, এমন আশা দিল্লিতে সরকারের মামলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন আইনজীবীও এখনও দিতে পারেননি। সবটাই তাঁরা এখন সুপ্রিম কোর্টের মর্জির ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন। তবে যোগ্য ও অযোগ্যদের যথার্থ তালিকার পাশাপাশি মামলা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র তৈরি করতে নবান্নে সরকারকে তাঁরা প্রস্তুতি নিতে পরামর্শ দিয়েছেন বলেই এদিনের খবর। যত দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব এই কাজ সরকারকে করতে হবে বলে বলেছেন তাঁরা।

এদিকে এদিন নবান্নে ওই সূত্রের খবর, চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের বিষয়টিও এই সঙ্গে ভাবতে হচ্ছে সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসিকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, সমগুরুত্ব দিয়েই ওঁদের কথা রিভিউ পিটিশনে রাখতে হবে। জোর তৎপরতা অবশ্য রয়েছে নবান্নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে। নবান্নে জনৈক শীর্ষ আধিকারিকের মন্তব্য, এখন রাজ্যে চাকরিহারাদের আন্দোলনের ঝাঁঝ আগের তুলনায় কমেছে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভাজন ও অনৈক্য তৈরি হওয়ায় কিছুটা তো স্বস্তির হাওয়া এসেছে সরকারি মহলে। কাশ্মীরে জঙ্গিদের নারকীয় গণহত্যার ঘটনাও সাধারণ মানুষের মনকে ভারাক্রান্ত করেছে।

অযোগ্যদের ধর্না মঞ্চে বিরিয়ানি

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : যোগ্য-অযোগ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবশেষে শান্তি এল শুক্রবার। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ যোগ্য শিক্ষকদের মঞ্চ আচার্য সদনের সামনে থেকে ধর্না-বিক্ষোভ তুলে নিল। তবে অযোগ্য বা 'টেন্টেড' চাকরিহারা মঞ্চ 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন-টিচিং ফোরাম' শুক্রবারও নিজেদের অবস্থান জারি রেখেছে এসএসসি ভবনের সামনে।

বৃহস্পতিবার রাতে যোগ্য-অযোগ্য বচসা প্রায় হাতাহাতিতে পৌঁছোয়। পরিস্থিতি যখন প্রায় হাতের বাইরে, তখনই দেখা গেল টেন্টেড বা দাগিদের 'ডিনার'-এর জন্য আসছে প্যাকেট প্যাকেট বিরিয়ানি। সোমবার থেকে খিচুড়ি, মুড়ি ও জলই একমাত্র ভরসা 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬'-র। তাঁদের বেশিরভাগ খাবারই এসেছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের থেকে। সেখানে অযোগ্যদের মঞ্চে বিরিয়ানি আসে কীভাবে, সেই প্রশ্নই যোগ্য বিক্ষোভকারীদের মনে।

তবে শুক্রবার সকালে ছবিটা কিছুটা বদলেছে। অধিকার মঞ্চের তরফে চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'আমরা এখান থেকে অযোগ্যদের সঙ্গে হাতাহাতির ভয়ে সরে যাচ্ছি, এমনটা নয়। আমরা চাই না, অযোগ্যদের সঙ্গে কোনও ঝামেলা হোক। সেই কারণেই আমরা এখান থেকে সরে যাচ্ছি।' ফলে এদিন সকাল থেকে কিছুটা শান্ত এসএসসি ভবন চত্বর। অযোগ্য মঞ্চের তরফে শুক্রবার দাবি করা হয়, 'সিবিআই যে অযোগ্য তালিকা প্রকাশ করেছে, তার কী গুরুত্ব?' তবে ধর্মতলার শহিদ মিনারে অবস্থানরত অধিকার মঞ্চের একাংশ দাগিদের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, 'বিরিয়ানি আসছে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে?' মঞ্চের তরফে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, 'আমরা যোগ্য হয়েও বিরিয়ানি পেলাম না। কারণ, আমরা কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করিনি। তবে অযোগ্যদের মঞ্চে রাজনীতি হচ্ছে। বৃহস্পতিবারও বেশ কিছু দলকে ওদের মঞ্চে আসতে দেখা গিয়েছে। সবটাই লবিবাজি।' ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন-টিচিং ফোরাম অবশ্য বলেছে, 'যোগ্যরা আমাদের স্কুলে যেতে দিতে চায় না বলেই হিংসা করছে। আমরা রাজনীতি করছি না।' অধিকার মঞ্চের চাকরিহারাদের অভিযোগ, 'যোগ্যদের স্লোগান চুরি করেছে অযোগ্যরা। চিন্ময়কে বৃহস্পতিবার রাতে চড়ও মেরেছে। পোর্টালে নাম থাকবে না বলেই জ্বালায় জ্বলছে।'

শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে ব্রাত্যর বৈঠক 'ব্যর্থ'

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : গ্রুপ 'সি'-গ্রুপ 'ডি' শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে শুক্রবার বিকালে বৈঠক করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সল্টলেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিবেদিতা ভবনে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের অনশন এদিন ১০০ ঘণ্টা অতিক্রম করল। প্রথমে ৮ জন অনশন শুরু করলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে এখন অবস্থানরত মাত্র ৪ জন।

তার মধ্যে অন্যতম অনশনকারী মৌমিতা বিশ্বাস 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'আমাদের চিকিৎসকরা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। তবে ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠক করলেও আমাদের কোনও সুরাহা হয়নি। অনশন আমরা চালিয়ে যাব।'

গ্রুপ সি কর্মী অমিত মণ্ডল জানান, 'শনিবার মুখ্যসচিবের সঙ্গে শিক্ষা মহলের আধিকারিকদের বৈঠক রয়েছে। এই বৈঠকে আমাদের নিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও হতে পারে।'

ব্রাত্য বসুর সঙ্গে শুক্রবার বিকাল ৪টেয় বৈঠক করেন শিক্ষাকর্মীদের ৪ জন প্রতিনিধি। অমিত মণ্ডল বলেন, 'ব্রাত্য বসু বলেছেন, রিভিউ পিটিশনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের পাশাপাশি যোগ্য শিক্ষাকর্মীদেরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে।' ব্রাত্য যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ শিক্ষাকর্মীদের পাশে থাকবেন বলেও জানিয়েছেন।

তবে এতে খুশি নন শিক্ষাকর্মীরা। তাঁদের দাবি, 'শিক্ষকদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যেমন স্কুলে ফেরার অনুমতি রয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই শিক্ষাকর্মীদের অনুমতি দেওয়া হোক। তাঁদের বেতন চালুও রাখতে হবে।' তবে সেই বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং রাজ্যের তরফে এখনও কোনও বার্তা না আসায় অনশন জারি থাকবে, এমনটাই জানিয়েছে 'যোগ্য গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি অধিকার মঞ্চ'।

অনশনকারী গ্রুপ সি কর্মী মৌমিতা বিশ্বাস বলেন, 'নির্জলা উপোসে আছি। কতদিন সুস্থ থাকব বলতে পারছি না। তবে আলো-পাখার ব্যবস্থা পর্ষদের তরফে করা হয়েছে। জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট এবং পর্ষদের চিকিৎসকরা শারীরিক পরীক্ষা করছেন।'

স্থান পরিবর্তন হলেও ধর্না জারি

সোমবার থেকেই স্কুলে ফিরছেন 'যোগ্য' চাকরিহারারা

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : শেষ হইয়াও হইল না শেষ। যে শহিদ মিনারের পাদদেশ থেকে চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রথম আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেখানেই শুক্রবার দুপুরে ফিরে গেলেন চাকরিহারারা। এসএসসি ভবনের সামনে থেকে অবস্থান প্রত্যাহার করে তাঁরা ধর্মতলার শহিদ মিনার চত্বরে ধর্না-বিক্ষোভ জারি রাখলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এসএসসি তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁরা সোমবার থেকে স্কুলে ফেরার কথাও ঘোষণা করলেন এদিন। ধর্মতলায় যাওয়ার পথে তাঁরা বললেন, 'ছাত্রছাত্রীদের ভালোর জন্য স্কুলে ফিরছি।' চাকরিহারাদের প্রতিনিধিদের তরফে রিভিউ পিটিশন জমা দেওয়ার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের তরফে রিভিউ পিটিশন জমা দেওয়ার আর্জি শুক্রবার পর্যন্ত অনিশ্চিতই রয়েছে। বৃহস্পতিবার শিক্ষা দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করে এসএসসির নতুন সচিব পদে অরুণ কুমার রায়ের নিয়োগ সম্পর্কে জানিয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকেই যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬-এর সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছে। মঞ্চের তরফে মেহবুব মণ্ডল স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'কেউ কেউ নিজস্ব স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে ঝামেলা সৃষ্টি করছেন। তবে শীর্ষ আদালতের কাছে রিভিউ পিটিশনের ক্ষেত্রে একাধিক মঞ্চের অবস্থান কখনোই গুরুত্ব পাবে না। আদালতের কাছে যোগ্য এবং অযোগ্যই মূল কথা। ফলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লাভ নেই।'

অধিকার মঞ্চ এদিন দুপুর থেকেই শহিদ মিনার চত্বরে পিটিশন তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে। তিন ধাপে রিভিউ পিটিশন করার ঘোষণাও করা হয়েছে। প্রথমত, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রথম থেকে তৃতীয় কাউন্সেলিং পর্যন্ত পিটিশন। দ্বিতীয়ত, সব শ্রেণির ক্ষেত্রেই চতুর্থ থেকে সপ্তম কাউন্সেলিং পর্যন্ত পিটিশন। সর্বশেষে কোনও কাউন্সেলিং কেন্দ্রিক পয়েন্টের ওপর ভিত্তি না করেই পিটিশন। পিটিশন দাখিলের প্রশ্নে চাকরিহারা শিক্ষকদের উত্তর, '৩০ এপ্রিল গরমের ছুটি পড়লেই সক্রিয়ভাবে সব পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করব।'

শুক্রবার দুপুর থেকেই ওকালতনামায় চাকরিহারাদের সই করানো শুরু হয়ে গিয়েছে। যেসব শিক্ষকের নাম যোগ্যের তালিকায় আসেনি এবং স্কুলে পৌঁছোয়নি, তাঁদের একাংশ এদিন বিকাশ ভবনের আধিকারিকদের কাছে অনুরোধ জানাতে যান। অধিকার মঞ্চ জানিয়েছে, তালিকা আপডেট করার জন্য বিকাশ ভবনকে দু'দিন সময় দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন, দু'দিনের মধ্যে তালিকার ভুল শোধরানো না হলে সোমবার থেকে আবারও কঠোর আন্দোলনের রাস্তা বাছবেন শিক্ষকরা। মেহবুব বলেন, 'রিভিউ পিটিশনে যেন কোনও ভুল পয়েন্ট না দেওয়া হয়, সেই দিকেই আমরা নজর রাখছি। সবথেকে কঠিন কাজ ড্রাফট তৈরি। আমরা ১৩-১৪ জন আইনজীবী ও এআরও-র পরামর্শ নিয়েছি। একটিও ভুল পদক্ষেপ নিলে সুপ্রিম কোর্ট খুব সহজেই আমাদের রিভিউ পিটিশন খারিজ করে দিতে পারে।'

কমিশন স্বীকার করেছে, যোগ্যদের যে তালিকা জেলায় জেলায় ডিআই অফিসে পাঠানো হয়েছে, তাতে ত্রুটি রয়েছে। ২০১৮ সালের পর থেকে সার্ভার আপডেট না করার জন্যই এমন ভুল। অধিকার মঞ্চ জানায়, 'সংশোধিত নতুন তালিকা পাঠানোর জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় চেয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান।'

সূর্য অভিযানে।। কলকাতার মল্লিকঘাটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

সমাজমাধ্যমে গুজব ঠেকাতে পদক্ষেপ পুলিশের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : সমাজমাধ্যমে উসকানিমূলক সাম্প্রদায়িক পোস্ট রুখতে পদক্ষেপ শুরু করল রাজ্য পুলিশ। ইতিমধ্যেই একজন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। এই সদস্যরা সমাজমাধ্যমের প্রতিটি পোস্ট খতিয়ে দেখে কড়া পদক্ষেপ করা শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এবং এক্স হ্যান্ডেলে ৭৮২টি অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে সেগুলি ব্লক করা হয়েছে। ওই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি আইনে নির্দিষ্ট ধারায় মামলাও রুজু করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার বলেছেন, 'যে কোনও উসকানিমূলক সাম্প্রদায়িক পোস্ট আমরা নজরে রাখছি। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

মুর্শিদাবাদের ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে বেশকিছু ভিডিও এবং ছবি সমাজমাধ্যমে আপলোড হয়। পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে, সেগুলি ২০২১ সালে উত্তরপ্রদেশ এবং ২০০০ সালে গুজরাটের ছবি। ওই ঘটনার পরই যে আইপি অ্যাড্রেস থেকে ছবি এবং ভিডিওগুলি পোস্ট করা হয়েছিল, সেগুলিকে চিহ্নিত করে ব্লক করা হয়। কিন্তু ততক্ষণে ওই ছবি এবং ভিডিও শতাধিক শেয়ার হয়ে যায়। ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ার আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়। তারপরই পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয়, এই জাতীয় পোস্ট করলেই ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে এবং ওই অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হবে।

ইতিমধ্যেই 'মেটা'র কাছে ওই অ্যাকাউন্টগুলি ডিঅ্যাক্টিভেট করতে চিঠি দিয়েছে রাজ্য পুলিশ। এমনকি ডিঅ্যাক্টিভেট হওয়ার আগে পর্যন্ত ওই অ্যাকাউন্ট থেকে যাতে কোনও পোস্ট না করা যায়, সেই অনুরোধও মেটার কাছে জানিয়েছে রাজ্য পুলিশ। রাজ্য পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেল ৩২২ জন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে। তাঁদের একাধিক অ্যাকাউন্ট থেকে ওই পোস্টগুলি করা হয়েছে। ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সরানো হল জঙ্গিপুরের এসপি-কে

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারদের সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল নবান্ন। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আনন্দ রায়কে পশ্চিম মেদিনীপুরের সালুয়ার ইএফআরের কমান্ডান্ট করে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাঁর জায়গায় নতুন পুলিশ সুপার হলেন কলকাতা পুলিশ (দক্ষিণ) ট্রাফিকের ডিসি অমিত কুমার সাউকে। একইভাবে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদবকে কোচবিহারের নারায়ণী ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট করে পাঠানো হল। তাঁর জায়গায় এলেন রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সানি রাজকুমার।

পহলগামে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে মিছিল বামেদের। শুক্রবার কলকাতায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

বদল চেয়ে বিক্ষোভ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : বিচারপতির বেঞ্চ বদল চেয়ে শুক্রবার বিকেল থেকে আইনজীবীদের চেম্বার ঘেরাও করে অবস্থানে বসলেন ২০১৬ সালের কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার অতিরিক্ত শূন্য পদে সুপারিশপ্রাপ্ত চাকরিপ্রার্থীরা। এদিন ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের চাকরি দিতে অতিরিক্ত পদ (সুপার নিউমেরারি) তৈরির বিরুদ্ধে মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে শুনানি শেষ হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। সিপিএম আইনজীবীদের চেম্বারের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। এই বিক্ষোভের সমালোচনা করে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বলেন, 'ওরা যদি মনে করেন, দুর্নীতিযুক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকরি পেয়ে যাবেন, তাহলে এটা ভুল ধারণা। কাদের প্ররোচনায় এমনটা করছেন, তা জানি না।'

এদিন বিচারপতি বসুর এজলাসে দুপুর ২টোয় মামলার শুনানি ছিল। এদিন এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি নির্দেশ দেন, সুপার নিউমেরারি পদে চাকরি দেওয়া নিয়ে রাজ্যের কী অবস্থান তা আবেদনপত্র জমা দিয়ে জানাতে হবে। তিনি বলেন, 'মৌখিক প্রতিশ্রুতি নয়, হলফনামাও চাই না, আবেদন করে জানান। আমি এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।'

শুনানি শেষ হতেই বিকেল চারটের পর কলকাতা হাইকোর্টের 'এফ' গেটের বাইরে জড়ো হন আন্দোলনকারীরা। মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে, 'নিয়োগ চাই'। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটে বিকাশরঞ্জনের চেম্বারের বাইরে প্রথমে একদফা বিক্ষোভ দেখানো হয়। তারপর কিরণ শংকর রায় রোডে ফিরদৌস শামীম, সুদীপ্ত দাশগুপ্তদের চেম্বারের বাইরে জুতো খুলে, টাকা দেখিয়ে কটাক্ষ করতে থাকেন তাঁরা। ওখানেই বসে পড়েন। কোচবিহারের আরিফ মহম্মদ বলেন, 'আর কত দিন এভাবে অপেক্ষা করব আমরা? আমাদের আগের শুনানির টাকা ফেরত দিক চাকরিখেকোরা।' জলপাইগুড়ির আবদুল হালিম বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যরা নিয়োগ আটকে রেখেছেন।' দক্ষিণ দিনাজপুরের চাকরিপ্রার্থী রুস্তম আলি বলেন, 'দু-আড়াই বছর ধরে টালবাহানা চলছে। দিনের পর দিন মামলা চলছে।'

পাঠক্রম বদল

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : সিমেস্টার শুরুর পরেই সংস্কৃতের পাঠ্যক্রম বদলাল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। তৃতীয় সিমেস্টারের ১, ২, ৩ ও ৫ নম্বর ইউনিটের বিষয়ে বদল আনা হয়েছে। তবে সেই বদল পড়ুয়াদের পড়াশোনায় ক্ষতি করবে বলেই মত শিক্ষক মহলের একাংশের।

শিক্ষক মহল অভিযোগ জানায়, 'বেশিরভাগ স্কুলে সংস্কৃতের পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজি বই এসে পৌঁছোয়নি। এরইমধ্যে পাঠক্রমে বদল হলে ক্লাস শুরু হবে কীভাবে?' ইউনিট ১-এর 'শ্রীমতী' পাঠ্যগদ্য, ইউনিট ২-এর 'অভ্যাসবশগং মনঃ', ইউনিট ৩-এর 'বীরঃ সর্বদমনঃ' এবং ইউনিট ৫-এর 'আর্যভট্ট ও বরাহমিহির'-এই বিষয়গুলি পরিবর্তন করা হয়েছে।

নারাজ আদালত

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামের ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। এই পরিস্থিতিতে ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেল ৫টায় টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত অরাজনৈতিক একটি মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন উদ্যোক্তারা। তবে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানিয়ে দেন, 'এই পরিস্থিতিতে আগামী ৭ দিন যে কোনও ধরনের কর্মসূচি বন্ধ রাখতে বলেছি। বৃহস্পতিবারও একটি সংগঠন কর্মসূচির অনুমতির জন্য এসেছিল। তাদেরও একই কথা বলেছি।' মঙ্গলবার মামলাটির পরবর্তী শুনানি।

ফের বিতর্কে কল্যাণ

আদালত কক্ষেই আইনজীবীকে মার

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : ফের বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কখনও দলের অন্দরে আবার কখনও সংসদ চত্বরে বারবার তিনি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন। এবার আদালত কক্ষের ভিতরে এক আইনজীবীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের বেঞ্চে ১১ নম্বর এজলাসে এই ঘটনা ঘটে। আইনজীবী অশোককুমার নাথের অভিযোগ, সাংসদ সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেন কল্যাণ। এই নিয়ে বচসা বাধে। ইতিমধ্যেই কল্যাণের বিরুদ্ধে হেয়ারস্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই আইনজীবী।

অভিযোগপত্রে ওই আইনজীবী উল্লেখ করেন, ১২ বছর ধরে তিনি আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করছেন। বৃহস্পতিবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালত কক্ষে প্রবেশ করেন এবং সাংসদ সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে কুমন্তব্য করেন। তাঁকে এই ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে বলায় তিনি রেগে যান ও মারধর শুরু করেন। বাকিরা তাঁকে বাধা না দিলে কল্যাণ তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলতেন বলে দাবি অশোকের। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'নরেন্দ্র মোদির আমলে জঙ্গি হামলা নিয়ে বাকিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন কল্যাণ। তখন ওই কথোপকথনের মাঝে আমি শুধু বলেছিলাম, সৌগতদার নামে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন কেন। তখনই উনি আমাকে সৌগতর চামচা বলেন। আমার কলার ধরে মুখে ঘুসি মারেন, লাথি মারেন। আমার মুখ থেকে রক্ত ঝরছিল। আমি আদালতেও জানিয়েছি, থানাতেও অভিযোগ দায়ের করেছি। আদালতের মধ্যে একজন বর্ষীয়ান আইনজীবীর এই ধরনের আচরণ কাম্য নয়।' তবে এই বিষয়ে এখনও কোনও ব্যাখ্যা দেননি কল্যাণ। ফোনে চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি তাঁকে।

> নরেন্দ্র মোদির আমলে জঙ্গি হামলা নিয়ে বাকিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন কল্যাণ। তখন ওই কথোপকথনের মাঝে আমি শুধু বলেছিলাম, সৌগতদার নামে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন কেন। তখনই উনি আমাকে সৌগতর চামচা বলেন। আমার কলার ধরে মুখে ঘুসি মারেন, লাথি মারেন।
>
> -অশোককুমার নাথ

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
আঞ্চলিক কার্যালয় : কলকাতা, ফোন ঃ (০৩৩)২২৮৮-১৩৫২
সিআইএন ঃ- ইউ৯৩০৯০টিএন১৯৩৮জিওআই০০০১০৮
মাইক্রো অফিস দার্জিলিং-এর জন্য ভাড়ার জন্য অফিস আবাসনের প্রয়োজন
দার্জিলিং-এর কাছাকাছি ভালো বাণিজ্যিক এলাকায় সর্বোচ্চ ২৫০ স্কোয়ার ফিটের (হলঘরসম) অফিস প্রাঙ্গণ আমাদের প্রয়োজন। ইচ্ছুক ভবনের মালিকগণ দুই সেটের প্রযুক্তিক দর এবং অর্থনৈতিক দর যেটি আমাদের ওয়েবসাইট www.uiic.co.in থেকে ডাউনলোড করে অথবা আমাদের কলকাতার আঞ্চলিক কার্যালয় যেটির ঠিকানা ঃ- ইস্টেটস ডিপার্টমেন্ট, তৃতীয় তলা, হিমালয়া হাউস, ৩৮বি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১-এ কার্যালয় চলাকালীন সময়ে ২৬.০৪.২০২৫ থেকে ২০.০৫.২০২৫ পর্যন্ত প্রাপ্তির দ্বারা নাম মুদ্রাঙ্কিত খামের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন অথবা উপরে উল্লিখিত কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। টেন্ডারটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় উপরে উল্লিখিত ঠিকানাটিতে ২০.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টের সময়। কোনওরকম দালালচক্র ন্যস্ত করা হবে না।
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
আঞ্চলিক কার্যালয় কলকাতা

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এপি-পিসিএল-লিজ। বর্ণনা ঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (একক বগি); **একক দর:** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) ঃ** ০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	লট শেষের তারিখ ও সময়
এএ/১	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএঞ্জএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১১:৩০ টায়
এএ/২	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১১:৪০ টায়
এএ/৩	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১১:৫০ টায়
এএ/৪	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:০০ টায়
এএ/৫	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:১০ টায়
এএ/৬	১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:২০ টায়
এএ/৭	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:৩০ টায়
এএ/৮	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:৪০ টায়
এএ/৯	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএঞ্জএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১২:৫০ টায়
এএ/১০	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-৪ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায়
এএ/১১	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএঞ্জএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৩:১০ টায়

প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বাধিক স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি ঃ ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পোষ্যর মৃত্যুতে থানায় অভিযোগ

বেহাল পশু হাসপাতাল

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৫ এপ্রিল : হাসপাতালে এক্স-রে মেশিন থাকলেও তা অনেকদিনের পুরোনো। সেইসঙ্গে পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব তো আছেই। টেকনিসিয়ান, ফার্মাসিস্ট সহ একাধিক কর্মী না থাকায় প্রায়দিন চিকিৎসককে ভিড় সামলাতে হিমসিম খেতে হয়। অনেকদিন ধরে কোচবিহারের সরকারি পশু হাসপাতালে এই পরিস্থিতি। হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে পশুপ্রেমীদের অভিযোগের শেষ নেই। এদিকে শুক্রবার চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে এক পোষ্যর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হাসপাতালে চাঞ্চল্য ছড়াল। যা নিয়ে ওই পশুপ্রেমী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। হাসপাতালের তরফে চিকিৎসক রাজীবকান্তি সাহা বলেন, 'এই কুকুরটি অনেকদিন ধরে কিডনি, রক্তাল্পতা, উচ্চ ক্রিয়েটিনিন ও বয়সজনিত সমস্যায় ভুগছিল। এদিন যখন পোষ্যটিকে ওরা নিয়ে এসেছিল তখন তাকে স্যালাইন দেওয়া হয়। স্যালাইন শেষ না হতেই ওরা কুকুরটিকে নিয়ে চলে যায়। এখানে যতক্ষণ কুকুরটি ছিল ততক্ষণ বেঁচে ছিল। পরে কী হয়েছে আমি জানি না।'

এদিন দুপুরে গান্ধি কলোনি এলাকার বাসিন্দা অনন্যা চক্রবর্তী ও তাঁর পরিবারের লোকেরা পোষ্যকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিৎকার, চ্যাঁচামেচিতে সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যে লোক জড়ো হয়ে যায়। তাঁদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের চিকিৎসার গাফিলতির কারণে কুকুরটি মারা গিয়েছে। জল গড়ায় থানা পর্যন্ত। অনন্যা বলেন, 'দুপুরে পোষ্যটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালের তরফে স্যালাইন দিলে কুকুরটির পা ফুলে যায়। এরপর ওর স্যালাইন খুলে দেওয়া হয়। পরে বারবার স্যালাইন দিতে বললেও হাসপাতালের কর্মীরা ওকে স্যালাইন দেয়নি। ওকে চিকিৎসা না করিয়ে ওটিতে ফেলে রাখা হয়েছিল। তারপর বাড়িতে নিয়ে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যে কুকুরটি মারা যায়।'

বর্তমানে এই হাসপাতালে একজন চিকিৎসক, একজন এলডিএ, একজন 'গ্রুপ'-ডি কর্মী আছে। অনেকদিন থেকে সেখানে একাধিক পদ ফাঁকা। যদিও কর্মীসংকট মেটাতে মাথাভাঙ্গা ও তুফানগঞ্জ থেকে লোক এনে কাজ চালানো হচ্ছে। কর্মীসংকটের পাশাপাশি হাসপাতালে চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং অক্সিজেনের ব্যবস্থা না থাকায় অসুবিধা হচ্ছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। হাসপাতালের ডেপুটি ডাইরেক্টর (ইনচার্জ) মনোজকুমার গোলদার কর্মীসংকটের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে এদিনের বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

এদিকে, এই হাসপাতালে এক্স-রে মেশিন থাকলেও সেটি অনেকদিনের পুরোনো। অত্যাধুনিক এক্স-রে মেশিন না থাকায় চিকিৎসককে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই অনেকে সেখানে ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনের পাশাপাশি ল্যাবরেটরির আধুনিকীকরণের দাবি জানিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, একজন চিকিৎসক সহ সেখানে পাঁচজন কর্মী থাকা প্রয়োজন। তবে কর্মীসংকটের কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। তাই বিষয়টি নিয়ে সেখানকার কর্মী ও আধিকারিকরা চিন্তিত।

কোচবিহার পশু হাসপাতালে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পশুপ্রেমী। - জয়দেব দাস

সমস্যা যেখানে

- টেকনিসিয়ান, ফার্মাসিস্ট সহ একাধিক কর্মী নেই
- ভিড় সামলাতে চিকিৎসককে হিমসিম খেতে হয়
- বারবার চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ
- পোষ্যের মৃত্যুতে এক পশুপ্রেমী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, কারণ নিয়ে রহস্য

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে শুক্রবার এক লটারি বিক্রেতার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটা কুঠিবাড়ি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম নাজির আনসারি (৫১)। তাঁর পরিবারের দাবি, নাজির একটি বেসরকারি ঋণদান সংস্থা থেকে মোটা টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু কিস্তির টাকা দিতে না পারায় সংস্থার কর্মীরা বাড়িতে এসে চাপ দিতে থাকেন। সেই মানসিক চাপেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ করেন মৃতের স্ত্রী। পুলিশ জানিয়েছে, দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তও শুরু করা হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ি তৈরির জন্য বছরখানেক আগে একটি বেসরকারি ঋণদান সংস্থা থেকে নাজির ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। প্রতি সপ্তাহে তার আড়াই হাজার টাকা কিস্তি ছিল। এতদিন ঠিকঠাকভাবেই তা পরিশোধ করা হচ্ছিল। কিন্তু গত শুক্রবার তিনি সেই কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারেননি। মৃতের স্ত্রী রহিমা আনসারির কথায়, 'দুই সপ্তাহ মিলিয়ে পাঁচ হাজার টাকা কিস্তি দেওয়ার কথা ছিল। রাতে আমার স্বামী জানান, টাকা জোগাড় হয়েছে। এরপর সকালে উঠোন ঝাঁট দিতে গিয়ে বাড়ির পিছনে একটি গাছে স্বামীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাই।'

মোষ উদ্ধার

বক্সিরহাট, ২৫ এপ্রিল : প্লাস্টিকের পাইপের আড়ালে গোরু ও মোষ পাচারের চেষ্টা পুলিশ বানচাল করল। পাচারের পথে তল্লাশি চালিয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ লরি থেকে ১৫টি গোরু ও ১৩টি মোষ উদ্ধার করেছে। শুক্রবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের অসম-বাংলা সীমানা সংলগ্ন জোড়াই মোড় নাকা চেকিং পয়েন্টের ঘটনা এটি। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'অবৈধভাবে গোরু ও মোষ পাচারের অভিযোগে চালক জমসের আলি ও খালাসি ফরিদুল ইসলাম নামে অসমের দুই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।'

প্রতিবাদ

কোচবিহার ব্যুরো

২৫ এপ্রিল : কাশ্মীরে জঙ্গিহানার ঘটনায় কোচবিহারে আন্দোলন অব্যাহত। শুক্রবার মাথাভাঙ্গা নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। মাথাভাঙ্গা চৌপথি থেকে মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে। দিনহাটা-১ ব্লকের পুঁটিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কোয়ালিদহের মোদকপাড়ায় সন্তানদলের দিনহাটা মহকুমা কমিটির সভা হয়। এদিনের কর্মসুচিতে কাশ্মীরে নিহত পর্যটকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন করা হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক শহরে একটি পথসভা করে। সন্ধ্যায় হলদিবাড়ি শহরের দলীয় কার্যালয়ে তাঁরা একটি মিছিল করেছে।

বিকেলের আড্ডা।। *শুক্রবার কোচবিহারের সাগরদিঘির ঘাটে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ*

ট্রাক থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ায় বিপদ

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ এপ্রিল : ভারত এবং ভুটান থেকে গোটা বছর প্রচুর ছোট পাথর ও বোল্ডার ট্রাকে চাপিয়ে চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়। বর্তমানে পাথর ও বোল্ডার রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত এই ট্রাকগুলিই বাসিন্দাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিযোগ, বেশিরভাগ সময় এই ট্রাকগুলি পরিবহণ সংক্রান্ত নিয়মের কোনও তোয়াক্কা করছে না। সেগুলি থেকে রাস্তায় অনবরত পাথর, বোল্ডার গড়িয়ে পড়ছে। এর জেরে এলাকায় ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। আর একে কেন্দ্র করে ক্ষোভও ছড়িয়েছে।

চ্যাংরাবান্ধা নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক রতন দাসের বক্তব্য, 'পাথর ও বোল্ডার বোঝাই ট্রাকগুলিতে যাতে ন্যূনতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় থাকে সেজন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছি। অবিলম্বে ফের বিডিও এবং এসডিও'র দ্বারস্থ হব।' মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বার আশ্বাস, 'আমরা নিয়মিত নজরদারি চালাই। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। ভবিষ্যতে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেবে।'

চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের মধ্যে দিয়ে ভিসা নিয়ে পর্যটকরা যাতায়াত করেন। পাশাপাশি, ভারত-বাংলাদেশ-ভুটান এই তিন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যও সম্পন্ন হয়। এতে যেমন সরকারের রাজস্ব লাভ হয়, অন্যদিকে বিভিন্ন রপ্তানির সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, তাঁদেরও সংসার চলে। ট্রাক মালিক এবং চালকদের নিরাপদে পাথর, বোল্ডার পরিবহণ করতে আর্জি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আবদুল সামাদের অভিযোগ।

চ্যাংরাবান্ধা বাইপাসের বাসিন্দা কৃষ্ণ রায়ের কথায়, 'দিনকয়েক আগে স্থানীয় এক বাইকচালকের সামনে ট্রাক থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে। টাল সামলাতে না পেরে তিনি বাইক সহ রাস্তায় পড়ে যান। মাথায় হেলমেট থাকলেও তিনি হাতে-পায়ে চোট পেয়েছিলেন। ট্রাকগুলিতে বোল্ডার ঠিকমতো বোঝাই করা হয় না। প্রশাসন সব দেখেও নির্বিকার।'

ছড়াচ্ছে ক্ষোভ

- গোটা বছর ভারত এবং ভুটান থেকে চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে ট্রাকে বোল্ডার, পাথর পরিবহণ
- ট্রাকগুলি থেকে সেগুলি গড়িয়ে রাস্তায় পড়ে অনেকের কাছেই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে
- এর জেরে এলাকায় ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে

টুকরো খবর

স্মারকলিপি

মাথাভাঙ্গা, ২৫ এপ্রিল : বংশীবদন বর্মনের নামের ফলক ভেঙে ফেলার প্রতিবাদ। শুক্রবার দি গ্রেটার কোচবিহার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মাথাভাঙ্গার মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হল। সংগঠনের তরফে পরিমল বর্মন বলেন, 'সম্প্রতি মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের দোলং মোড়ে মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তি বসানো হয়। তৎকালীন রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন সেই মূর্তির উদ্বোধন করেন। মূর্তির নীচে থাকা বংশীবদনের নামের ফলক ভেঙে ফেলা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

আক্রান্ত তরুণ

তুফানগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : ধারের টাকা চাইতে গিয়ে প্রতিবেশীর হাতে এক তরুণ আক্রান্ত হলেন। বৃহস্পতিবার রাতে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দত্তপাড়া এলাকায়। জখম তরুণের নাম নয়ন দে সরকার। পরিবারের লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। খবর পেয়ে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। নয়নের কথায়, 'দুই মাস আগে প্রতিবেশী এক ব্যক্তি আমার থেকে ৫০০ টাকা ধার নিয়েছিলেন। টাকা চাইতে গেলে তিনি আমাকে গালিগালাজ করেন। বিষয়টি নিয়ে আমি তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব।'

হাট নিলাম

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ এপ্রিল : মেখলিগঞ্জ ব্লকের মোট সাতটি হাট ও দুটি নদীঘাট নিলাম হল শুক্রবার চ্যাংরাবান্ধায় অবস্থিত মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে। সমিতির সভাপতি পম্পা রায় বর্মন বলেন, 'মোট সাতটি হাটের মধ্যে সর্বোচ্চ দর পেয়েছে রানির হাট। দুই লক্ষের বেশি টাকা দর উঠেছিল। এদিন চ্যাংরাবান্ধা হাট ৭২ হাজার, ধাপরাহাট ২০ হাজার, ধুলিয়া হাট ৬২ হাজার এবং জামালদহ হাট ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় নিলাম হয়। শুধুমাত্র ডাঙ্গারহাট ও কেসারহাটের নিলাম এখনও বাকি আছে। এছাড়াও নজরুদ্দিনের ঘাট ও বালাসি ঘাট দুটিও নিলাম হয়েছে।

শিবির

কোচবিহার, ২৫ এপ্রিল : পড়ুয়াদের সচেতন করতে থ্যালাসিমিয়া নিয়ে সচেতনতা শিবির আয়জিত হল কোচবিহার-২ ব্লকের বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ে। কলেজের হেলথ সাব-কমিটি, এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং পুণ্ডিবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে এই সচেতনতামূলক শিবির হয়। সেখানে ১৫০-এর বেশি পড়ুয়া অংশ নেয়।

চড়কমেলা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ এপ্রিল : চড়কমেলা উপলক্ষ্যে জমজমাট চ্যাংরাবান্ধা। শুক্রবার চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবী কলোনি এলাকায় ধরলা নদীর তীরবর্তী শ্মশানঘাটে চড়কমেলা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা মদনমোহন সরকার বলেন, 'প্রায় ১৪ বছর থেকে আমাদের শ্মশানকালীর বাৎসরিক পুজো ও চড়কমেলা হয়ে আসছে। বৈশাখ মাসের ১০ তারিখে মায়ের পুজো হয়। তার পরের দিন চড়কমেলা হয়।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সোনালি বিকেল।। *মালবাজারের নেওড়া নদীর তীরে ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ির অরুণাভ বাগচী।*

সাংবাদিক জ্যোতি প্রয়াত

উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে ৪৫ বছরের পথচলা শেষ হল জ্যোতি সরকারের। উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে একনিষ্ঠ সাংবাদিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন যিনি। দক্ষতায়, নিষ্ঠায় কারও কারও নাম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। জ্যোতির নাম তেমনভাবে জড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে। ৬১ বছরের জীবনের ৪৫ বছরই নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে। ভালোবেসে, আবেগে, কর্মনিষ্ঠায়। একই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে থাকার এমন নজির খুব কম।

দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। নানারকম শারীরিক সমস্যা ছিল তাঁর। বারবার ভর্তি হতে হয়েছে হাসপাতালে। অপারেশন হয়েছে। পেসমেকার বসেছে। কিন্তু অসীম জীবনীশক্তি নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন। হাসপাতালে বসেও খবর লিখে দপ্তরে পাঠিয়েছেন- এমন নজিরও আছে। নেশায়, পেশায়, প্রজ্ঞায় আদ্যন্ত সাংবাদিক সত্তা অর্জন করেছিলেন জ্যোতি। অবশেষে সেই বর্ণময় কর্মসফর শেষ হল শুক্রবার সন্ধ্যায়। শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়ি এলাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস পড়েছে তাঁর।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদক সব্যসাচী তালুকদার। ১৯৮০ সালের ১৯ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পথচলার দিন থেকে সাংবাদিকতায় নিজেকে জড়িয়েছিলেন জ্যোতি সরকার। তখনও তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়নি। পড়তেন অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা কলেজে। পাশেই বীরপাড়ায় তাঁর পৈতৃক বাড়ি। বীরপাড়ার সংবাদদাতা হিসেবে সাংবাদিকতায় জ্যোতির হাতেখড়ি। নিজের কর্মদক্ষতায়, নিষ্ঠায় ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন তিনি।

নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ তাঁকে পরে আলিপুরদুয়ারের সংবাদদাতা হিসেবে নিযুক্ত করে। আলিপুরদুয়ার থেকে পরে তাঁকে বদলি করা হয়েছিল অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার সদর শহরে। আলিপুরদুয়ারে কর্মরত অবস্থায় তাঁর সাংবাদিক সত্তার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। জলপাইগুড়িতে নিযুক্ত হওয়ার পর নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করেন তিনি। দৈনন্দিন সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া জগতের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন জ্যোতি। অন্য বিষয়ের পাশাপাশি ক্রীড়া সাংবাদিকতাতেও দক্ষতার ছাপ রেখেছিলেন।

সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষি, বন ও বন্যপ্রাণী, জনজাতির কৃষ্টি ও সমস্যা ও চা শিল্প ইত্যাদি নানাবিধ ক্ষেত্রে ছিল তাঁর সংবাদ সংগ্রহের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তিনবিঘা হস্তান্তর ও তৎকালীন আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ আদায়ের আন্দোলন শক্তিশালী হয় জ্যোতির বিভিন্ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে। ১৯৯৩ সালে ডুয়ার্সের প্রলয়ংকর বন্যা ও তারপর মানুষের চরম দুর্দশার মর্মস্পর্শী বিবরণ জ্যোতির কলমে ইতিহাস হয়ে আছে। গোটা উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের পক্ষে তাঁর মৃত্যু বিরাট ধাক্কা, অপূরণীয় ক্ষতিও বটে।

নষ্ট সরকারি গাড়ি

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৫ এপ্রিল : বছরের পর বছর খোলা আকাশের নীচে মাঠে পড়ে নষ্ট হচ্ছে সুসংহত শিশু বিকাশ সেবাপ্রকল্পের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত একটি গাড়ি। দিনহাটার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে প্রায় এক দশক ধরে গাড়িটি পড়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বছরের পর বছর রোদ-বৃষ্টিতে থেকে গাড়িটি সম্পূর্ণভাবেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আগাছায় ঢাকা পড়া গাড়িটির একাধিক যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে গিয়েছে বলেও অভিযোগ। জানা গিয়েছে, একটা সময় এই গাড়ি করেই শিশু বিকাশ সুসংহত সেবাপ্রকল্পের সরকারি কাজকর্ম করা হত। সময়মতো নিলাম না করায় মরিচা ধরে ভাঙতে ভাঙতে গাড়িটি মাটিতে মিশছে।

মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে প্রত্যেকদিনই প্রচুর মানুষ আসেন। প্রশাসনিক অবহেলার শিকার ভাঙাচোরা গাড়িটি থেকে কারও নজর এড়ায় না। কেন প্রশাসনের তরফে নিলাম করে অব্যবহৃত গাড়িটি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। এমনই একজন বাবুল চক্রবর্তী বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে গাড়িটি অযত্নে এখানে পড়ে রয়েছে। প্রশাসন নজর না দেওয়ায় এখন ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। সরকারি খোলা মাঠে গাড়িটি এভাবে পড়ে থাকার ছবি দৃষ্টিকটুও।'

সুসংহত শিশু বিকাশ সেবাপ্রকল্পের আধিকারিক রবীন তামাং জানান, গাড়িটি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে নিলাম করা হবে।

ছোট্ট তারা

ধলুয়াবাড়ির অভিষেক দাস সেন্ট মেরিজ হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। আঁকায় ও ফুটবলে তার পুরস্কার রয়েছে। ইংরেজি তার প্রিয় বিষয়।

সেতুর মুখে হাইট বারে ভোগান্তি

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২৫ এপ্রিল : তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর চৌরঙ্গি থেকে নাজিরহাটগামী রাস্তায় ঝাপই নদীর ওপর বাম আমলে তৈরি হয়েছিল লোহার সেতু। বছর পাঁচেক আগে পূর্ত দপ্তর ওই সেতুটিকে 'দুর্বল সেতু' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সেতুর দু'দিকে হাইট বার লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকে সেতু দিয়ে ভারী পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে স্থানীয় মানুষজনকে।

এলাকাবাসী সেতু সংস্কারের দাবিতে বিভিন্ন মহলে দরবার করেছিলেন। কিন্তু এত বছরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। পূর্ত দপ্তরের কোচবিহার ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার সুরজিৎ সরকার বলেন, 'ইতিমধ্যে জেলার বহু দুর্বল সেতু সংস্কার করে হাইট বার খুলে দেওয়া হয়েছে। বাকি সেতুগুলিও শীঘ্রই সংস্কার হবে। তারপর খুলে দেওয়া হবে হাইট বার।' বলরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাত শেওড়াগুড়ি এলাকায় ওই লোহার সেতু প্রায় তিন দশক আগে তৈরি হয়েছিল। তুফানগঞ্জ ও দিনহাটা মহকুমার অসংখ্য বাসিন্দা রোজ ওই সেতু পেরিয়ে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছান। পাশাপাশি বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে চলে পণ্য পরিবহণ। কিন্তু সেতুর দু'দিকে হাইট বার লাগানোর জেরে পণ্যবাহী কোনও বড় গাড়ি সেতু পেরোতে পারছে না। এতে পণ্য পরিবহণে ভোগান্তির পাশাপাশি খরচ অনেকটা বেড়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা নরেশ বর্মনের কথায়, 'বাড়ি তৈরির জন্য তুফানগঞ্জ থেকে ইট, বালি, পাথর সহ অন্যান্য সামগ্রী আনতে হয়। কিন্তু সেতু পেরোনোর উপায় না থাকায় ট্রাক অতিরিক্ত পথ ঘুরে আসে। ফলে যাতায়াতে দ্বিগুণ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে।'

এলাকাবাসী মলিন রায়ও একই সমস্যার কথা জানান। তিনি বলেন, 'আগে পাইকাররা বড় গাড়ি নিয়ে এসে এলাকা থেকে বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য কিনতেন। কিন্তু কয়েকবছর ধরে সেতুতে সমস্যার কারণে তাঁরা আসতে চান না। এতে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রণজিৎ বর্মন বলেন, 'সমস্যাটি আমি জানি। সেতুটি অবিলম্বে সংস্কার করা প্রয়োজন। আমরা প্রশাসনের ওপরমহলে দরবার করেছি।'

তিথিভোজন

তুফানগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : পড়ুয়াদের আনন্দ দিতে 'তিথিভোজন' হল তুফানগঞ্জের রমণীকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। কলাপাতায় পরিবেশন করা মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, মাংস, সবজি, স্যালাড, লেবু, পাঁপড়, চাটনি, পায়েস প্রভৃতি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বিজেন রায়ের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে এই অনুষ্ঠান করছি। এই অনুষ্ঠানে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরাও।'

১৯৯৯ সালে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামগঞ্জে এই স্কুলটি স্থাপন করা হয়েছিল। ছাত্রের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। মহালয়ার পাশাপাশি বাংলা নববর্ষে বহুদিন ধরেই তিথিভোজনের চল রয়েছে। শিক্ষকরা ব্যয়ভার বহন করেন।

গরমে 'মেনু' বদল রিমঝিম ও সোহেলদের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৫ এপ্রিল : শীতকালে মাসে তিন-চারদিন করলেও এখন থেকে প্রতিদিন রিমঝিম, গরিমা, সোহেল ও সুলতানরা স্নান করবে। প্রয়োজনে দিনে দুই-তিনবার করে স্নান করানো হবে। গরমের কারণে তাদের খাবারের 'মেনু'-তেও পরিবর্তন এসেছে। এছাড়া দিনেরবেলায় রোদে হাঁফিয়ে গেলে ঠান্ডায় যাতে বিশ্রাম নিতে পারে সেজন্য খড়ের ঘর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই রিমঝিম, গরিমা, সোহেল ও সুলতানরা কেউ মানুষ নয়। এরা সকলে চিতাবাঘ। কোচবিহারের তুফানগঞ্জের রসিকবিল মিনি জু তাদের বাসস্থান। হাঁসফাঁস গরমে খাঁচাবন্দি পশুপাখিদের স্বস্তি দিতে বন দপ্তরের কর্মীদের চিন্তার শেষ নেই। শুক্রবার কোচবিহার বন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে ভেটেরিনারি চিকিৎসকরা সেখানে যান। তাদের শারীরিক পরীক্ষার পর ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন। শুক্রবার থেকে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তাদের খাবার দেওয়া হচ্ছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

কোচবিহার বন বিভাগের এডিএফও বিজন নাথ বলেন, 'শুক্রবার ভেটেরিনারি ডাক্তার নিয়ে আমরা রসিকবিলে গিয়েছিলাম। সেখানে হরিণ, চিতাবাঘ ও পাখিদের দেখে পরীক্ষা করে ডাক্তার খাবারের তালিকা দিয়েছেন। আমরা এদিন থেকে সেই প্রেসক্রিপশন ফলো করতে শুরু করেছি।'

রসিকবিলে বর্তমানে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ১১টি চিতাবাঘ আছে। গরমের কারণে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তাদের খাবারে জলের সঙ্গে ওআরএস মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চিতাবাঘদের এখন বারবার জল দেওয়া হবে। চিতাবাঘ ও হরিণের জন্য খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর তৈরি হবে। পাখিদের জন্যে ছোট খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর করা হবে। পাশাপাশি হরিণদের বেশি করে গুড় ও জল দেওয়া হবে। চিড়িখানায় টিয়া, ময়না, ম্যাকাও, গোল্ডেন ফিজ্যান্ট ও সিলভার ফিজ্যান্ট প্রভৃতি পাখিদের এতদিন খাবার হিসাবে মূলত বাদাম ও সূর্যমুখী ফুলের বিজ দেওয়া হত। এখন থেকে ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের তরমুজ ও শসা বেশি করে দেওয়া হবে।

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে রসিকবিল মিনি চিড়িয়াখানাটি অবস্থিত। একবিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে এখানে রসিকবিলটি গড়ে ওঠে। জাকানা, ওপেন স্টক বিল, নাইট হেরন, হুপি, মুরহেন, কর্মোরেন্ট সহ রকমারি পাখিরা এখানে ভিড় জমায়। পাখি ছাড়াও ময়ূর, হরিণ, অজগর, ঘড়িয়াল ও বাঁদর সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী এখানে আছে। বিলের অন্যতম আকর্ষণ ঝুলন্ত সেতু। পাশাপাশি চিতাবাঘ তো আছেই। প্রতিবছর দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন। এঁদের মধ্যে অনেকে পাখি নিয়ে গবেষণা করতেও আসেন।

> শুক্রবার ভেটেরিনারি ডাক্তার নিয়ে আমরা রসিকবিলে গিয়েছিলাম। সেখানে হরিণ, চিতাবাঘ ও পাখিদের দেখে পরীক্ষা করে ডাক্তার খাবারের তালিকা দিয়েছেন। আমরা এদিন থেকে সেই প্রেসক্রিপশন ফলো করতে শুরু করেছি।
>
> **বিজন নাথ**
> *এডিএফও, কোচবিহার বন বিভাগ*

রসিকবিল মিনি চিড়িয়াখানায় হরিণ ও চিতাবাঘ। - সংবাদচিত্র

জীবনসংগ্রাম।। বৈশাখের দুপুরে পাট খেতে আগাছা পরিষ্কার করছেন কৃষক দম্পতি। শুক্রবার। ছবি : শ্রীবাস মণ্ডল

বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়ছে ক্ষোভ

রুটে চলে না বাস, ভোগান্তি এলাকাবাসীর

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৫ এপ্রিল : রুট রয়েছে, কিন্তু বাস নেই। এই সুযোগে টোটো, অটোর দৌরাত্ম্য সমানে বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তিও বাড়ছে। পাঁচ-ছয় বছর ধরে তাঁদের এই ভোগান্তি চলছে বলে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে তুফানগঞ্জ থেকে মানসাই-আমবাড়ি হয়ে অসম সীমান্ত সংলগ্ন দেবগ্রাম রুটে বাস পরিষেবা বন্ধ থাকায় সকলকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের বেশি করে টোটো, অটোর ওপরই ভরসা করতে হচ্ছে। অটোচালকরা অতিরিক্ত যাত্রী তোলায় ঠাসাঠাসি করে যাতায়াতে বাসিন্দারা বাধ্য হচ্ছেন। সমস্যা মেটাতে প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'তুফানগঞ্জ থেকে দেবগ্রাম সহ ওই এলাকায় আরও বেশকিছু রুটে বাস পরিষেবা চালুর ব্যাপারে সমীক্ষা করা হবে। রুটটি লাভজনক হলে সমীক্ষায় উঠে এলে ওই রুটে আবার বাস পরিষেবা চালু করা হবে।' তবে কী কারণে ওই রুটে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ করা হল বলে প্রশ্ন করা হলে নিগমের চেয়ারম্যান কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বাম আমলে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের এই রুটে বেশ কয়েকটি সরকারি বাস চলাচল করত। এরপর ধীরে ধীরে সেগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেশ কয়েকটি বেসরকারি বাসও চলতে শুরু করে। তবে কয়েক বছর আগে ছবিটা বদলে যায়। তুফানগঞ্জ থেকে দেবগ্রাম পর্যন্ত রুট থেকে কিছু সরকারি বাস তুলে নেওয়া হয়। সেখানে টোটো, অটোর দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকে। দেবগ্রাম থেকে তুফানগঞ্জ পর্যন্ত যেতে বাসে ২৫ টাকা লাগে। সেখানে টোটো কিংবা অটোয় ৩০-৩৫ টাকা ভাড়া পড়ছে। যাতায়াতে বেশি ভাড়া পড়ায় বাসিন্দাদের ভোগান্তি বাড়ছে। একদিকে টোটো, অটোর দৌরাত্ম্য, অন্যদিকে, রাস্তার বেহাল পরিস্থিতির কারণে এই রুটে পরে বেসরকারি বাস পরিষেবাও বন্ধ হয়ে যায়।

টোটোতে প্রতিদিনের যাতায়াত। বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

ছড়াচ্ছে ক্ষোভ

- তুফানগঞ্জ থেকে মানসাই-আমবাড়ি হয়ে অসম সীমান্ত সংলগ্ন দেবগ্রাম রুটে বাস পরিষেবা বন্ধ
- দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় যাত্রীরা, ফাঁকতালে বেড়েছে টোটো ও অটোর দাপট
- তবে টোটো ও অটোয় বেশি ভাড়ার কারণে যাত্রীরা সমস্যায় পড়ছেন
- সমীক্ষা চালিয়ে এই রুটটি লাভজনক বলে মনে হলে পরিষেবা চালুর আশ্বাস এনবিএসটিসির

কলেজ ছাত্রী বর্ষা দাসের কথায়, 'টোটো, অটোতে গাদাগাদি করে ১০-১১ জন পর্যন্ত বসছেন। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে সবাইকে যাতায়াত করতে হয়।' ভাড়েয়ার বাসিন্দা অনন্ত বর্মনের কথায়, 'অটোগুলি আমবাড়ি থেকে যাত্রী বোঝাই করে নিয়ে আসে। মাঝপথ থেকে তুফানগঞ্জ যেতে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়। অগত্যা ভিড়ে ঠাসা অটোতে মাঝেমধ্যে ঝুলেও যাতায়াত করতে হয়।'

তুফানগঞ্জ মহকুমা বেসরকারি বাস মালিক সমিতির সম্পাদক সন্তোষ সাহা বললেন, 'এর আগেও ওই রাস্তায় আমরা একাধিকবার বাস চালিয়েছি। কিন্তু কিছু টোটো, অটো নিয়ম ভেঙে ওই রুটে চলাচল করায় আমাদের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছিল। সমস্যা মেটাতে বহুবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও সুরাহা না হওয়ায় আমরা বাস তুলে নিতে বাধ্য হই।' প্রশাসনিক সহযোগিতা পেলে তাঁরা ফের ওই রুটে বাস চালাবেন বলে সন্তোষ জানিয়েছেন।

বেহাল কমিউনিটি হল, হস্তান্তরের দাবি

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : ২০১৫ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল চুক্তি হয়। সাবেক ছিটমহল ও বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা ছিটবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ছিটমহল উন্নয়ন তহবিল তৈরি করে। সেই তহবিল থেকে একাধিক উন্নয়নের কাজ হয়। সেই প্রকল্পের আওতায় মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোকরা-ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবেক ছিট ধবলসতী-মৃগীপুরে একটি কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়। হলটি তৈরি করতে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। ২০১৮ সালে হলটির কাজ শেষ হলেও জেলা পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে কাউকে সেটির

দায়িত্ব হস্তান্তর করেনি। স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে বিয়ে, অন্নপ্রাশন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সুবিধা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। এর জেরে তাঁদের ভোগান্তি বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে মেখলিগঞ্জের বিডিও অরিন্দম মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনও সদুত্তর মেলেনি। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অণিমা রায় কমিউনিটি হলটির সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জেলা পরিষদের সদস্য পার্বতী রায় আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রশাসনিক আশ্বাসে বাসিন্দারা অবশ্য আশ্বস্ত হচ্ছেন না। স্থানীয় বাসিন্দা বাসুদেব রায়ের অভিযোগ, 'আমাদের জন্যই হলটি তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু অনুষ্ঠানের জন্য হলটি ভাড়া চাইতে গেলে প্রশাসনের আধিকারিকরা দিচ্ছেন না। ব্যবহার না করার ফলে অনেক জায়গায় প্লাস্টার উঠে গিয়েছে। হলের চারদিক আগাছায় ভরে গিয়েছে।' দ্রুত হলটির সংস্কারের কাজ করে যাতে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি জানিয়েছেন। কমিউনিটি হলটির কাছেই মৃগীপুর প্রান্তিক যুব সংঘ রয়েছে। সংঘের সদস্য ধ্রুবজ্যোতি রায় লস্কর বলেন, 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে গেলে আমাদের মাঠে মঞ্চ বানাতে হচ্ছে। এতে অনেক টাকা খরচ হচ্ছে। সাধারণ মানুষ বিয়ে, অন্নপ্রাশনের মতো অনুষ্ঠান করতে পারছেন না। সমস্যা মেটাতে প্রশাসনকে উদ্যোগী হতে হবে।' পাশাপাশি, কিছু মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী জায়গাটিকে ব্যবহার করলে এলাকার মহিলাদের আর্থিক উন্নতি হবে বলেও দাবি উঠেছে।

আতঙ্কে টাকাগাছের ব্যবসায়ী মহল

পিস্তল ঠেকিয়ে ছিনতাই

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ২৫ এপ্রিল : কোচবিহার শহর লাগোয়া এলাকায় এক ব্যবসায়ীর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে টাকাগাছ সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রসেনজিৎ দাস ওরফে লোহাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে নগদ ৩৫ হাজার টাকা সহ বেশ কয়েকটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধারও করেছে পুলিশ। শুক্রবার কোচবিহার জেলা আদালতে ধৃতকে তোলা হলে পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'ছিনতাইয়ের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে ঘটনার সঙ্গে আরও যারা জড়িত রয়েছে, তাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হবে।' এদিকে, কোচবিহার শহর লাগোয়া এলাকার এই ঘটনায় হইচই পড়েছে ব্যবসায়ী মহলে। ব্যবসায়ীদের অনেকেই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। ঘটনায় যুক্ত প্রত্যেকের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

কোচবিহার শহর সংলগ্ন পুণ্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত টাকাগাছ গ্রামের সভাপতি মোড় এলাকায় বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, ব্যবসায়ী দীপঙ্কর সাহা প্রতিদিনের মতো ওইদিন শুংশুঙ্গি বাজার এলাকায় নিজের গালামাল দোকান বন্ধ করে টোটোতে বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, সেসময় নির্জন রাস্তার সুযোগে কয়েকজন দুষ্কৃতী টোটোটি আটকায়। সঙ্গে যা আছে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলে দীপঙ্করকে। তিনি দিতে অস্বীকার করলে দুষ্কৃতীরা ওই ব্যবসায়ীর মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে তাঁর কাছে থাকা নগদ দেড় লক্ষ টাকা ছিনতাই করে এবং মুহূর্তে সেখান থেকে চম্পট দেয়। বৃহস্পতিবার পুণ্ডিবাড়ি থানার দ্বারস্থ হন ওই ব্যবসায়ী। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতেই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে লোহাকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জেরার পর ধৃত তরুণের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে ছিনতাইয়ের ঘটনায় ব্যবহৃত বেশ কিছু ধারালো অস্ত্র এবং নগদ ৩৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। ওই ব্যবসায়ীর বক্তব্য অনুসারে, তাঁর মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকানো হয়েছিল। ফলে তা এখনও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, লোহাকে জেরা করে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ধৃত দুষ্কৃতীকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। শুক্রবার।

> ছিনতাইয়ের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে ঘটনার সঙ্গে আরও যারা জড়িত রয়েছে, তাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হবে।
>
> **দ্যুতিমান ভট্টাচার্য**
> *পুলিশ সুপার, কোচবিহার জেলা*

গ্রেপ্তার ১

- ব্যবসায়ীর মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে টাকা ছিনতাইয়ে ধৃত তরুণ
- ধৃতের বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার
- বাকিদের খোঁজে তল্লাশি পুলিশের, খোঁজ আগ্নেয়াস্ত্রর
- টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় উদ্বেগ ব্যবসায়ী মহলে

এক দুষ্কৃতী গ্রেপ্তারের খবর পেয়েছেন ব্যবসায়ী দীপঙ্কর। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে শুক্রবার তিনি বলেন, 'দোকান বন্ধ করে টোটো করে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ কয়েকজন দুষ্কৃতী আমাকে আটকায় এবং আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের চিনতে পারিনি। তবে শুনেছি পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আমি চাই প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ।' ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে ব্যবসায়ী মহল। ব্যবসায়ীদের একাংশ ঘটনায় আতঙ্কিত। ব্যবসায়ী সুমন সাহা বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা সত্যি আতঙ্কের। আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন এভাবেই রাতে বাড়িতে ফিরি। আমাদের সঙ্গেও এধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। তাই পুলিশের কাছে দাবি, ঘটনায় যুক্ত প্রত্যেককেই যাতে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হয়।'

আক্রারহাট-গোসানিমারি রোড

খানাখন্দে ভরা রাস্তা, দুর্ভোগ যাত্রীদের

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২৫ এপ্রিল : জনপ্রতিনিধিরা নাকি নিজেদের স্বার্থ বুঝে চলেন। এই অভিযোগ রয়েছে সর্বত্র। কিন্তু এমন অপবাদ দেওয়া যাবে না কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মনকে। কেননা, তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য যে রাস্তাটি ধরেন, সেই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মতো তাঁকেও ভোগান্তিতে পড়তে হয় প্রত্যেকদিন। কিন্তু সভাধিপতি যে রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন, সেখানে কি প্রশাসনের নজর পড়ে না? নাকি এর পিছনে রয়েছে জেলা পরিষদের উদাসীনতা? এমন বিস্তর প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। উদাসীনতার অভিযোগ অবশ্য মানতে নারাজ সভাধিপতি। বরং সুমিতার দাবি, 'ইতিমধ্যে রাস্তাটির জন্য অর্থবরাদ্দের পাশাপাশি টেন্ডার প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই রাস্তার কাজ শুরু হবে। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটবে।'

পিচের চাদর উঠে গিয়েছে কয়েক বছর আগেই। রাস্তাজুড়ে শুধুই খানাখন্দ। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সেই খানাখন্দগুলিতে জল জমে ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। প্রায়দিন দুর্ঘটনা ঘটলেও কোনও হুঁশ নেই প্রশাসনের। এমন পরিস্থিতি কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের আক্রারহাট থেকে দিনহাটা মহকুমার গোসানিমারি পর্যন্ত প্রায় ১৯ কিলোমিটার রাস্তায়। নিজেদের তাগিদে বাধ্য হয়ে রাস্তাটি ব্যবহার করতে হচ্ছে এই দীর্ঘ পথের আশপাশ এলাকার বাসিন্দাদের। তাঁরা ক্ষুব্ধ প্রশাসনের ভূমিকায়।

সামান্য বৃষ্টিতেই ডোবা। আক্রারহাট থেকে গোসানিমারিগামী রাস্তা।

কোচবিহার সদর মহকুমার ফলিমারি, চান্দামারি, চিলকিরহাট, পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী, পাটছড়ার বাসিন্দাদের জীবনের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে এই রাস্তা। পাশাপাশি, দিনহাটা মহকুমার মাল্লিরহাট, গোসানিমারি এলাকার বহু মানুষ বছরভর এই রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছান এবং ফিরে আসেন। বিস্তীর্ণ এলাকার পণ্য পরিবহণও এই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু গত কয়েক বছরে সংস্কারের অভাবে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। চান্দামারির বাসিন্দা মণিরুল হকের কথায়, 'সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার খানাখন্দে হাঁটুসমান জল জমে যায়। ফলে দুর্ঘটনা এড়িয়ে রাস্তা দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করা কঠিন।' বেহাল রাস্তার জন্য টোটোচালকরা বাড়তি ভাড়া আদায় করছেন বলে অনেকের অভিযোগ। পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী এলাকার সুব্রত বর্মনের বক্তব্য, 'রাস্তাটি দিয়ে গর্ভবতী কোনও মহিলা বা মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা তো নেই।' বেহাল রাস্তা নিয়ে সরব অমিত দে, মানসী রায় সহ অনেকেই। তাঁদের অভিযোগ, জেলায় অনেক এলাকাতেই নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এই রাস্তাটিতে নজর দেওয়া হচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় দরবার করে প্রতিশ্রুতির বাইরে কিছু পাওয়া যায়নি বলে তাঁদের দাবি।

সমস্যা কোথায়

- বেহাল ১৯ কিলোমিটার রাস্তায় বিপদ বাড়াচ্ছে জল জমে থাকা খানাখন্দ
- কয়েক হাজার মানুষের নির্ভরশীল রাস্তায় নজর নেই প্রশাসনের
- প্রশাসনিক উদাসীনতা নিয়ে ক্ষোভ সাধারণ মানুষের মধ্যে
- দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস জেলা পরিষদের সভাধিপতির

এভাবেই রাস্তা খুঁড়ে বসানো হয়েছে পাইপলাইন। -সংবাদচিত্র

পাইপলাইন বসাতে ক্ষতি ম্যাস্টিক রোডের

দিনহাটা, ২৫ এপ্রিল : জলের পাইপলাইন ও ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক লাইন বসাতে শহরজুড়ে চলছে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ। মূলত রাস্তার ধার দিয়েই ওই গর্ত খোঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রাস্তার মাঝবরাবর অনেকটা করে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। এর ফলে এক বছর বা দু'বছর আগেই তৈরি হওয়া ম্যাস্টিক রাস্তাগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। উল্লেখ্য, উদয়ন গুহ চেয়ারম্যান থাকাকালীন শহরের একের পর এক গলির রাস্তাও ম্যাস্টিক করে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে রাস্তাগুলি চলাচলের জন্য যেমন উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল আবার সেগুলি মজবুতও হয়েছিল। এবার সেই রাস্তার ধার দিয়ে পাইপলাইনের গর্ত খোঁড়া ও তা ঠিকমতো বুজিয়ে না দেওয়ায় বর্ষাকালে চলাচলে মারাত্মক সমস্যা হবে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেইসঙ্গে নতুন রাস্তাগুলির মাঝে এভাবে ভাঙা যায় কি না, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

> রাস্তা নয়, ফুটপাথই খোঁড়া হচ্ছে এবং তা বুজিয়েও দেওয়া হচ্ছে। তবে এই কাজ করতে গিয়ে রাস্তার যেখানে ক্ষতি হচ্ছে তা কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার করে দেবে বলেই কথা হয়েছে।
>
> **অপর্ণা দে নন্দী**
> *চেয়ারপার্সন, দিনহাটা পুরসভা*

শুক্রবার গোপালনগরের একটি রাস্তা দিয়ে যেতেই দেখা গেল ম্যাস্টিক রাস্তার মাঝবরাবর খোঁড়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে পাথর দিয়ে তা কোনওরকমে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই রাস্তা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই বাসিন্দাদের দুর্ভোগ শুরু হয়েছে।

দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী বলেন, 'রাস্তা নয়, ফুটপাথই খোঁড়া হচ্ছে এবং তা বুজিয়েও দেওয়া হচ্ছে। তবে এই কাজ করতে গিয়ে রাস্তার যেখানে ক্ষতি হচ্ছে তা কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার করে দেবে বলেই কথা হয়েছে।'

বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুরসভা ফুটপাথ খোঁড়া হচ্ছে বলা হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ম্যাস্টিক রাস্তার বেশ কিছুটা অংশ খোঁড়া হচ্ছে। কোথাও কোথাও রাস্তার মাঝখানেও খোঁড়া হচ্ছে। এতে ভালো রাস্তার দফারফা হচ্ছে।

এবিষয়ে সিপিএমের নেতা শুভ্রালোক দাসের কথায়, কাজ হচ্ছে এটা ভালো খবর। তবে পুরসভার আরও বেশি পর্যবেক্ষণ জরুরি। না হলে ঠিকাদাররা দায়সারা কাজ করে যাবে। রাস্তাগুলি যাতে অক্ষত থাকে সেবিষয়টিও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সরকারি জমির গাছ উধাও

পুণ্ডিবাড়ি, ২৫ এপ্রিল : দিবালোকে সরকারি জমি থেকে উধাও একের পর এক গাছ। সরকারি জমির গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রামের হাঁসখাওয়া এলাকার। ঘটনায় ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আসাদুল হকের অভিযোগ, 'এই পিকনিক স্পটের বেশ কিছু ভেলিয়া, শিমুল ও সেগুন গাছ স্থানীয় সেরাজুল হক নামে এক ব্যক্তি নিজের স্বার্থে কেটে নিয়ে গিয়েছে।' যদিও গাছ কাটার বিষয়ে সেরাজুলের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কোচবিহার-২ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গায়েত্রী সরকার বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি ব্লক প্রশাসন ও পুলিশকে জানানো হবে।'

পরিদর্শনে সিএমওএইচ

মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি, ২৫ এপ্রিল : শুক্রবার মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন কোচবিহার জেলার সিএমওএইচ হিমাদ্রিকুমার আড়ি। দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথমবার হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শনে এলেন সিএমওএইচ। তিনি এদিন বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। পরিষেবা নিয়ে রোগী ও পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। গ্রামীণ হাসপাতালের পরিষেবা প্রদানে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এদিকে, হাতের নাগালে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে পেয়ে প্রস্তাবিত স্টেট জেনারেল হাসপাতাল চালু সহ হাসপাতালের বিভিন্ন খামতি তুলে ধরেন হলদিবাড়ির বিএমওএইচ সত্যেন্দ্র কুমার। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন আগে প্রস্তাবিত স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ভবনের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। আজও তার পরিষেবা চালু হয়নি। হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নেই। কর্মীর অভাবে ইসিজি সহ ল্যাবের অনেক পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। কর্মীর অভাবে ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন থাকলেও পরিষেবা চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।'

হলদিবাড়ি থেকে ফিরে সিএমওএইচ মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে আসেন। দফায় দফায় হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

এদিন সিএমওএইচ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসিএমওএইচ জয়দীপ রায়, স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিএসএম (ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানেজার) কোচবিহার রাজীব রায়, মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপার তাপস দাস প্রমুখ।

কোচবিহার জেলার সিএমওএইচ বলেন, 'আমি নতুন দায়িত্ব নিয়েছি। জেলার হাসপাতালগুলোর পরিবেশ কী আছে এবং কর্মীরা যাঁরা ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দেন তাঁদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে কি না মূলত এগুলো দেখার জন্যই আসা।'

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক না থাকায় রোগীর আত্মীয় পরিজনদের সমস্যায়

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে আলোচনায় জেলার সিএমওএইচ।

পড়তে হয়। তাঁদের ছুটে যেতে হয় পার্শ্ববর্তী মহকুমা মাথাভাঙ্গা বা ৫০ কিমি দূরে জলপাইগুড়িতে। এনিয়ে সিএমওএইচকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক তৈরির বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছি। শীঘ্রই ব্লাড ব্যাংক তৈরির অ্যাপ্রুভাল পাওয়া যাবে।

আইসিইউ ও এসএনসিইউ তৈরি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সিএমওএইচ-এর বক্তব্য, 'আমার বিষয়টা জানা ছিল না। মেখলিগঞ্জ আসার পর হাসপাতালের তরফে আমাকে জানানো হয়েছে। এরপরেই আমি রাজ্য স্তরে কথা বলেছি। ধীরে ধীরে সেগুলোও হয়ে যাবে।'

প্রতিবাদ মিছিল

তুফানগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে শুক্রবার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ডাকে প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন করা হল। এদিন মদনমোহন মন্দির থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে রামহরি মোড়, থানা চৌপথি, ধরের মোড় হয়ে মেইন রোড পরিক্রমা করে। বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পোড়ানো হয়। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উত্তরবঙ্গের প্রান্ত সহ সংযোজক মিঠুন সাহা বলেন, 'বেছে বেছে হিন্দুদের ওপর যেভাবে নারকীয় হত্যালীলা চালানো হয়েছে, তারই প্রতিবাদে ধিক্কার জানিয়ে আজকের কর্মসূচি পালন করা হল।'

আবর্জনা সাফাইয়ে বিল নিয়ে জোর তর্জা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ এপ্রিল : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আবর্জনা সাফাইয়ের জন্য 'কনজারভেন্সি ইউজার চার্জ' একলাফে পাঁচগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে কোচবিহার পুরসভা। এরকম অভিযোগকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে গিয়েছে। আগে যেখানে প্রতি মাসে ৪০ হাজার টাকা করে নিত পুরসভা সেখানে নতুন করে যে বিল দেওয়া হয়েছে সেখানে এক মাসেই ২ লক্ষ ১ হাজার ৬০০ টাকার উল্লেখ করা হয়েছে। যা দেখে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের কার্যত মাথায় হাত। ঠিক কোন কারণে একলাফে পাঁচগুণ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল তার কৈফিয়ত চেয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল।

অধ্যক্ষ বলেছেন, 'হাসপাতালের আবর্জনা পুরসভার নিয়ে যাওয়ার কথা। সেজন্য নির্দিষ্ট টাকাও পুরসভাকে আমরা দিই। কিন্তু তারা ঠিকমতো তা পরিষ্কার করে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, নতুন যে বিল এসেছে সেখানে দেখা গিয়েছে গত মাসের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সেটাই জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। কারণ এই টাকার বিষয়টি আমাদেরও স্বাস্থ্য ভবনে জানাতে হবে।'

যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, 'এখানে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। মেডিকেলের দুটি ক্যাম্পাস হয়েছে যেখানে চিকিৎসা হয় অর্থাৎ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে বরাবরই দুই লক্ষ টাকার বিল নেওয়া হয়। বিবেকানন্দ স্ট্রিট এলাকায় নতুন ক্যাম্পাসের বিল ছিল ৪০ হাজার টাকা। অধ্যক্ষ হয়তো দুটি বিল গুলিয়ে ফেলছেন। তাই মনে হচ্ছে টাকার পরিমাণ বেড়েছে। আসলে তা নয়।' চেয়ারম্যানের আরও দাবি, 'সুডা'-র তত্ত্বাবধানে সরকারি নিয়ম মেনেই কনজারভেন্সি ইউজার চার্জ ঠিক করা হয়। যার কাছ থেকে যেমন খুশি বিল নেওয়া যায় না।

যদিও পুরসভা যাই সাফাই দিক না কেন কনজারভেন্সি ইউজার চার্জ নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কার্যত ক্ষুব্ধ। যে ক্যাম্পাসেরই বিল হোক না কেন, এক মাসের মধ্যে কীভাবে ৪০ হাজার টাকা থেকে বিল বেড়ে গিয়ে ২ লক্ষাধিক টাকা হতে পারে তা বুঝতেই পারছেন না আধিকারিকরা। এমজেএন মেডিকেলে আবর্জনা সাফাই নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকেও এবিষয়ে কার্যত তোলপাড় হয়েছে। কখনও মাতৃমার উলটো পাশে আবার কখনও ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের পাশে দিনের পর দিন আবর্জনার স্তূপ জমে থাকে। দুর্গন্ধে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের নাভিশ্বাস উঠে যায়। পুরসভা নিয়মিত আবর্জনা সাফাই করলে এই সমস্যাগুলি হত না বলেই দাবি মেডিকেল কর্তৃপক্ষের। একদিকে, আবর্জনা সাফাইয়ের পরিষেবা না পাওয়া, আরেকদিকে একলাফে টাকার পরিমাণ পাঁচগুণ বাড়িয়ে দেওয়ায় এখন পুরসভা ও মেডিকেল কর্তৃপক্ষের ফের ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ঠান্ডা লড়াইয়ে হাসপাতাল ও পুরসভা

এমজেএন হাসপাতাল চত্বরে আবর্জনার স্তূপ। ছবি : জয়দেব দাস

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৬ সংখ্যা, শনিবার, ১২ বৈশাখ ১৪৩২

অন্য আশঙ্কা

জঙ্গিদের কি কোনও ধর্ম হয়? উত্তর- হয় না। জঙ্গিরা কি ধর্ম জেনে গুলি ছোড়ে, বোমা ফাটায়? এই প্রশ্নের উত্তরও না। প্রতিটি ধর্মই যে শান্তির কথা বলে। অথচ পহলগামে ধর্মীয় পরিচয় জেনে পর্যটকদের ওপর বর্বরোচিত হামলা করেছে জঙ্গিরা। অতীতে ভারতে যত সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে, তাতে 'টার্গেট কিলিং' বা বাছাই করে হত্যার নজির তেমন নেই।

কিন্তু পহলগামে জঙ্গিদের ওই ঘৃণ্য কার্যকলাপের জেরে নাগরিক সমাজের একটা বড় অংশ পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লাগাতার বিষোদ্গার করে চলেছে। অথচ জঙ্গি ও তাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে ভারত সরকার বরাবর জিরো টলারেন্স নীতি নেয়। এবারও তাই নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পহলগামের দোষীদের কল্পনাতীত শাস্তি দেওয়ার হুংকার দিয়েছেন।

প্রতিটি বিরোধী দল সর্বদলীয় বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, পহলগামের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত পদক্ষেপে তাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে। দেশবাসীর সঙ্গে শাসক-বিরোধী ঐক্যবদ্ধভাবে পহলগামের নারকীয় সন্ত্রাসের জবাব দিতে প্রস্তুত হলেও হিন্দুত্ববাদী কিছু নেতা ও সংগঠন খোলাখুলিভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রচার চালাচ্ছেন। তাতে শামিল বিজেপিরও কিছু নেতা।

বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে পহলগামের ঘটনার পর সামাজিক মাধ্যমে সংবিধানের ২৬ থেকে ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিলের সওয়াল করেছেন। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের নিন্দা করেছেন তিনি। নিশিকান্ত একা নন, আরও অনেক বিজেপি নেতার একই সুর। পশ্চিমবঙ্গেও তার অনুরণন শোনা যাচ্ছে। মুসলিম বিদ্বেষের পাশাপাশি কাশ্মীরিদের বাঁকা চোখে দেখা শুরু হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে।

ভিনরাজ্যে যে কাশ্মীরি মুসলিমরা পড়াশোনা করছেন কিংবা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত, তাঁদের ওপরও হামলা হচ্ছে। ফতোয়া জারি করে কাশ্মীরিদের বাড়ি ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। পাকিস্তান বা সেদেশের সেনাপ্রধান আসীম মুনির যে দাবিই করুন, জম্মু ও কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাতে কোনও সংশয় নেই। অথচ পহলগামের ঘটনার পর নাগরিক সমাজের একাংশ সাধারণ কাশ্মীরি মুসলিমদের সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছেন।

এতে মানুষে মানুষে অবিশ্বাসের দুর্ভেদ্য পাঁচিল উঠতে বাধ্য। যা কখনও কাম্য নয়। জঙ্গিদের গুলিতে নিহতদের মধ্যে স্থানীয় কাশ্মীরি সৈয়দ আদিল হুসেন শা-ও ছিলেন। আবার উধমপুরে সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে ধর্মে মুসলিম, বাঙালি জওয়ান ঝন্টু আলি শেখ শহিদ হয়েছেন। কাজেই পহলগামের ঘটনাকে সামনে রেখে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের এই চেষ্টা ঘৃণ্য ও অবাঞ্ছিত।

মনে রাখা প্রয়োজন, পহলগামে পর্যটকদের ওপর হামলার নিন্দায় সাধারণ কাশ্মীরিরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর গোটা কাশ্মীর উপত্যকায় বনধ পালন করেছেন স্থানীয় মানুষ। যে পর্যটকরা প্রাণভয়ে কাশ্মীর ছাড়ছেন, তাঁদের সাহায্য করছেন কাশ্মীরিরা। বিভাজনের রাজনীতিতে শান দিয়ে মেরুকরণের পথ প্রশস্ত করার এই চেষ্টায় রাশ টেনে ধরা উচিত সরকারের।

দেশের নাগরিকরা দেশেরই অপর অংশের নাগরিকদের সন্দেহের চোখে দেখলে, জঙ্গিদের দোসর বলে ভাবলে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য অধরা হয়ে যাবে। পহলগামের হত্যালীলায় ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী এবং গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা নিশ্চয়ই আছে। সর্বদলীয় বৈঠকে সেই গাফিলতি একপ্রকার মেনেও নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এখন যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে সরকারের পুরোদমে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে নামা উচিত।

পাশাপাশি যাঁরা সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ধুলোয় মিশিয়ে বাঁটোয়ারার রাজনীতিতে ইন্ধন দিচ্ছেন, তাঁদের সংযত করাও সরকারের দায়িত্ব। স্বাধীনতার এতবছর পরও সন্ত্রাসবাদ ও তাদের মন্ত্রণাদাতাদের কেন সমূলে উপড়ে ফেলা গেল না, সেটা ভেবে দেখার সময় এসে গিয়েছে। দিনের পর দিন রক্ত ঝরতে দেখে দেশের আমজনতা ক্লান্ত। ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষের মরুভূমিতে বাস্তবিকই শান্তির মরূদ্যান জরুরি হয়ে পড়েছে।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

ক্রোধের নাম, ভাবনার নাম মুর্শিদাবাদ

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। গোয়েন্দা ব্যর্থতা। হিন্দু-মুসলিম উগ্রবাদী নেতার উসকানি। মুর্শিদাবাদের সংঘর্ষের পিছনে এসবই।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

শুরুটা করতে ইচ্ছে হচ্ছে একেবারে অন্য দিক থেকে।

পুলিশ অফিসারদের জন্য মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। এই বাংলায় তারা এগোলেও সর্বনাশ, পিছোলেও সর্বনাশ। লাঠি চালালেও একদল বলবে, কেন রে তোরা লাঠি চালালি? লাঠি না চালালেও একদল বলবে, এই কি পুলিশ? এদের পাবলিক সামলানোরও ক্ষমতা নেই!

মাঝে মাঝে একজন দুজন পুলিশের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় পুরো পুলিশেরই বদনাম হয়ে যায়। এই যে কলকাতায় এক অফিসার একটা লাথি মেরে বসলেন এক শিক্ষককে। এক ট্রাফিক পুলিশ এক গাড়ির ড্রাইভারকে থাপ্পড় মেরে বসলেন। মোড়ের মাথায় এক কনস্টেবল ঘুষ চেয়ে ভাইরাল হলেন। দোষ হল বাংলার পুলিশের। ওরা তো এমনই হন।

মনে হয় না, বাংলায় এভাবে আর কোনও পেশায় একজনের অপরাধ সামগ্রিকভাবে সেই পেশার সব লোককে বহন করতে হয়। শিক্ষক বা ডাক্তাররা সরকারি চাকরি করেও সরকারের বিরুদ্ধে দিব্যি খুল্লম খুল্লা কলম ধরতে পারেন। এ তো আকছারই দেখি। আটকালেই বলা হবে, ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। পুলিশের সেই স্বাধীনতা নেই। তাদের শুধু শুনে যেতে হয়।

মুর্শিদাবাদের লজ্জাজনক ঘটনার পর এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। গলায় আক্ষেপ, 'আমরা গুলি চালাতে পারি না গুলি চালানোর মতো পরিস্থিতি থাকলেও।' সিপিএমের স্বনামধন্য নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত একবার সক্ষোভে বলেছিলেন, পুলিশের বন্দুকের নলে কি নিরোধ লাগানো রয়েছে? বক্তব্যের নির্যাস, উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে শায়েস্তা করতে কেন গুলি চালানো হবে না? তৃণমূল আসার পর নদিয়ার তেহট্টে এক গোষ্ঠী সংঘর্ষ হয়েছিল। আক্রান্ত পুলিশ গুলি ছুড়লে মারা যান একজন, আহত হন অনেকে। পরে আর একবার দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। তারপর সরাসরি গুলি চালানোয় কার্যত নিষেধাজ্ঞা জারি সরকারের। রাবার বুলেটেও পর্যন্ত আপত্তি। এক পুলিশ অফিসারের চোখ চলে গিয়েছে বিক্ষোভকারীদের পাথরে। তখনও লাঠি চালাতে দ্বিধায় থেকেছে পুলিশ।

পুলিশ লাঠিচার্জও করবে না, গুলিও চালাবে না। মানবাধিকার কমিশনের ভয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অপরাধীকে রামধোলাই দেওয়া বন্ধ। তা হলে পুলিশকে ভয় পাবে কী করে মানুষ? তারপরে আছে সিভিক পুলিশ নিয়োগের বৃদ্ধিতে আসল পুলিশের সংখ্যা কমে যাওয়া।

এত এত পুলিশ, পুলিশ করছি মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতি, ধুলিয়ান, জঙ্গিপুরে পুলিশের অসহায়তা দেখে। লোকবলের অভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হচ্ছে স্থানীয় সিভিকদের দিয়ে। সোর্সদের অবস্থা অতীব খারাপ। কোন ধর্মস্থানকে ঘিরে কোন গোপন কেত্তন চলছে, সেটা জানানোর লোক নেই। গোয়েন্দাদের ব্যর্থ বলে লাভ কী?

এই জায়গায়, ঘৃণা বৃষ্টির আবহের দেশে কেন্দ্র ও রাজ্য কোথায় যেন এক হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ল কাশ্মীরের পহলগামের প্রেক্ষাপটে বিতর্কিত মেজর জেনারেল জিডি বক্সীর মন্তব্য। বিজেপি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বক্সী বলেছেন, 'তিন বছরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার সেনা অবসর নিয়েছে। বিকল্প লোক নেওয়া হয়নি টাকা বাঁচাতে। সেনার সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। কাশ্মীরে দুর্গম অঞ্চলে সেনা বেশি দরকার। সেটা নেই। দুটো সেক্টর সামলায় একটা সেক্টরের লোক।'

এমন কাজ কি মুর্শিদাবাদের অগ্নিগর্ভ গ্রামগুলোর ক্ষেত্রেও হয়েছে?

দুটো ক্ষেত্রেই কেন্দ্র বা রাজ্যের তত্ত্ব-যুক্তি সহজে বিশ্বাস করা মুশকিল। অনেক কিছু চাপার চেষ্টা চলছে। যা শুনছি, তাতে মুর্শিদাবাদে দায় চাপানোর চেষ্টা চলছে দুর্বল মৌলবাদী মুসলিম পার্টি এসডিপিআই--সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার ওপর। যাদের সংযোগ আছে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া--পিএফআইয়ের সঙ্গে। প্রশ্ন হচ্ছে, তৃণমূলের স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়কদের ভূমিকা কী ছিল এখানে? অনেক পুলিশ অফিসার বলছেন, যাবতীয় ঝামেলার সূত্রপাত সাংসদ ও বিধায়কদের ক্ষমতা দখলের লড়াই নিয়ে।

ওই অঞ্চল বিড়ি ব্যারনদের চারণক্ষেত্র। অধিকাংশ বড় নেতাই বিড়ি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। এখন সবাই ভোটার বাড়ানোর কাজে ব্যস্ত। বিধায়ক-সাংসদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কালীঘাট ও ক্যামাক স্ট্রিট, দু'পক্ষই চরম বিব্রত। গণ্ডগোলের সূত্রপাত ঘাসফুলের খাওয়াখাওয়িয়ির জন্যই।

পুলিশকর্তাদের কাছে যা শুনলাম, তা ভয়ংকর। ক্ষমতাসীন নেতাদেরই একাংশ গণহারে হোয়াটসঅ্যাপ ছেড়ে বলে, পুলিশের পোশাক পরে বিপক্ষ গোষ্ঠীর মাথারা ঢুকছে। তাদের ঠেকাতে হবে। পুলিশকে অকেজো করার চেষ্টা। জনতা ছাদের মাথায় ইট, পাথর নিয়ে বসে থাকত। আসল পুলিশ গেলে তাদের লক্ষ্য করে ছড়ানো হত ইট, পাথর। পিছিয়ে যেতে বাধ্য হত পুলিশ। খবর শুনে অন্য পক্ষও ছাদের মাথায় বসে থাকে ইট, পাথর নিয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত, মুর্শিদাবাদে গিয়ে তাঁর নিজের দলের সাংসদ খলিলুর রহমান ও বিধায়কদের ভূমিকা নিয়ে ভালো করে খোঁজ নেওয়া। নিজের ভোটার বাড়ানোর জন্য বেতবোনার মতো কিছু গ্রামের বাসিন্দাদের ভিটেমাটি ছাড়া করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি তো? নিজের আত্মীয়কে বাড়তি সুবিধে দেওয়ার জন্য কোনও নেতা ঝামেলার ইন্ধন দেননি তো?

জঙ্গিপুরে ভোটের অঙ্ক গোলমেলে। সাত বিধানসভার সাতটিই তৃণমূলের। দায়িত্ব তো তাদের নিতেই হবে। সপ্তরথীর ৫ জন মুসলিম, ২ জন হিন্দু। তবে শেষ লোকসভার ভোটের হিসেবে জঙ্গিপুরে বিজেপি এগিয়ে, লালগোলায় এগিয়ে কংগ্রেস। এই এলাকার দুটি বিধানসভা সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কা লোকসভা ধরলে দক্ষিণ মালদার। দুটোর বিধায়ক তৃণমূলের। সেই মণিরুল ইলসাম, আমিনুল ইসলাম দুজনের বিরুদ্ধেই লোকসভায় অন্তর্ঘাতের অভিযোগ আছে। দুটোতেই লোকসভায় কংগ্রেস এগিয়েছিল। সাংসদ ইশা খান চৌধুরী ভদ্রলোক। তৃণমূলের ভাগবাঁটোয়ারার ওস্তাদ নেতাদের সঙ্গে পারবেন না। এবার কার্যত পালিয়ে যেতে হয় উত্তপ্ত এলাকায় গিয়ে।

একবার যখন শুরু হয় আগুনে ঘি দান, তখন সবই চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। প্রচুর বাধা টপকে পুলিশ যখন যেতে পেরেছে, তখন জ্বলেপুড়ে ছাই বহু বাড়ি। অধিকাংশই সংখ্যালঘু হিন্দুদের। কেউ মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জমিয়েছিল, কেউ গোরু বিক্রি করে টাকা রেখেছিল, সব শেষ। কারও বাড়িতে দু'তিনটি ছাগল আর বেরোতে পারেনি। অগ্নিদগ্ধ হয়ে শেষ। এক সেনাকর্মী বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। একেবারে অবরুদ্ধ সপরিবার। বাঁচার জন্য উপায়ান্তর না দেখে ফোন করেন পানাগড়ের সেনা দপ্তরে। সেখান থেকে সেনা এসে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

নেতাদের লোভ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মাঝামাঝি আরও দুটি তত্ত্ব মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞরা বলছেন। ১) মুর্শিদাবাদ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী ভিনরাজ্যে যান কাজ করতে। গোটা দেশে হিন্দু-মুসলিম এমন সর্বনেশে হয়ে উঠেছে, বাইরে কাজ না পেয়ে বাড়িতে বসে অনেক পরিযায়ী। গত তিন বছর ধরে একশো দিনের কাজ নেই তাঁদের। সরকার কি তাদের খোঁজ রাখে? নেতারা তো টাকার বিনিময়ে যে কোনও কাজ করাতে পারেন এদের দিয়ে।

২) সরকার কি ভেবে দেখেছে, স্কুল শিক্ষার মতো মাদ্রাসা শিক্ষাও ভেঙে পড়ছে কীভাবে? ২০১১ সালের পর মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে মাত্র একবার। গ্রামীণ স্কুলে ছাত্রী কমতে থাকে। গ্রামীণ মাদ্রাসায় কমে ছাত্রের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে অন্যত্র আরএসএসের রমরমা দেখে বেসরকারি মাদ্রাসা বাড়ছে। বাড়ছে জামাতে ইসলামি অনুগামীও। বাড়ছে ওয়াহাবিজম। বাংলাদেশের মতো মালদা-মুর্শিদাবাদেও অজানা অচেনা তরুণ মুখই ভাঙচুর করতে পথে নেমেছে।

এই ওয়াহাবিজম কী? এরা আরও উগ্রবাদী। আরও বেশি মুসলিম হতে চায়। শুভেন্দু অধিকারী যেমন বেশি হিন্দু হতে চান, তেমনই আর কী! এত নানা মত, যে নকশালদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর কথা মনে হবে এবং মাথা গুলিয়ে যাবে। এই ওয়াহাবিজমে বিশ্বাসীরাই বাংলাদেশে পিরের মাজার ভেঙেছে পরপর। পির কে? তিনি তো হিন্দু-মুসলিম, দু'পক্ষেরই নয়নের মণি। রক্ষণশীল ওয়াহাবিজমবাদীরা মনে করেন, আল্লা ও মানুষের মাঝে আর কেউ থাকতে পারে না। ভাঙো পিরের দরগা।

এর মধ্যেই চলছে আইপিএল নিয়ে অবৈধ জুয়া। কেউ আজ রাজা, কেউ আজ ফকির। শাহরুখ কোম্পানি বাংলার জন্য কিছু না করে কলকাতার নামে টাকা কামিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাদের তোল্লাই দিচ্ছেন মমতা। সস্ত্রীক খেলা দেখতে যাচ্ছেন নববিবাহিত দিলীপ ঘোষ। তা যান। কিন্তু দুজনে মিলে দেখুন, উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজ্যে অজস্র মানুষ কেন বিপন্ন আইপিএল জুয়ায়। টোটো পিছু দিনে ১০০ টাকা চাইছে অনেক নেতা। ঝাড়খণ্ড থেকে আসছে বেআইনি টাকা---ধর ধর ধর, ওরে ধর ধর ধর। উড়ছে টাকা। বেআইনি বিড়ি, বেআইনি জল, বেআইনি ভিডিও রিলস, বেআইনি মশলা।

এসব চলার ফাঁকে যদি আমিনুল-শুভেন্দু-জাকির-সুকান্ত-হুমায়ুন-অধীররা নিয়মিত বুদ্ধিহীন, যুক্তিহীন, উগ্র মৌলবাদীসুলভ কথাবার্তা বলে লোক খেপিয়ে চলেন, কথায় কথায় হিন্দু-মুসলিম নিয়ে চলে আসেন, তা হলে পুলিশ কেন, বিএসএফ-সিআরপিএফ-সেনা এসেও সংঘাত থামাতে পারবে না। বাংলা দুর্ভাগা, এখন নেতারা উত্তপ্ত জায়গায় শান্তির জল ছেটাতে যান না। সাম্প্রদায়িক বিষের ধুনুচিতে আরও ধোঁয়া দিতে যান। উগ্র মৌলবাদের নারকেলের ছোবড়া দিয়ে।

এর ফল আপনাকে, আমাকে ভুগতেই হবে। বাংলার চিরকালীন সম্প্রীতির আত্মাই যদি নিহত হয়, তা হলে আর কীসের পদ্মফুল, কীসের ঘাসফুল? সবই রুখাশুখা কালো মাটি হয়ে দাঁড়াবে চিরদিনের জন্য।

যা মনে করিয়ে দেবে, এইখানে এক ভালো মানুষের বাড়ি ছিল। তাঁর কিশোরী মেয়েটি এখানে খেলত। রাজহাঁসেদের মাঝে, সব ধর্মের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। ওদিকের গ্রামে থেকে ভেসে আসত আজান। এদিকে, পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে আসছে মন্দিরের গায়ত্রী মন্ত্র।

কাশ্মীরের ডাল লেকে কাকভোরে ঘুরলে এখনও সেই মিলিত স্বর্গীয় সুর শোনা যায় ভোররাতে। অথবা শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের কাছে, মালদার মীরচকে।

আজ

১৮৯৭

চলচ্চিত্র পরিচালক নীতিন বসুর জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন লেখক নারায়ণ সান্যাল।

আলোচিত

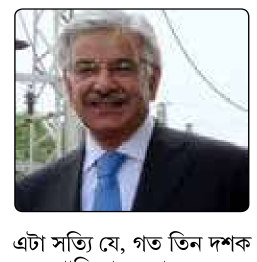

এটা সত্যি যে, গত তিন দশক ধরে পাকিস্তান সন্ত্রাসকে মদত দিয়ে এসেছে। পাকিস্তান তিন দশক ধরে এই ঘৃণ্য কাজ করে আমেরিকা, ব্রিটেন সহ পশ্চি দেশগুলির জন্য। আমাদের ভু ছিল। যার ফল এখন আমাদের ভুগতে হচ্ছে।

-খাওয়াজা আসি

(পাক প্রতিরক্ষাম

ভাইরাল/১

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যা চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে রাজস্থান রয়্যালসের আইপিএল ম্যাচের আগে রোবট কুকুর চম্পকের সঙ্গে খেলায় মত্ত সুনী গাভাসকার। চম্পক তাঁর দিকে গুটি গুটি এগোচ্ছে, কখনও আবার লাফাচ্ছে। সানি-রোবটে খুনশুটি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

মাথার উপর ৪৬৮টি মদের গ্লাস নি নাচছেন সাইপ্রাসের এক বাসিন্দা। মাথায় একটি গ্লাস। তার ওপর প্লে প্লেটটি গ্লাসে ভর্তি। এরকম আরও ৮টি প্লেট একটার উপর একটা সাজানো। ওই অবস্থায় নাচছেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে ঝড়।

উত্তরের পাঁচালি

চাই থিয়েটার শেখার স্কুল

উত্তরবঙ্গের প্রচুর ছেলেমেয়ে থিয়েটার এবং অভিনয় নিয়ে পড়াশোনা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহী। তাদের মধ্যে অনেকেই এই বিষয়কে কেরিয়ার করে এগোতে চায়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ এখানে একেবারেই নেই বললেই চলে। এই অভাব পূরণ করতে নিয়মিত নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্যোগ নিয়েছে উত্তাল। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে উত্তালের মহলা কক্ষে দু'দিনের কর্মশালা হয়ে গেল। সেখানে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, পার্থ চৌধুরী, মৌসুমি কুণ্ডু ও সব্যসাচী দত্ত। আর এই কর্মশালায় শিক্ষা নেয় একদল তরুণ-তরুণী। এই কর্মশালায় নাটক রচনা, কণ্ঠ ও উচ্চারণ, মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নে ও ব্যক্তিত্ব গঠনে থিয়েটার, শরীর ও অভিব্যক্তির মতো বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হয়। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতে উত্তালের পক্ষ থেকে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। কর্মশালার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও শিবির পরিচালক ছিলেন উত্তালের নির্দেশক পলক চক্রবর্তী। তিনি আগামীদিনে আরও বৃহদাকারে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনার কথা বলেন এবং শিলিগুড়িতে সরকারি উদ্যোগে পূর্ণাঙ্গ একটি থিয়েটার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবি জানান।

শিলিগুড়িতে উত্তালের মহলা কক্ষে থিয়েটার বিষয়ক কর্মশালা।

— ছন্দা দে মাহাতো

প্রাণে পাহাড়

তরুণ সরকার।

রায়গঞ্জের তরুণ সরকারকে অনেকে 'পাহাড়িয়া তরুণ' নামেই চেনেন। বয়স ৬০ ছুঁতে চললেও তরুণ মনেপ্রাণে তরুণই। পেশা ছোট ব্যবসা। নেশা পাহাড়ে চড়া। রায়গঞ্জ হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ছোটবেলায় যোগাসন, সাইকেল চড়ে বহুদূর পাড়ি দেওয়ার নেশা থেকে কবে কখন যে পাহাড়ে চড়ার নেশায় মজেছেন তা নিজেরই মনে নেই। ১৯৮০ সালে বেসিক কোর্স করার সময় তপন ভট্টাচার্য এবং অতীন বক্সীর কাছ থেকে মেলে উৎসাহ। সেখান থেকেই পাহাড়ের পথে নামা। ইতিমধ্যে ৯০টির বেশি বেসিক এবং ৫০টির বেশি ট্রেকিং কোর্স সম্পন্ন করার অভিজ্ঞতা তাঁর ঝুলিতে। সান্দাকফু থেকে শুরু। পাহাড় ট্রেক, কোস্টাল ট্রেক, ডেজার্ট ট্রেক করেছেন বহুবার। গাড়োয়াল, হিমাচল, চামসে কাংড়ি, লাংসে কাংড়ি, লাদাখে গিয়ে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। এভারেস্ট বেস ক্যাম্প, লাদাখের চাদর ট্রেক, কালিন্দী ট্রেক, বালিপাস, সারপাস, ইস্ট নন্দাদেবী সহ বহু জায়গায় ট্রেকিং সারা। এবার আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো

অভিযানের জন্য প্রস্তুত। পাহাড়ে চড়ার সময়ে কখনও যুদ্ধের বিরুদ্ধে আবার কখনও সবুজ পৃথিবী গড়ার বার্তা দিয়ে চলেছেন নিরলসভাবে।

–সুকুমার বাড়ই

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সংস্কৃতি ও বিকৃতির সন্ধিক্ষণে কীর্তন

এখন কীর্তনের সময়। দু-তিনটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে কোথায় ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারানি দেবী, রথীন ঘোষদের মতো ব্যক্তিত্ব?

মৌবনী মোহন্ত

"নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম"। অর্থাৎ দেবদেবীর নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চভাষণই কীর্তন। সংস্কৃত ধাতু "কীর্ত" থেকে আগত কীর্তন মূলত বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত একটি গীতিনাট্যধর্মী ধারা যা ভক্তিরসকে কেন্দ্র করে গঠিত। তবে বর্তমানে যে ধরনের কীর্তন চলিত, তাতে ঠিক কতটা ভক্তিরস রয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ থাকে।

গ্রামবাংলায় বসতি হওয়ার সুবাদে প্রায়শই কানে আসে আধুনিক কীর্তন। বৈশাখেই অধিকাংশ সময় শুরু হয় কীর্তনের মরশুম। এখন কীর্তনের সময়। প্রশ্ন জাগে, একি সত্যিই কীর্তন নাকি কীর্তনের নামে চটুল বাংলা বা হিন্দি গানের রিমিক্স? মনে পড়ে, ছোটবেলায় মা ঠাকুমারা কীর্তন শুনতে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কীর্তন বলতে জানতাম 'ঠাকুরের গান'। সেই গানের কোনও অর্থ না বুঝে দীর্ঘক্ষণ একঘেয়ে বসে থাকতাম শেষে গিয়ে হরির লুটের বাতাসা পাওয়ার আশায়। তখনও কীর্তন আজকের মতো নিম্নরুচিসম্পন্ন হয়ে ওঠেনি। আজ গ্রামগঞ্জে 'হরে কৃষ্ণ' শব্দদুটিকে 'যেমন খুশি' টেনে-হিঁচড়ে শব্দ দূষণ করার নামই হয়ে দাঁড়িয়েছে নামকীর্তন। দু-তিনটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে কোথায় ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারানি দেবী, রথীন ঘোষদের মতো ব্যক্তিত্ব? দু-তিনজন বেশ ভালো গান করেন। তবে বাকিরা ওই বেনোজলেই গা ভাসান।

এখন এক ধাপ এগিয়ে অনেক কীর্তনে তাল মিলিয়ে চলে চটুল নাচও। বহু কীর্তনীয়া কীর্তনকে শুধু একটা বাণিজ্যিক শো হিসেবে দেখেন। যেখানে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শিশুদেরও

আনা হয়। অথচ কীর্তনের ইতিহাস বলে, এটি একসময় সমাজ বদলের হাতিয়ার ছিল। সাধারণ লোকের পক্ষে অতি সহজে ঈশ্বর সাধনার একটি উপায় হিসেবে এর উদ্ভব। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়কালে কীর্তন জাতপাতের ঊর্ধ্বে গিয়ে মানুষে মানুষে মেলবন্ধন করাত।

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ অতীন্দ্র মজুমদারের মতে "চর্যাপদগুলোই বাংলা কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন" । ফলে বলা যায়, বাংলা কীর্তনের উৎপত্তির মূল শিকড় প্রোথিত রয়েছে বৌদ্ধ সাধকদের রচিত চর্যাগীতিতে। পরবর্তীতে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম'-এর অনুপ্রেরণায় বৈষ্ণবীয় ও সংগীত ধারায় পদাবলিধারার আবির্ভাব ঘটে। এই পদাবলির বিশিষ্ট পদকর্তারা হলেন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রমুখ। মুসলিম পদকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেখ ফয়জুল্লাহ সৈয়দ মুর্তজা।

বাংলা সংগীতের বিকাশে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। বহিরা উপাদানকে আঞ্চলিক ভাব-গভীরতার সঙ্গে সমন্বিত ক আত্তীকরণের দ্বারা গড়ে ওঠা কীর্তন বাংলার নিজস্ব গায়নরী কীর্তনের অঙ্গ পাঁচটি – কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুট। এছ কোনও কোনও কীর্তনের আসরে ঝুমুরের চটুল ছন্দে নেচে ন ঐচ্ছিক অঙ্গও পরিবেশিত হয়। হারমোনিয়াম, বীণা, তব মৃদঙ্গ, বাঁশি, করতাল প্রভৃতির ব্যবহার কীর্তনের পরিবেশ ভাবনির্ভর করে তোলে। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ এই ৩০০ বছ কীর্তন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

তাই এখন ডিজে সাউন্ডে যখন সস্তা সিঁড়িতে ন কীর্তন শুধু বিনোদনে পরিণত হয়, তখন তা মূল কীর্ত ভাবগাম্ভীর্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবমাননার শরিক।

কীর্তনের এই বিকৃতিকে অবরোধ করার জন্য কট্টর ধর্ম হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু একটু সচেতনত আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি একটু শ্রদ্ধার। এক্ষে শিক্ষণীয়, ভিনদেশি ভিনসংস্কৃতির মানুষ ইসকনের ম সংগঠনে কীভাবে কীর্তনের ভাবধারাকে বজায় রাখছে। সুত গ্রামগঞ্জে কীর্তনের এই বিকৃতিকে রোধ করতে আমা সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ কীর্তন সংগীতের আদি ধারা নয়, ইতিহাস-ঐতিহ্যের উর্বর সাক্ষী।

(লেখক জামালদহের বাসিন্দা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছা

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৫

পাশাপাশি : ১। হাল না ছেড়ে আবার চেষ্টা ৩। এটা ছাড়া রান্না সম্ভব নয় ৫। রাস্তার ধারের জলা জায়গা ৭। ছাড় বা অব্যাহতি, মাফ করা ৯। ঘাটতি, কোনও কিছুর অভাব ১১। স্বামীর বড় দাদা বা ভাশুর ১৪। অপরাধের জন্য পুলিশের হাতে আটক ব্যক্তি ১৫। সমষ্টি বা একত্রিত হওয়া, সংকলন।

উপর-নীচ : ১। শ্রেষ্ঠ মানুষ ২। ম্লান বা নিষ্প্রভ ৩। নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে ৪। যে পণ্য আসল নয় ৬। অত্যাচার বা নিপীড়ন ৮। যে পাখি ঘরে থাকে, বনেও থাকে ১০। অপরাধের জন্য বকাঝকা করা ১১। উনুনে বসানো দুধ উথলে ওঠা ১২। মায়ের মা বা দিদিমা ১৩। অভিজাত বা খানদানি।

সমাধান ■ ৪১২৪

পাশাপাশি : ১। হাজাম ৩। বৃতি ৫। জম্বু ৬। মক্ষিকা ৮। বিব্রত ১০। বাদাম ১২। ইমাম ১৪। রঘু ১৫। বক ১৬। ঘুঙুর।

উপর-নীচ : ১। হামুরাবি ২। মজবুত ৪। তিরিক্ষি ৭। কালা ৯। লাই ১০। বাস্তুঘুঘু ১১। মধুকর ১৩। মাধব।

ভালো খবর

সবুজায়নের পথে

গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা হয়েছিল এথেন্সবাসীর। তী তাপপ্রবাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সবুজায়নেই জোর দে প্রশাসন। অবশেষে বিখ্যাত অ্যাক্রোপলিসের পাশাপা এথেন্সের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বহু গাছ লাগিয়ে নজি গড়েছেন মেয়র হারিস ডুকাস। গাছ লাগানোর পাশাপা প্রতিস্থাপনেও জোর দেওয়া হয়। সম্প্রতি ৭০০ বছরে পুরোনো একটি জলপাই গাছ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে

মাছি তাড়াচ্ছে হোটেল, টাট্টুগাড়ি

বিশ্বজিৎ সাহা

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল : পহলগাম কাণ্ডের পর ভূস্বর্গ বৃহস্পতিবার থেকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে। তবে পর্যটকদের সংখ্যা বেশ খানিকটা কমে যাওয়ায় হোটেল মালিক, ট্যাভেল এজেন্সি, শিকারাচালক, টাট্টুওয়ালা, অটোচালক ও ট্যাক্সিচালকদের পাশাপাশি মাথায় হাত পোশাক, জুতো, উপহার সামগ্রী ও খাবারের দোকানগুলির। কবে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে উপত্যকা তা নিয়ে সন্দিহান সকলেই। ইতিমধ্যে পহলগামের ঘটনার জেরে দেশের বিভিন্ন স্থানে পড়তে যাওয়া কাশ্মীরি ছাত্র-ছাত্রীদের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে খবর ছড়িয়ে পড়ায় উৎকণ্ঠা ছড়িয়েছে উপত্যকায়।

শ্রীনগরের সবচেয়ে বড় বাজারের নাম গনিখান মার্কেট। স্থানীয় ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ শেখ জানান, স্থানীয় ক্রেতাদের পাশাপাশি সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় থাকে বাজারটিতে। তবে পহলগামের ঘটনার পর থেকে স্থানীয় ক্রেতাদের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

পশ্চিমবঙ্গে ৭টায় সূর্য যখন অস্তাচলে চলে যায় তখনও সূর্যের আলোয় ঝলমলে উপত্যকা। শ্রীনগরের মক্কা মার্কেটে ফুটপাতে মাথার ওপর বড় ছাতার নীচে বসে বাহারি জুতোর ব্যবসা দিল্লির বাসিন্দা ফারুক আহমেদ এবং আলতাফ আহমেদের। বছর দশক ধরে শ্রীনগরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। পহলগামের ঘটনার প্রভাব ব্যবসায় পড়েছে কি না জিজ্ঞেস করতেই ফারুক বলেন, প্রবলভাবেই প্রভাব পড়েছে। তিনি বলেন, মঙ্গলবার পর্যন্ত গড়ে দিনে ৫০ জোড়া জুতো বিক্রি হত। আর আজ সারাদিনে মাত্র ৩ জোড়া জুতো বিক্রি করতে পেরেছি কারণ, আমাদের ব্যবসা পুরোপুরি পর্যটকদের ওপর নির্ভরশীল। তবে এই পরিস্থিতি খুব বেশি দিন থাকবে না বলেও আশাবাদী ফারুক।

গনিখান মার্কেটের পোশাক ব্যবসায়ী আলতাফ বাটের সমস্ত রাগ দিয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমের ওপর। তাঁর কথায়, পহলগামের ঘটনা

ভরসা রাখতে পারছেন না পর্যটকরা

আমাদের মতো সাধারণ কাশ্মীরি নাগরিকদের যেমন মর্মাহত ও শোকাহত করেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। তবে পহলগামের ঘটনার পর কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে সমাজমাধ্যমে যেভাবে অসত্য তথ্য প্রচারিত হচ্ছে, তাতে দেশজুড়ে সাধারণ মানুষ এবং কাশ্মীরে ঘুরতে আসা পর্যটকদের মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করছে।

অন্যান্য বছর এপ্রিলের শেষে পর্যটনের ভরা মরশুমে এই সময়ে পর্যটকদের ভিড়ে শ্রীনগরের হোটেলগুলিতে 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' পরিস্থিতির মুখে পড়তে হত পর্যটকদের। শুক্রবার শ্রীনগরের অধিকাংশ হোটেলেই পর্যটকদের সংখ্যা হাতেগোনা। শ্রীনগরের ডাল লেকের সামনে অবস্থিত হোটেলগুলি বরাবরই পর্যটকদের প্রথম পছন্দের। ডাল লেক সংলগ্ন একটি তিনতারা হোটেলের ম্যানেজার আসিফ শেখ বৃহস্পতিবার জানান, 'পহলগামের ঘটনার পর থেকে পর্যটকদের বুকিং ক্যানসেল হতে শুরু করায় শুধু আমাদের হোটেল নয়, অধিকাংশ হোটেলেই পর্যটকের সংখ্যা কমে গিয়েছে।'

প্রতিবছর কাশ্মীরের শাল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা করতে আসেন শ্রীনগরের বাসিন্দা মহম্মদ সফি। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুই মেয়ে মাদিহা, বরিন ও ছেলে আমিনকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীনগরের হযরতবাল মসজিদে নমাজ পড়তে গিয়েছিলেন। অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া মাদিহা ও বরিনের কথায়, 'পহলগামের ঘটনায় যারা জড়িত তাদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক, আমরাও চাই। কিন্তু এজন্য কাশ্মীরি ছাত্র-ছাত্রীদের যেভাবে টার্গেট করা হচ্ছে, তা কখনও কাম্য নয়।'

পহলগামের ঘটনার পর থেকে শ্রীনগর শহরজুড়ে সেনা, আধাসেনা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের টহলদারি ভীষণরকম বেড়েছে। রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে যেমন সিআরপিএফ এবং বিএসএফ মোতায়েন রয়েছে, তেমনই অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সহ টহলদারি ভ্যান গোটা শহর চক্কর দিচ্ছে।

সাভারকর মন্তব্যে কোর্টে ভর্ৎসিত রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকর সম্পর্কে 'উসকানিমূলক' ও 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' মন্তব্য করায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে কড়া ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতিরা জানিয়ে দেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে এমন মন্তব্য বরদাস্ত করা হবে না। ভবিষ্যতে এমন ঘটলে আদালত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ব্যবস্থা নেবে।

সাভারকর সংক্রান্ত মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বুধবারই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন রাহুল। তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই শীর্ষ আদালতের রায় চলে এল। এর আগে রাহুলের বিরুদ্ধে জারি হওয়া সমন খারিজ করতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট অস্বীকার করেছিল।

২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলায় 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র সময় কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা মন্তব্য করেন, সাভারকর ছিলেন 'ব্রিটিশ সরকারের সেবক'। শুধু তা-ই নয়, তিনি পেনশনও পেতেন ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই মানহানির মামলা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি মনমোহনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। রাহুলের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি দাবি করেন, কারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো তাঁর মক্কেলের উদ্দেশ্য ছিল না। তবে আদালত এই যুক্তি মানেনি। বিচারপতিরা বলেন, 'আপনার মক্কেল কি জানেন মহাত্মা গান্ধিও 'ইয়োর ফেইথফুল সার্ভেন্ট' (আপনার একান্ত সেবক) শব্দবন্ধ ব্যবহার করতেন? তাহলে কি তাঁকেও ব্রিটিশ সরকারের 'দাস' বলা যাবে? তিনি কি জানেন তাঁর দাদিও (ইন্দিরা গান্ধি) সাভারকরকে চিঠি লিখে প্রশংসা করেছিলেন?' বিচারপতিরা বলেন, 'ইতিহাস না জেনে এমন মন্তব্য করা কীভাবে দায়িত্বপূর্ণ আচরণ হতে পারে?'

আদালত রাহুলকে সতর্ক করে বলেছে, 'আপনি একজন রাজনৈতিক নেতা। তাহলে এমন উক্তি করবেন কেন? যদি উত্তেজনা ছড়ানো উদ্দেশ্য না-ও হয়, এমন কথা বলার দরকারই বা কী?'

আপাতত আদালত মামলার কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ দিলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যতে এই ধরনের অবাঞ্ছিত মন্তব্য করা হলে আদালত নিজে থেকেই ব্যবস্থা নেবে। আদালতের কথায়, 'আর কোনও মন্তব্য করলে আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা নেব। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে এমন মন্তব্য বরদাস্ত করা হবে না।' আদালত আরও জানিয়েছে, রাহুল গান্ধি এই মন্তব্য করেছিলেন মহারাষ্ট্রের আকোলায়, যেখানে সাভারকর অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে স্মরণীয়।

রাহুলের বিরুদ্ধে এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন আইনজীবী নৃপেন্দ্র পান্ডে। কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ (বিদ্বেষ ছড়ানো) ও ৫০৫ (প্রচারের মাধ্যমে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানো) ধারায় মামলা শুরু হয়। পান্ডের অভিযোগ, সাভারকরকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করে রাহুল সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

প্রয়াত মুন মিশনের পথিকৃৎ কস্তুরীরঙ্গন

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল : জীবনাবসান হল পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান কে কস্তুরীরঙ্গনের। শুক্রবার তাঁর বেঙ্গালুরুর বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইসরোর বিবৃতি অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ১০টা ৪৩ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তাঁর দেহ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার জন্য রাখা হবে।

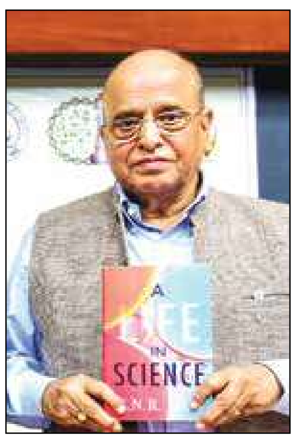

কেরলের এর্নাকুলামে ১৯৪০ সালের ২৪ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন কস্তুরীরঙ্গন। দীর্ঘ ৯ বছর ধরে ইসরো, স্পেস কমিশন ও স্পেস দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তিনি ২০০৩ সালের ২৭ অগাস্ট ওই পদ থেকে অবসর নেন। পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে ইসরোর যাত্রা শুরু কস্তুরীরঙ্গনের হাত ধরেই। ১৯৯৯ সালের ১১ মে জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে কস্তুরীরঙ্গন প্রথম চন্দ্রাভিযানের ধারণা তুলে ধরেন। সেই পরিকল্পনার বাস্তব রূপ হিসেবে ২০০৮ সালে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় চন্দ্রযান-১। এই মিশনেই প্রথম চাঁদের পিঠে জলের অণুর উপস্থিতি চিহ্নিত হয়, যা চাঁদের ভৌগোলিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ করে। চন্দ্রাভিযানের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কস্তুরীরঙ্গন সেই সময় বলেছিলেন, 'চাঁদে যাওয়ার সামর্থ্য আমাদের আছে কি না, সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হল, আমরা এটা উপেক্ষা করার ঝুঁকি নিতে পারি কি না?' তাঁর এই সাহসী ভাবনাই পরবর্তীতে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

তিনি ভারতের শিক্ষানীতির (এনইপি) অন্যতম রূপকার হিসেবে পরিচিত। তিনি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং কর্ণাটক নলেজ কমিশনের চেয়ারম্যান পদেও ছিলেন। ২০০৩ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য। পাশাপাশি সদস্য হয়েছিলেন ভারতের পরিকল্পনা কমিশনেরও।

মহাকাশচর্চার ক্ষেত্রে কস্তুরীরঙ্গনের গবেষণা মূলত এক্স-রে ও গামা রশ্মির ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। তিনি মহাজাগতিক এক্স-রে ও গামা রশ্মির উৎস এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সেগুলির প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। ভারতের বিজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে পদ্মশ্রী ছাড়াও পদ্মভূষণ এবং পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

পোপের শেষকৃত্যে রোমে দ্রৌপদী

রোমে পৌঁছোনোর পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অভ্যর্থনা।

রোম, ২৫ এপ্রিল : প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে যোগ দিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার রোমে পৌঁছেছেন। সেখান থেকে তিনি যাবেন ভ্যাটিকান সিটিতে। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান এবং গোয়া বিধানসভার উপাধ্যক্ষ জোশুয়া ডি সুজা।

রাষ্ট্রপতির দপ্তর এক্স-এ জানিয়েছে, তিনি দু'দিনের সফরে ভ্যাটিকান সিটিতে থাকবেন এবং ভারতের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। শুক্রবার প্রেসিডেন্টের সচিবালয় জানিয়েছে, 'রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভ্যাটিকান সিটিতে 'হিজ হোলিনেস' পোপ ফ্রান্সিসের রাজকীয় শেষকৃত্যে অংশ নিতে রওনা হয়েছেন।'

শনিবার তাবড় রাষ্ট্রনেতাদের উপস্থিতিতে প্রয়াত পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। সেন্ট মেরি মেজর বাসিলিকার একটি কক্ষে সমাধিস্থ করা হবে আর্জেন্তিনীয় ধর্মগুরুকে। তার আগে ভ্যাটিকান সিটির কাসা সান্তা মার্তার চ্যাপেলে রাখা হয়েছে পোপ ফ্রান্সিসের কফিন।

মঙ্গলবার থেকেই প্রয়াত ধর্মীয় নেতাকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে ভক্তদের ঢল নামে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গত তিনদিনের মতো শুক্রবারেও সারা দিন মানুষ ভিড় করেন ভ্যাটিকান সিটিতে। প্রতিদিন এতটাই ভিড় হয় যে, ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে দর্শনের সময় বাড়াতে বাধ্য হন।

প্রয়াত পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ উপস্থিত হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

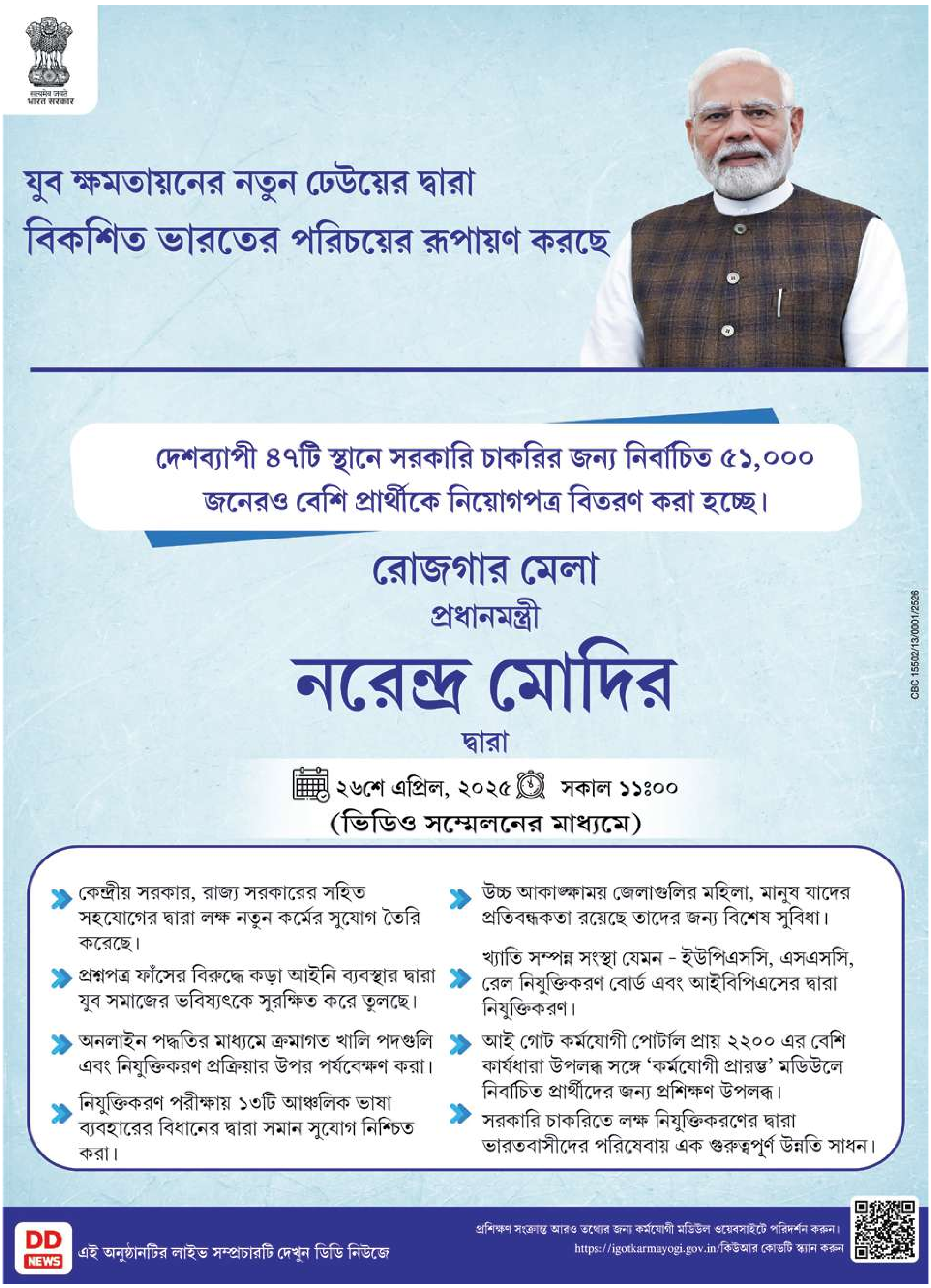

ঐক্যের বার্তা রাহুলের, ধর্মযুদ্ধ আখ্যা ভাগবতের

পহেলগাম হামলার পর শুক্রবার শ্রীনগরে পৌঁছে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বললেন রাহুল গান্ধি।

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল : কংগ্রেস এবং আরএসএস মতাদর্শগতভাবে ভিন্ন মেরুর হলেও সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় একই সুর শোনা গেল বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং সরসংঘচালক মোহন ভাগবতের কথায়। দুজনেই সাফ জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে দেশবাসীকে। রাহুলের কথায়, বিভাজন নয়, ঐক্যের শক্তিতেই সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে পরাজিত করা সম্ভব। অপরদিকে পহেলগামের ঘটনাকে ধর্ম বনাম অধর্মের যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়ে ভাগবত বলেছেন, 'আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি তাহলে আমাদের দিকে কেউ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাকাতে পারবে না। যদি কেউ সেটা করেও তাহলে তাদের চোখ উপড়ে নেওয়া হবে।'

শুক্রবার সকালে শ্রীনগরে আসেন রাহুল গান্ধি। সেখান থেকে সেনাবাহিনীর বাদামিবাগ ক্যান্টনমেন্টে ৯২ বেস হাসপাতালে যান। পহেলগামে জঙ্গি হানায় এক আহতের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আরোগ্য কামনাও করেন

> বিভাজন নয়, ঐক্যের শক্তিতেই সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে পরাজিত করা সম্ভব। যেটা ঘটেছে তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে বিভাজিত করা, ভাইকে ভাইয়ের সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভারতীয়র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ।
>
> **রাহুল গান্ধি**

তিনি। পরে জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা এবং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গেও দেখা করে পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন রাহুল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তিনি। পহলগামের ঘটনাকে ভয়াবহ ট্র্যাজেডি বলে আখ্যা দেন রাহুল। তিনি বলেন, 'এখানকার পরিস্থিতি কেমন তা জানতে আমি এসেছি। জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত মানুষ ওই ভয়াবহ ঘটনার নিন্দা করেছেন।'

তাঁর কথায়, 'যেটা ঘটেছে তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে বিভাজিত করা, ভাইকে ভাইয়ের সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভারতীয়র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। কিছু লোক জম্মু ও কাশ্মীর এবং দেশের বাকি প্রান্তে আমার ভাই-বোনেদের যেভাবে হামলা করেছে সেটা দেখে খারাপ লাগছে। এই জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে পরাজিত করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা জরুরি।' বৃহস্পতিবার সর্বদলীয় বৈঠকে পহলগামের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত পদক্ষেপকে পূর্ণ সমর্থনের বার্তা দিয়েছিল বিরোধীরা। শুক্রবার কাশ্মীরে দাঁড়িয়েও সেই বার্তা দিয়েছেন রাহুল গান্ধি।

> এই লড়াই ধর্ম বনাম অধর্মের। আমাদের হৃদয়ে যন্ত্রণা রয়েছে। আমরা ক্রুদ্ধ। কিন্তু শত্রুকে ধ্বংস করতে হলে শক্তি প্রদর্শন করা দরকার। রাবণ নিজের মন পরিবর্তন করতে পারেননি। রামচন্দ্র তাঁকে শোধরানোর একটি সুযোগ দেওয়ার পর মেরেছিলেন।
>
> **মোহন ভাগবত**

রায়বেরেলির সাংসদ বলেন, 'বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধভাবে পহলগাম হামলার নিন্দা করেছে এবং সরকার এই ঘটনায় যে পদক্ষেপ করবে তাকে পূর্ণ সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

অন্যদিকে পহলগাম ঘটনায় প্রথমবার মুখ খুলে ভাগবত বলেন, 'জঙ্গিরা মানুষের ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞেস করে তারপর হত্যা করেছে। হিন্দুরা কখনও এমন কাজ করতে পারেন না। আমরা এই ঘটনায় একটি কঠোর প্রত্যাঘাতের আশা করি।' সংঘ প্রধান বলেন, 'এই লড়াই ধর্ম বনাম অধর্মের। আমাদের হৃদয়ে যন্ত্রণা রয়েছে। আমরা ক্রুদ্ধ। কিন্তু শত্রুকে ধ্বংস করতে হলে শক্তি প্রদর্শন করা দরকার। রাবণ নিজের মন পরিবর্তন করতে পারেননি। রামচন্দ্র তাঁকে শোধরানোর একটি সুযোগ দেওয়ার পর মেরেছিলেন।' ভাগবত বলেন, 'আমাদের চরিত্রে ঘৃণা এবং শত্রুতা নেই। মুখ বুজে ক্ষতি সহ্য করাটাও আমাদের মধ্যে নেই। একজন সত্যিকারের অহিংস মানুষকেও শক্তিশালী হতে হবে।' পাকিস্তানকে যে কড়া জবাব দিতে হবে সেই কথাও এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন ভাগবত।

তিন দশক সন্ত্রাসবাদে মদত, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর স্বীকারোক্তি

আততায়ীরা 'স্বাধীনতা সংগ্রামী'

ইসলামাবাদ, ২৫ এপ্রিল : মুখ আর মুখোশের তফাত কি ক্রমশ ঘুচে যাচ্ছে?

জম্মু-কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের বেছে বেছে খুন করার পর পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া থেকে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। হামলার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো পাকিস্তানও পহলগাম হামলার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিল। তবে মঙ্গলবারের জঙ্গি হামলাকে বিদ্রোহীদের হামলা বলে বর্ণনা করেছিল পাক সরকার। শুক্রবার একধাপ এগিয়ে পহলগাম কাণ্ডকে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী'দের কাজ বলে ব্যাখ্যা করলেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইসক দার স্বয়ং।

দার বলেন, 'গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে যে হামলা হয়েছে হতে পারে সেটা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাজ।' নিরীহ পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় জেনে খুন করা 'স্বাধীনতা সংগ্রামী'দের পিছনে যে পাকিস্তানের

> ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে যে হামলা হয়েছে হতে পারে সেটা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাজ।
>
> **ইসক দার**
> *উপপ্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান*

> আমেরিকা, ব্রিটেন আর পশ্চিমী বিশ্বের জন্য গত ৩ দশক ধরে আমরা এই নোংরা কাজটা করে যাচ্ছি।
>
> **খোয়াজা আসিফ**
> *প্রতিরক্ষামন্ত্রী, পাকিস্তান*

সমর্থন রয়েছে তাও পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। ঘটনাচক্রে এদিনই পাকিস্তান যে জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর তা প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। তবে এপ্রসঙ্গে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি অভিযোগ করেন, জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু সেটা নিজেদের গরজে নয়, আমেরিকার জন্য করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় শিকার পাকিস্তান বলেও দাবি করেছেন দার।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পাকিস্তান কি সত্যিই সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা রাষ্ট্র। জবাবে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমেরিকা, ব্রিটেন আর পশ্চিমী বিশ্বের জন্য গত ৩ দশক ধরে আমরা এই নোংরা কাজটা করে যাচ্ছি। এটা আমাদের ভুল পদক্ষেপ ছিল। গোটা বিশ্বের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের কারণে সবচেয়ে বেশি ভুগেছে পাকিস্তান। আমরা যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সক্রিয় না হতাম তাহলে আজ পাকিস্তান একটা অন্য উচ্চতায় থাকত।'

পহলগাম হত্যার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার শাখা দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত হামলাকারীদের বেশিরভাগ পাকিস্তান থেকে এসেছিল। হামলা চলাকালীন রিয়েল টাইমে সীমান্তের ওপার থেকে তাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল। একাধিক পাক জঙ্গির স্কেচ প্রকাশ করা হয়েছে। তারপরেও পাকিস্তানে লস্করের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন দার। মন্ত্রীর বক্তব্য, 'আমাদের দেশে লস্কর-ই-তৈয়বা বলে কোনও সংগঠন নেই। ওরা এখন অতীত।'

যুদ্ধের শঙ্কায় পড়ল ভারতের শেয়ার বাজার

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল : কাশ্মীরে পর্যটক খুনের জেরে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটল আরও গভীর হয়েছে। টানাপোড়েনের প্রভাব পড়েছে দু-দেশের শেয়ার বাজারে। নেমেছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার সুচক বিএসই সেনসেক্স ও নিফটি। বিপরীতে নাভিশ্বাস উঠেছে পাক শেয়ার সুচক কেএসই-র।

শুক্রবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে নামতে শুরু করে বিএসই সেনসেক্স। একসময় সুচক ১,২০০ পয়েন্টের বেশি পড়ে যায়। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ন্ত বাজারে শেয়ার কিনতে থাকেন বিনিয়োগকারীরা। যার জেরে ফের চড়তে থাকে সুচক। দিনের শেষে সেনসেক্স দাঁড়িয়ে রয়েছে ৭৯,২১২ পয়েন্টে। বৃহস্পতিবারের চেয়ে যা ৫৮৮ পয়েন্ট কম। নিফটিও ২০৭ পয়েন্ট নেমে ২৪,০৩৯ পয়েন্টে স্থিতিশীল হয়েছে।

এদিকে গত দু'দিন ধরে টানা ধসের কবলে পড়েছে পাকিস্তানের শেয়ার বাজার। শুক্রবার প্রায় আড়াই হাজার পয়েন্ট নেমেছে করাচি স্টক এক্সচেঞ্জের সুচক কেএসই। দুপুরের পর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটও। সেখানে লেখা 'উই উইল বি ব্যাক সুন। পিএসএক্স ওয়েবসাইট ইজ আন্ডার মেনটেন্যান্স টিল ফার্দার নোটিশ'। অর্থাৎ, আমরা তাড়াতাড়ি ফিরব। পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়া পর্যন্ত সংস্কারের কাজ চলবে। এদিন পাকিস্তানের বেঞ্চমার্ক সুচক কেএসই ২,৪৮২ পয়েন্ট পড়ে ১,১৪,৭৪০ পয়েন্টে স্থিতিশীল হয়েছে। পতনের হার ২.১২ শতাংশ।

ভয়ের চিহ্ন নেই তাঁদের মধ্যে। কাশ্মীর এখনও ঘুরে দেখছেন পর্যটকরা। শুক্রবার।

ওয়াকফ স্থগিতাদেশ মানতে নারাজ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ সংশোধনী আইনে যে কোনওপ্রকার স্থগিতাদেশের বিরোধিতা করবে বলে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়ে দিল। শুক্রবার সর্বোচ্চ আদালতকে কেন্দ্রের তরফে একটি হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে মামলাগুলি দায়ের হয়েছে, সেগুলি খারিজের আর্জি জানিয়েছে কেন্দ্র। সংখ্যালঘু মন্ত্রকের যুগ্মসচিব শেরশা সি শাইক মহিদ্দিন ওই হলফনামাটি দাখিল করেছেন। কেন্দ্রের বক্তব্য, 'যে আইনগুলি তৈরি হয় তাতে সাংবিধানিকতার বিষয়টি জড়িত থাকে। ওই আইনে যদি কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয়, তাহলে সেটি ক্ষমতার ভারসাম্যের নীতির পরিপন্থী।'

কেন্দ্রের সাফ কথা, নতুন ওয়াকফ আইনটি পুরোপুরি বৈধ। আইন প্রণয়নের যে ক্ষমতা তাদের হাতে রয়েছে সেটা মেনেই ওই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। ওয়াকফের ভেক ধরে কীভাবে সরকারি ও বেসরকারি জমি হাতানো হয়েছে তার একাধিক নজির কেন্দ্রের বক্তব্যে এদিন উঠে এসেছে। প্রাক-মোগল জমানা থেকে স্বাধীনোত্তর কাল পর্যন্ত ১৮,২৯,১৬৩.৮৯৬ একর ওয়াকফ জমি ছিল। কিন্তু ২০১৩ সালের পর ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে অতিরিক্ত ২০,৯২, ০৭২. ৫৩৬ একর জমি যুক্ত হয়েছে। আইনের বিরোধিতা করে যাঁরা মামলা করেছেন তাঁদের সমালোচনাও করেছে কেন্দ্র।

সরকার দাবি করেছে, নতুন ওয়াকফ আইনটি যৌথ সংসদীয়

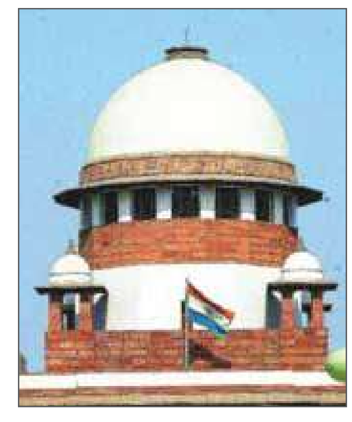

কমিটির সুপারিশ মেনে তৈরি হয়েছে। সংসদের উভয়কক্ষেই আইনটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্র মনে করিয়ে দিয়েছে, আইনের সাংবিধানিকতা যাচাই করার এক্তিয়ার সন্দেহাতীতভাবে সুপ্রিম কোর্টের হাতে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু আইন কার্যকর হওয়ার আগেই যদি তার কোনও অংশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয় তাহলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে ক্ষমতার ভারসাম্য রয়েছে, তা বিঘ্নিত হবে। নতুন ওয়াকফ আইন নিয়ে একগুচ্ছ মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলে অমুসলিমদের রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল সর্বোচ্চ আদালত।

> নতুন ওয়াকফ আইনটি পুরোপুরি বৈধ। আইন প্রণয়নের যে ক্ষমতা তাদের হাতে রয়েছে সেটা মেনেই ওই আইনটি তৈরি করা হয়েছে। ওয়াকফের ভেক ধরে কীভাবে সরকারি ও বেসরকারি জমি হাতানো হয়েছে তার একাধিক নজির কেন্দ্রের বক্তব্যে এদিন উঠে এসেছে।

শুক্রবার কেন্দ্র তার জবাবে বলেছে, ওয়াকফ সম্পত্তির ম্যানেজমেন্ট ধর্মনিরপেক্ষভাবে কাজ করে। মুসলিমদের ধর্মীয় আচার, আচরণেও কখনও হস্তক্ষেপ করা হয় না। কেন্দ্রের বক্তব্য, ওয়াকফ আইন কোনও ওয়াকফ সম্পত্তির ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা বা আধ্যাত্মিক চরিত্রে বদল ঘটায় না। হলফনামায় কেন্দ্র বলেছে, ওয়াকফ সম্পত্তি যেমনই হোক তার রেকর্ড রাখা জরুরি।

গ্রেপ্তারের পর মুক্তি মেধা পাটকরের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : ২০০০ সালের একটি মানহানির মামলায় দিল্লি পুলিশ শুক্রবার গ্রেপ্তার করল সমাজকর্মী মেধা পাটেকরকে। ওই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত মেধা গতবছর জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রবেশন বন্ড জমা না দেওয়ার জন্য বুধবার আদালত তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা (এনবিডব্লিউ) জারি করেছিল। তারই জেরে শুক্রবার দিল্লি পুলিশের এই পদক্ষেপ।

তবে তাঁকে গ্রেপ্তারের কিছু সময়ের মধ্যে মুক্তির নির্দেশও দিয়েছে দিল্লি আদালত। এদিন আদালত প্রোবেশন বন্ড প্রদান এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার শর্তে মুক্তি দেয় তাঁকে। গুজরাটে

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের অন্যতম মুখ মেধার বিরুদ্ধে ওই মানহানির মামলাটি করেছিলেন দিল্লির বর্তমান লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনয়কুমার সাক্সেনা। মেধার মিথ্যা দাবির জন্য সাক্সেনার সামাজিক সম্মানহানি হয়েছে বলে গতবছরের জুলাই মাসে রায় দিয়েছিল আদালত। সেই কারণে তাঁর পাঁচ মাসের জেল এবং ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের সাজা হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁর জামিনও মঞ্জুর হয়েছিল।

কিন্তু অভিযোগ, মেধা জামিনের শর্ত মানেননি। গত বুধবার সাকেত আদালতের অতিরিক্ত দায়রা জজ বিশাল সিং মেধার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে জানিয়েছিলেন, পরবর্তী শুনানির দিনের মধ্যে আদালতের নির্দেশে উল্লেখিত শর্তাবলি পালন করা না হলে অবিলম্বে সাজা কার্যকর করা হবে।

আড়াই দশক আগে সাক্সেনা 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সিভিল লিবার্টিজ়' নামে একটি সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। এই সংগঠনটি মেধাদের নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের বিরোধী ছিল।

বন্দি জওয়ানকে ঘিরে উৎকণ্ঠা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : পাকিস্তান রেঞ্জার্সের হাতে বন্দি হওয়ার পর থেকে কেটে গিয়েছে ২৪ ঘণ্টা। এখনও বন্দি রয়েছেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বিএসএফের ডাকা ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া দেয়নি পাকিস্তান রেঞ্জার্স। এই পরিস্থিতিতে জটিলতা বাড়ছে এবং সময় যতই যাচ্ছে, উদ্বেগ ততই তীব্র হচ্ছে। সূত্রের খবর, বিএসএফের ডিজি ওই আটক জওয়ানের বিষয়ে ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রসচিবকে অবহিত করেছেন। ফলে সময় যত গড়াচ্ছে ততই ওই বিএসএফ জওয়ানকে ঘিরে উৎকণ্ঠার পারদ চড়ছে। বন্দি বিএসএফ জওয়ানের স্ত্রী রজনী সাউ সরকারের কাছে আবেদন করেছেন তাঁর স্বামীর দ্রুত মুক্তির জন্য । তিনি বলেন, 'আমার স্বামীকে কর্তব্যরত অবস্থায় পাকিস্তান অপহরণ করেছে। ওঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেখানে। গত মঙ্গলবার শেষবার ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। আমি চাই উনি যেন দ্রুত মুক্তি পান।' ওই বিএসএফ জওয়ানের ভাই রাজেশ্বর পান্ডে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার ওঁকে ফেরানোর সব রকমের চেষ্টা করছে। উনি নিরাপদে ফিরবেন বলে আশাবাদী।'

বুধবার পাঞ্জাবের জালোক বর্ডার আউটপোস্টের অধীনে ফিরোজপুরে ডিউটি পালন করছিলেন হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা বিএসএফ কনস্টেবল পূর্ণমকুমার সাউ। রুটিন পেট্রলিংয়ের সময় তিনি অসাবধানে আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে পাকিস্তানি ভূখণ্ডে চলে যান এবং সেখানেই পাকিস্তান রেঞ্জার্স তাঁকে আটক করে। প্রথমবারের বৈঠকে সাড়া না পেয়ে বিএসএফ ইতিমধ্যেই পাকিস্তান রেঞ্জার্সের সঙ্গে দ্বিতীয়বার ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের আবেদন জানিয়েছে। পূর্ণমকুমার তাঁর সার্ভিস রাইফেল নিয়ে একটি কৃষকের সঙ্গে ছিলেন। বিশ্রামের জন্য ছায়ায় বসতে এগিয়ে গেলে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে আটক করে। যদিও সীমান্ত অতিক্রমের এই ধরনের ঘটনা মাঝেমাঝে ঘটে। সাধারণত এসব বিষয় সামরিক প্রোটোকলের মাধ্যমে সমাধান করা হয়। আটক ব্যক্তিকে পরবর্তীতে দুই দেশের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত পাঠানো হয়।

তবে এই ঘটনার মধ্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে কাশ্মীরের পহলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলা, যা ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ককে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও সাধারণ সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি জটিলতার সৃষ্টি করেছে পূর্ণমের ঘটনাটি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া উত্তেজনার কারণে এবার বিএসএফ জওয়ানের আটক হওয়ার ঘটনা শুধু একটি সীমান্ত বিরোধের বিষয় নয়, বরং এটি একটি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিণত হয়েছে।

চালকলে আগুন, মৃত ৫

বাহরাইচ, ২৫ এপ্রিল : ভয়াবহ দুর্ঘটনা উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচের একটি চালকলে। শুক্রবার সকালে কারখানার ড্রায়ার মেশিনের একটি অংশ ছিটকে ধানের গোলার ওপর পড়ে। মুহূর্তে আগুন ধরে ঘর ধোঁয়ায় ভরে যায়। শ্বাসকষ্টজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন শ্রমিকরা। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ৫ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁদের কয়েকজন পরিযায়ী। মৃতরা হলেন, কনৌজের গফফর আলি (৪০), বাবলু (২৮), রাজনেশ কুমার (৩৫), সিরসিয়ার জাহুর (৫০) এবং বিহারের শ্রাবস্তি ও বিট্টু শাহ (৩০)। চিকিৎসাধীন ৩ জন।

পাকিস্তানকে এক ফোঁটা জল নয়

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬০-এ স্বাক্ষরিত সিন্ধু জল চুক্তি বর্তমানে প্রবল উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর ভারত এই চুক্তিকে 'স্থগিত' রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পাকিস্তানে এক ফোঁটা জলও না পাঠানোর পরিকল্পনা করছে।

এই সিদ্ধান্তের পর পাকিস্তানকে একবিন্দু জলও না দেওয়ার জন্য তিন দফা পরিকল্পনা তৈরি করেছে ভারত- স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি।

জলশক্তি মন্ত্রী সিআর পাটিল জানিয়েছেন, এই তিনটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বাসভবনে সিন্ধু জল চুক্তি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি (সিসিএস) পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কী থাকছে? সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় রয়েছে— ড্যামে জমে থাকা পলি সরানো (ডি-সিলটিং), নদীর গতিপথ

কড়া পদক্ষেপ ভারতের

পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং নতুন ড্যাম নির্মাণ। এছাড়া পাকিস্তানের আপত্তি থাকায় যে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি আটকে ছিল, সেগুলি দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার কথাও ভাবছে ভারত।

আর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে? মন্ত্রী জানিয়েছেন, পাকিস্তানকে আর বন্যা ও খরার তথ্য (হাইড্রোলজিকাল ডেটা) না দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। অবশ্য এই কারণে ভারতীয় নাগরিকদের কোনও সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে না বলে দাবি করা হয়েছে।

অন্যদিকে ভারতের সিদ্ধান্তের জবাবে পাকিস্তান বলেছে, সিন্ধু জল চুক্তি একতরফাভাবে স্থগিত রাখা যায় না। ইসলামাবাদ নয়াদিল্লির পদক্ষেপকে 'যুদ্ধ ঘোষণার সমান' বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি জানিয়েছে, ভারতের জল আটকানোর চেষ্টা হলে তারা 'জাতীয় শক্তির সবদিক থেকে' জবাব দেবে।

১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তান সিন্ধু জল চুক্তি করেছিল। এই চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করেছিল বিশ্বব্যাংক। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল সিন্ধু নদ ও তার উপনদীগুলির জল দু'দেশের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে ভাগ করে দেওয়া। চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব দিকের তিনটি নদী—বিপাশা, রবি ও শতদ্রু-র জল ব্যবহার করবে ভারত। অন্যদিকে পশ্চিম দিকের তিনটি নদী—চন্দ্রভাগা, সিন্ধু ও ঝিলম-এর জল ব্যবহার করার অধিকার পেয়েছিল পাকিস্তান।

নদীগুলির উৎস ভারতের ভিতরে হলেও চুক্তি অনুযায়ী জল ব্যবহারের অধিকারে বিভাজন করা হয়। জল চুক্তি নিয়ে ভারত এবার বেঁকে বসায় বেকায়দায় পড়ে গেল পাকিস্তান।

পহলগাম হামলার পেছনে চর্চায় হামাসের ছক

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষে কার্যত দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে প্যালেস্তাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসের। এই অবস্থায় পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এবং তাদের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কাশ্মীরে হামলার ছক তৈরি করছে হামাস। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, পহলগামে যে হামলা হয়েছে তার নেপথ্যে হামাসেরই নীল নকশা রয়েছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জৈশ ও লস্করের শিবিরে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করেছে হামাস। তাতে পূর্ণ মদত রয়েছে আইএসআইয়ের।

জানা গিয়েছে, যে চার জঙ্গি পহলগামের বৈসরণে হামলা চালিয়েছিল, তাদের ওই শিবিরগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ইজরায়েল যে হামাস নেতাদের মুক্তি দিয়েছিল তারা ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানে যায়। সেখান থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গিয়ে লস্কর ও জৈশ অপারেটিভদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারা।

রাওয়ালকোটে রীতিমতো সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাদের। 'কাশ্মীর সলিডারিটি অ্যান্ড হামাস অপারেশন আল আকসা ফ্লাড' ব্যানারে একটি সমাবেশে হামাস ও অন্য জঙ্গি নেতারা সাফ জানিয়ে দেয়, কাশ্মীর ও প্যালেস্তাইন প্যান-ইসলামিক জিহাদের অংশ। তাতে ভারত ও ইজরায়েলকে আগ্রাসী বলেও দাবি করা হয়।

যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে হামাসের তরফে ছিল খালেদ আল-কোয়াদুমি, নাজি জাহির, মুফতি আজম এবং বিলাল আলসালাত। সেখানে ছিল জৈশ প্রধান মাসুদ আজহারের ভাই তালহা সইফ, আসগার খান কাশ্মীরি এবং মাসুদ ইলিয়াস। কাশ্মীর এবং প্যালেস্তাইন যে একধরনের ইসলামিক জিহাদের অঙ্গ সেই কথা ওই সংবর্ধনা মঞ্চ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়।

কাশ্মীরে হামাসের তৎপরতা যেভাবে বাড়ছে তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতে নিযুক্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত রুভেন আজার। পহলগামের ঘটনার সঙ্গে দু-বছর আগে ইজরায়েলে হামাসের একটি হামলার সাদৃশ্য রয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। আজার বলেন, সন্ত্রাসবাদীরা সর্বস্তরে জোট বাঁধছে। পরস্পরকে নকল করছে। আমি নিশ্চিত, গোয়েন্দা সংস্থাগুলি তাদের পরাস্ত করতে একযোগে কাজ করবে। তবে ভারতীয় গোয়েন্দাদের চিন্তায় ফেলেছে হামাসের জাল বিস্তারের ছক দেখে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের পাশাপাশি তারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে কট্টরপন্থীদের সঙ্গেও গাঁটছড়া বাঁধার চেষ্টা করছে।

গতবছর অক্টোবরে আইএসআই হামাস নেতাদের ঢাকা নিয়ে গিয়েছিল। ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে উস্কানি দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছিল সেখানে।

এপ্রিল মাসের বিষয় : অকপট মুহূর্ত (স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি)

সমাপতন (শিববাড়ি, গঙ্গারামপুর)

প্রথম : নীহাররঞ্জন ঘোষ
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস আর৬

বৈপরীত্য (ঝালদা, পুরুলিয়া)

দ্বিতীয় : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫ডি মার্ক ৪

সঙ্গী (বালুরঘাট)

তৃতীয় : সৌগত মহন্ত
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস আরপি

চড়কমেলায় (গঙ্গারামপুর)

চতুর্থ : সৌগত ঘোষ
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) সোনি এ৬০০০

প্রার্থনা (হাপা-নাহারলাগুন স্পেশাল)

পঞ্চম : অনুপম চৌধুরী
(ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার) ভিভো ভি২০

জীবন-যাত্রা (উত্তর কলকাতা)

ষষ্ঠ : জয়াশিস বণিক
(নাকতলা, কলকাতা-৪৭) নিকন ডি৭২০০

বিকটকালীর পুজোয় (ত্রিমোহিনী)

সপ্তম : ঋত্বিক সাহা
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) সোনি এ৬৪০০

জীবন যেমন (ফ্লোরেন্স, ইতালি)

অষ্টম : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭০০০

ফ্রেমে কৃষ্ণ (কোচবিহার রাসমেলা)

নবম : সুমন চক্রবর্তী
(আনন্দপাড়া, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫৫০ডি

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

দীপাঞ্জয় ঘোষ, বিভূতিভূষণ নন্দী, সর্বজিৎ সেন, অভিরূপ ভট্টাচার্য, অঙ্কুশ মজুমদার, অনীক সান্যাল, সুশোভন সাহা, শ্রীজিৎ দাস, রিপন সাহা, নির্মলচন্দ্র বর্মন, রাজদীপ সাহা, কৌশিক মালাকার, সহিষ্ণু সাহা, পিয়ালি দাস, রাই ঘোষ, অঙ্কুর রায়, অমিতাভ সাহা, শুভ্রশংকর নাগ, প্রতীক গড়াই, শ্যামল চাকি, কুন্দন হেলা, উদিতা কার্জি, সাগ্নিক সূত্রধর, শৌভিক রায়, শান্তনু দেব, জয় মণ্ডল, কুন্দশুভ্র চক্রবর্তী, কিংশুক বণিক, সুমন চক্রবর্তী, পঙ্কজ মাহাতো, অভিজিৎ দাস, অর্ঘদীপ চক্রবর্তী, মানপ বর্মন, দেবাদৃত বোস, সাত্যকি চক্রবর্তী, অগ্নিভপ্রতিম বড়ুয়া, দীপক অধিকারী, মনীষা দাস, রৌনক শূর রায়, গৌরব বিশ্বাস, ইন্দ্রজিৎ সরকার, কৌশিক দাম ও অয়ন সাহা।

দুরন্ত (বালুরঘাট)

দশম : শোভন রায়
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) নিকন জেড৬

অবরুদ্ধ লাচেন, লাচুং

পর্যটক উদ্ধারে চরম সমস্যা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : সকালের রোদে যে আশার আলো দেখা গিয়েছিল, সন্ধে হওয়ার আগেই তা আঁধারে পরিণত। নতুন দফার বৃষ্টি জল ঢালল প্রশাসনিক তৎপরতায়। ফলে লাচেন ও লাচুংয়ে আটকে পড়া পর্যটকরা কবে গ্যাংটকে ফিরতে পারবেন, সেই নিশ্চয়তা কিছুতেই মিলছে না। বরং নতুন বিপদ ডেকে এনেছে বৃষ্টি এবং কাদা ধস। আটকে পড়া প্রায় দেড় হাজার পর্যটকের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর রেখে মংগন জেলা প্রশাসনের তরফে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। নানাভাবে সাহায্য করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। অন্যদিকে, চুংথাংয়ে আটকে পড়া পর্যটকদের শুক্রবার সাংকালান দিয়ে মংগনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের গ্যাংটকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। উত্তর সিকিমে পর্যটক প্রবেশে অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, বৃহস্পতিবার প্রবল বর্ষণ এবং ধসে রাস্তা বন্ধের জেরে যাঁরা মাঝপথে আটকে পড়েছিলেন, তাঁরা স্থানীয়দের বাড়িতে কোনওরকমে রাত কাটিয়ে শুক্রবার হেঁটে লাচুং থেকে চুংথাংয়ের উদ্দেশে রওনা দেন। তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন পুলিশকর্মী ও ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সিকিমের সদস্যরা। এমন ৫৭ জন পর্যটক লাচুং থেকে চুংথাংয়ে ফিরতে পেরেছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

মংগনের জেলা শাসক অনন্ত জৈন বলেন, 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বেশ কয়েকটি রাস্তায় ধস নেমেছে। কিছু জায়গায় কাদা ধসে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়েও পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে জন্য লাচেন ও লাচুংয়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের এখনই উদ্ধার সম্ভব হচ্ছে না। তাঁদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর রাখা হয়েছে।' বৃষ্টি কমলে ধসের মাটি সরানো এবং রাস্তা মেরামতির কাজে হাত দেওয়া হবে বলে জানান মংগনের পুলিশ সুপার সোনম দেতচু ভুটিয়া। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পারমিট ইস্যু করা হবে না বলেও তিনি স্পষ্ট করে দেন।

দুর্গম পথ পেরিয়ে লাচুং থেকে চুংথামের দিকে পর্যটকরা।

বৃষ্টিতে দুর্যোগ

- ডিএম, এসপি'র উপস্থিতিতে চুংথাং থেকে প্রায় সাড়ে সাতশো পর্যটক উদ্ধার
- ধসের পর কাদা ধসে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত লাচেন ও লাচুংয়ে আটকে পর্যটকরা
- দুর্যোগের মেঘ না কাটলে রাস্তা মেরামতি, আটকে থাকা পর্যটক উদ্ধার অসম্ভব
- উত্তর সিকিমে শনিবার থেকে টানা দু'দিন প্রবল বর্ষণের সতর্কতা আবহাওয়া দপ্তরের

চুংথাংয়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের ভাগ্য কিছুটা ফিরলেও, লাচেন এবং লাচুংয়ে হোটেলে আটকে থাকা পর্যটকরা সেই অন্ধকারেই। কবে ফিরতে পারবেন গ্যাংটকে, শুক্রবারও স্পষ্ট হয়নি। বৃহস্পতিবার প্রবল বর্ষণের জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে উত্তর সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকা। লাচেন-চুংথাং সড়কের মুন্সি থাংয়ে বড় ধরনের ধস পড়ার পাশাপাশি রাস্তা ধসে যাওয়ায় মংগনের সঙ্গে লাচেনের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। লাচুং-চুংথাংয়ের লামাতে ধস পড়ে একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় লাচেনে আটকে পড়ে প্রায় ৬০০ পর্যটক এবং একশো গাড়ি। লাচুংয়ে আটকে রয়েছে প্রায় ৮০০ পর্যটকের পাশাপাশি দেড়শো গাড়ি। এদিকে, চুংথাংয়ে আটকে থাকা পর্যটকদের এদিন সকালে বৃহস্পতিবার উদ্বোধন হওয়া সাংকালানের বেইলি ব্রিজ দিয়ে মংগনে পৌঁছে দেওয়া হয়। পর্যটকদের উদ্ধার প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য সাংকালানে উপস্থিত ছিলেন খোদ মংগনের জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার। তাঁরা এদিন ধসে বিধ্বস্ত বেশ কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করেন।

শুধু লাচেন এবং লাচুং নয়, উত্তর সিকিমের একাধিক পর্যটনক্ষেত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হওয়ায়, নতুন করে যেমন কয়েকটি জায়গায় ধস নেমেছে, তেমনই কাদা ধস পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে একাধিক রাস্তা। শুক্রবার প্রবল বর্ষণ না হলেও, পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় প্রশাসন রাস্তা মেরামতি এবং লাচেন ও লাচুং থেকে পর্যটকদের উদ্ধার করতে পারেনি। এরই মধ্যে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে উত্তর সিকিমে শনিবার থেকে টানা দু'দিন ভারী বর্ষণের কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ফলে পর্যটক উদ্ধার সিকিম প্রশাসনের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুলাল খুনে কাটিহার থেকে ধৃত রোহন

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৫ এপ্রিল : অবশেষে গ্রেপ্তার দুলাল সরকার খুনের ঘটনায় অন্যতম মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণ রজক ওরফে রোহন। বৃহস্পতিবার কাটিহারের আজমগড় থানা এলাকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে রোহনকে। আর ওই গ্রেপ্তারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই ফের শহরজুড়ে ফিশফাশ শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, নৃশংস ওই ঘটনায় আরও কোনও বড় নাম উঠে আসবে কিনা।

চলতি বছরের ২ জানুয়ারি জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি দুলাল সরকার ওরফে বাবলাকে নৃশংসভাবে খুন করে দুষ্কৃতীরা। ওই ঘটনায় মূলচক্রী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয় ইংরেজবাজার টাউন তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মাকে। নৃশংস এই খুন কাণ্ডে মোট ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও ফেরার ছিল অন্যতম দুই অভিযুক্ত কৃষ্ণ রজক ওরফে রোহন আর বাবলু যাদব। অবশেষে গতকাল কাটিহারের আজমগড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় রোহনকে। এখন বাবলু যাদবের খোঁজেও পুলিশি তল্লাশি জারি রয়েছে।

এদিকে ঘটনার পর থেকে তদন্তে বারবার নাম উঠে আসছিল রোহনের। ওই ঘটনায় ধৃতরা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছিল, কে দুলাল সরকারকে খুনের সুপারি দিয়েছে, কত টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছে, তা একমাত্র রোহনই বলতে পারে। আদালতে যাওয়ার পথে মূলচক্রী হিসেবে ধৃত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিও জানিয়েছিলেন, তিনি বড় মাথার শিকার। এই ঘটনার পেছনে আরও বড় মাথা রয়েছে। স্বভাবতই রোহনের খোঁজ পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল পুলিশ। রোহনের পাশাপাশি বাবলু যাদবের খোঁজ দিতে পারলে ২ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয় জেলা পুলিশের তরফে। নিহতের স্ত্রী চৈতালি সরকারের বক্তব্য, 'এই রোহনই মূল শুটার ছিল বলেই আমরা জানতে পেরেছি। রোহনের থেকে আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে। কারা এখনও অন্তরালে রয়েছে, সেগুলোও জানা যাবে।'

ধৃতকে শুক্রবার পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। সাতদিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেছে আদালত।

নাম শুনেই পিটুনি

আক্রান্ত দুই কিশোর ও ফেরিওয়ালা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুটি আলাদা ঘটনায় গণপিটুনির শিকার দুই কিশোর সহ ভিনজেলার তিন বাসিন্দা। ধূপগুড়ি থানা এলাকার দুটি ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে পুলিশকর্মীদের কপালে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতাগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ডাউকিমারি এলাকায়। ঘটনায় জখম হন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার বাসিন্দা পেশায় ফেরিওয়ালা সুরত আলি। ধূপগুড়ি শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিপাড়া এলাকায় বাড়িভাড়া করে সঙ্গীদের সঙ্গেই থাকেন সুরত। দীর্ঘদিন থেকেই তিনি সাইকেলে করে পোশাক ফেরি করেন গ্রামগঞ্জে। বৃহস্পতিবার ডাউকিমারি বাজার পেরিয়ে সাইকেল নিয়ে গ্রামের পথে ফেরি করার সময় তাঁর পথ আটকে নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে একদল লোক। ভিনজেলার বাসিন্দা বলে জানাতেই প্রথমে গালাগাল তারপর বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে। তাঁর পকেটে রাখা টাকা এবং ফেরি করার সামগ্রী দুষ্কৃতীরা ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। কোনওমতে পালিয়ে ধূপগুড়ি পৌঁছে বৃহস্পতিবার রাতে ডাউকিমারি ফাঁড়িতে অভিযোগ জানান তিনি। সুরতের বক্তব্য, এমন নয় যে এই এলাকায় আমি আগে যাইনি। ধূপগুড়ি সহ আশপাশের সব এলাকাতেই আমরা ফেরি করে বেড়াই। এইভাবে নাম-ঠিকানা জেনে সবাই মিলে মারধর করবে তা ভাবিনি। এরপর কোথাও ফেরি করতে যাওয়ার সাহসই পাচ্ছি না।'

সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবার দুপুরে মাগুরমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীরহাট এলাকায় মাস্ক পরা কয়েকজন তরুণের হাতে নিগৃহীত হয় বছর ১২-১৩ বয়সি দুই কিশোর। মালদা জেলার কালিয়াচক থানা এলাকার বাসিন্দা দুই কিশোর ধূপগুড়ি স্টেশন মোড় এলাকায় আত্মীয়ের বাড়িতে থাকে। সঙ্গীদের সঙ্গে বিভিন্ন বাজার এলাকায় ঘুরে ফেলে দেওয়া বোতল সংগ্রহ করে তারা। আক্রান্ত দুই কিশোরের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, চার-পাঁচজন মিলে তারা কালীরহাট এলাকায় বোতল ও প্লাস্টিক কুড়ানোর সময় কয়েকজন তরুণ তাদের ঘিরে ধরে। আগের দিনের মতো একই কায়দায় নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করেই বেল্ট খুলে মারতে শুরু করে তাদের। বয়সে কিছুটা বড় দুজন পালাতে পারলেও তরুণদের হাতে বেধড়ক মার খায় দুই কিশোর। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় কয়েকজনের কথায় তাদের ছেড়ে দিলে কোনওক্রমে বাড়ি ফেরে তারা।

ধূপগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা দুই কিশোরের একজন বলে, 'আমরা কারও বাড়ি বা দোকানে ঢুকি না। বাজারে বা রাস্তার পাশে যেসব কাচ বা প্লাস্টিকের বোতল পড়ে থাকে সেসবই তুলে আনি। ওদের ডাক শুনে কাছে যেতেই আমাদের ঘিরে ফেলে। নাম আর ঠিকানা বলতেই গালাগাল আর মারধর শুরু করে দেয়। কয়েকজন লোক না বাঁচালে মুখে মাস্ক পরা লোকগুলো বেল্ট দিয়ে হয়তো মেরেই ফেলত আমাদের।' ধূপগুড়ির এসডিপিও গেইলসন লেপচা বলেন, 'ফেরিওয়ালার অভিযোগের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। শুক্রবারের ঘটনা নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ এবং খোঁজ চলছে।'

শুক্রবারের ঘটনায় আক্রান্ত কিশোর।

রাষ্ট্র চাইলে বন্দুক নিয়ে

প্রথম পাতার পর

ফের বেকারত্ব বাড়লে তরুণ প্রজন্ম ভুল পথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কী থেকে কী হয়ে গেল, এখনও বুঝে উঠতে পারছি না! আবার আমরা পেছনের দিকে চলে গেলাম।

আর এসবের মধ্যে গোটা দেশবাসীর কাছে আমরাই খারাপ হচ্ছি। আমরা সব দিক দিয়েই যেন খারাপ। কাশ্মীর যেন এখন গোটা দেশের কাছে কলঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পহলগামকে আমরা 'মিনি সুইৎজারল্যান্ড' বলে থাকি। ওই জঙ্গিরা তো সীমান্ত পেরিয়েই এসেছে। সীমান্তরক্ষীদের আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল। যে জায়গায় ওই আক্রমণ হয়েছে, সেটা অনেকটাই উঁচু জায়গা। সেখানকার চেক পয়েন্ট অনেকটা দূরে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, শিলিগুড়ি জঙ্গি আক্রমণের ওই জায়গা হলে, দুধিয়া হল চেক পয়েন্ট। জঙ্গিরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে হামলা করেছে।

ঘটনার পর থেকে হিন্দু-মুসলিম নিয়ে যে তর্জা শুরু হয়েছে, সেটা আরও বেদনাদায়ক। একটা বিষয় সকলের বোঝা উচিত, এই হামলা হিন্দুর ওপর নয়, এই হামলা মনুষ্যত্বের ওপর। আমরা কাশ্মীরিরা হিন্দু-মুসলিম বুঝি না। আমরা ওখানে একই থালায় খাবার খাই। অনেকে বলেন, আমাদের ওখান থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তাড়ানো হয়েছে। এটাও জঙ্গিরাই করেছিল। আমরা কাশ্মীরিরা তখনও কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে, জঙ্গি হামলার কথা ভাবতেই চোখে জল আসছে। এখন সবকিছুই সরকারের হাতে। কাশ্মীরের সবাই আমরা রাস্তায় রয়েছি। আমাদের সবার মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। সরকার ওই জঙ্গিদের বিনাশ করুক। ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হোক।

অনুলিখন : শমিদীপ দত্ত

ছিটকে জঙ্গলে টয়ট্রেনের ইঞ্জিন। শুক্রবার সুকনার কাছে মহানন্দার জঙ্গলে।

বিচার ব্যবস্থা অচল

প্রথম পাতার পর

তাঁদের পারিশ্রমিক সরকারি তরফেই মেটানো হয়। নিয়ম অনুযায়ী সরকারি আইনজীবীরা ব্যক্তিগতভাবে কোনও মামলায় লড়তে পারেন না। অর্থাৎ সরকারি বিলই তাঁদের রোজগারের একমাত্র উৎস। অভিযোগ, প্রায় ছয় মাস ধরে বিল মেটানো হচ্ছে না।

এর আগে এদিন সকাল থেকেই কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়। আদালত খোলা থাকলেও সেখানে আইনজীবীদের কাউকেই কাজ করতে দেখা যায়নি। বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, 'জেলা শাসককে আমি নিজে কয়েকবার বিষয়টির কথা জানিয়েছি। তিনি কোনও উত্তর দেননি। আমরা জেলা শাসকের বিরুদ্ধে এবিষয়ে রাজ্যে অভিযোগ জানাব। আইনমন্ত্রীরও নজরে আনা হবে।'

আইনজীবীদের কাজকর্ম বন্ধ থাকায় এদিন দূরদূরান্ত থেকে আদালতে আসা বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি বাড়তেই থাকে। কোচবিহার-২ ব্লকের মরিচবাড়ি থেকে এদিন আদালতে এসেছিলেন অভিজিৎ সরকার। তিনি বলেন, 'আগে থেকে কিছুই জানতাম না। এখানে এসে দেখি কর্মবিরতি চলছে। কোনও কাজ হল না, ঘুরে যেতে হচ্ছে।' আইনজীবী শিবেন রায়ের কথায়, 'সরকারি আইনজীবীরা তাঁদের বিল পাচ্ছেন না। তাঁদের পাশে থাকতে আমরা প্রত্যেক আইনজীবীই কর্মবিরতি করছি।' একই কথা জানিয়েছেন প্রবীণ আইনজীবী পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত, রঞ্জিত ভট্টাচার্যরাও।

হত লস্কর কমান্ডার

প্রথম পাতার পর

প্রধান হাফিজ সইদের হাত রয়েছে। হামলার ঘটনায় লস্করের ভূমিকা স্পষ্ট হতেই যৌথ বাহিনী উপত্যকাজুড়ে অভিযানে গতি এনেছে। উত্তর ও দক্ষিণ কাশ্মীরের সব জেলায় চিরুনি তল্লাশি চলছে। একইসঙ্গে প্রশাসন হামলায় যুক্ত স্থানীয় জঙ্গিদের 'জবাব' দেওয়াও শুরু করেছে। শুক্রবার গভীর রাতে অনন্তনাগে দুই লস্কর সদস্যের বসতভিটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের একজনের নাম আসিফ শেখ, অন্যজন আদিল হুসেন ঠোকার। নিরাপত্তাবাহিনী আদিলের বাড়িটি আইইডি দিয়ে উড়িয়ে দেয়। অপর জঙ্গি আসিফের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

যোগ্য তকমায় শুধু অসম্মান

প্রথম পাতার পর

শিক্ষকরা ক্রুদ্ধ। কিন্তু অসহায়। যোগ্যদের যে তালিকা এখন জেলা স্কুল পরিদর্শকদের পাঠানো হয়েছে, তা আদালতে দেওয়া গেল না কেন? দেওয়া গেলে তো ৩১ ডিসেম্বর চাকরিটা কেড়ে নেওয়ার অপমান বুকে নিয়ে ছাত্রদের সামনে দাঁড়াতে হত না। এখন কোন নৈতিকতার পাঠ দেবেন এই শিক্ষকরা? যাঁদের নৈতিকতা, মেধাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে শিক্ষা দপ্তর, স্কুল সার্ভিস কমিশন।

যাঁদের নিত্য রাস্তায়, দোকানে, পাড়ায় শুনতে হচ্ছে, মাস্টারমশাই, আপনার চাকরিটা আছে তো! একজন শিক্ষকের, তাঁর যোগ্যতার, তাঁর মেধার প্রতি এর চেয়ে বড় অবিচার আর কী হতে পারে! শিক্ষা দপ্তর শেষপর্যন্ত মুখ বাঁচাতে ভুলে ভরা তালিকা জেলা পরিদর্শকদের পাঠিয়েছে। যেমন কোচবিহার জেলায় মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলের যোগ্য শিক্ষকের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে যে ববিতা সরকারের নাম, আদালতের নির্দেশে বছর দুয়েক আগে তাঁর চাকরি গিয়েছিল।

শিক্ষা দপ্তরের অক্ষমতার, অপদার্থতার নজিরের শেষ নেই। যেমন, মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলের যোগ্য শিক্ষক তালিকায় এমন দুজনের নাম এসেছে, যাঁরা কোনওদিন ওই স্কুলে শিক্ষকতা করেননি। তাঁদের নাম, পরিচয় স্কুল কর্তৃপক্ষ জানেই না। উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর এরকম উদাহরণ অনেক। ধরে নিতে হবে, এত সব অসংগতি আছে বলেই শিক্ষা দপ্তর যোগ্যদের তালিকা নিজেদের ওয়েবসাইটে দেয়নি। তালিকা প্রকাশ করা যাবে না বলা হয়েছিল সম্ভবত এই কারণে।

ভুল, অসংগতিতে ভর্তি তালিকা প্রকাশ কি কোনও ষড়যন্ত্রের অংশ? এমন অভিযোগ উঠলে অবাক হওয়ার কারণ নেই। কেন? কয়েকটি ঘটনা খেয়াল করুন। যোগ্যদের তালিকা জেলা পরিদর্শকদের কাছে পাঠানো হলেও অযোগ্যদের তালিকা তৈরি হয়নি। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে চলতি মাস থেকে শুধু যোগ্য শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হবে। কিন্তু অযোগ্য বিবেচিতদের চাকরি আদালত বাতিল করলেও শিক্ষা দপ্তর এখনও তাঁদের বরখাস্ত করেনি।

বরখাস্ত করা না হলে কোন আইনে তাঁদের বেতন বন্ধ করবে সরকার? স্পষ্ট নয় কিন্তু। এই অস্পষ্টতার বেড়াজালে কি কোনও উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে? প্রশ্নটা মনে ঘুরপাক খাওয়া অস্বাভাবিক কি? তাছাড়া বরখাস্ত না হওয়া সত্ত্বেও বেতন বন্ধ করার কারণে অযোগ্য বিবেচিতরা যদি আদালতে যান, তাহলে আবার সব ঘেঁটে ঘ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অযোগ্যতা কীসের ভিত্তিতে, তা নিয়েও ধন্দ তো কম নয়।

নিজেদের যোগ্য ধরে নিয়ে যাঁরা ক'দিন ধরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তরে ধর্না দিচ্ছিলেন, জেলা পরিদর্শকদের পাঠানো তালিকায় তাঁদের অনেকের নাম নেই। যেমন আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল। ফলে আন্দোলনে ভাঙন ধরেছে। ভিড় কমতে থাকায় শেষপর্যন্ত ধর্না তুলে নেওয়া হল। কেউ কেউ ইতিমধ্যে স্কুলে যোগ দিয়েছেন। কেউ কেউ দেবেন। ডিসেম্বরের পর চাকরি না থাকার শর্তেই কাজে যোগ দিচ্ছেন তাঁরা। জুনিয়ার ডাক্তারদের মতো শিক্ষকদের আন্দোলনও দিশাহীনতায় ভুগছে।

চাকরিতে যোগ না দিলে ১০ মাসের বেতনটুকুও মিলবে না যে। তখন আম যাবে, ছালাও যাবে। স্কুলে যোগ দিলে অবশ্য ১০ মাসের চাকরিটাই শুধু নিশ্চিত। তারপর সব অন্ধকার! তাহলে কোন পথে যাবেন শিক্ষকরা? যাঁদের আমরা সমাজের মেরুদণ্ড বলি, তাঁদের শিরদাঁড়া ঘোর অনিশ্চয়তায় ঝুঁকে যাচ্ছে। অথচ প্রচার করা হচ্ছে, আপাতত স্বস্তি। আরে, কোন স্বস্তি, কীসের স্বস্তি বলুন তো?

হতে পারে স্কুল কর্তৃপক্ষের স্বস্তি। শিক্ষক সংকট থেকে আপাতত রেহাই মিলবে। শিক্ষকের অভাবে অন্তত পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যাবে না। কিন্তু অনিশ্চয়তার দোলাচলে থাকা শিক্ষকদের তো স্বস্তি নেই। দু'দিন পর জীবিকা থাকবে না জেনে কেউ কি স্বস্তিতে থাকতে পারে! একবার নিযুক্ত হওয়ার পর যাঁদের আবার বলা হয়, পরীক্ষা দিয়ে আবার মেধার প্রমাণ দিতে হবে, তাঁদের আবার স্বস্তি কীসের! স্বস্তি হতে পারে শিক্ষা দপ্তরের, স্কুল সার্ভিস কমিশনের, সর্বোপরি সরকারের। যারা জেলা স্কুল পরিদর্শকদের কাছে তালিকা পাঠিয়ে দিয়ে আন্দোলনটা ঝিমিয়ে দিতে পারল। গণ অসন্তোষের গোড়ায় জল ঢেলে দিতে পারল। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তারাই শুধু স্বস্তির সওদা করার সুযোগ পেল!

ভাঙচুরে

প্রথম পাতার পর

'হঠাৎই কয়েকজন এসে প্রবেশপথে ধাক্কা দিতে থাকে। ভেতরে ঢুকে মারধর শুরু করে। খুবই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।'

ঘটনাস্থলে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশও পৌঁছায়। তারা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে। শুক্রবার দু'পক্ষই থানায় একে-অপরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছে। নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাজু বলেছেন, 'মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে মাঝেমধ্যেই নানা অভিযোগ আসে। কেউ মারা গেলেও ওঁরা দেহ আটকে রেখে বিল বাড়াতে থাকেন। রোগীদের নামে ওষুধ কেনা হলেও সেই ওষুধ ঘুরপথে আবার কাউন্টারে চলে যায়। আমাদের বিরুদ্ধে যা অভিযোগ তোলা হয়েছে তা ঠিক নয়।'সম্প্রতি কোচবিহারে বেশকিছু অসামাজিক কাজকর্মে তৃণমূলের নেতাদের নাম জড়িয়েছে। শীতলকুচিতে পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানার হদিস মিলেছে। কোচবিহারে ইয়াবা পাচার করতে গিয়ে তৃণমূলের অঞ্চল চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার হয়েছেন। দিনহাটায় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে গোটা জেলা তোলপাড় হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শাসকদলের আরেক জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে বেসরকারি হাসপাতালে ভাঙচুরের অভিযোগের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ববিতার নাম যোগ্য তালিকা থেকে বাদ

চিঠি এসএসসির

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : ববিতা সরকারের নাম যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা থেকে বাদ দিতে স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে যে তালিকা স্কুল শিক্ষা দপ্তরে গিয়েছে, তাতে যোগ্য হিসেবে ববিতা সরকারের নাম ছিল। কিন্তু বিষয়টি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের আধিকারিকরা। কারণ আদালতের রায়েই বছর দুয়েক আগে ববিতা সরকারকে অযোগ্য বলে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়েছিল।

তারপরে তাঁর নাম কী করে যোগ্য তালিকায় ঢুকল, তা নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের মধ্যে শোরগোল শুরু হয়। এরপর শুক্রবার বিকালেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে ববিতা সরকারের নাম যোগ্য তালিকায় গিয়েছে। এই নাম যোগ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। তবে শুধু ববিতা সরকার নন, আরও সাতজন অযোগ্য প্রার্থীর নামও প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে যোগ্য তালিকায় গিয়েছে।

স্কুল সার্ভিস কমিশনে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন ববিতা। হাইকোর্টের নির্দেশে অঙ্কিতা অধিকারীকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা নিযুক্ত হন ববিতা সরকার। কিন্তু চাকরি পাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে হাইকোর্টের নির্দেশেই ববিতা সরকারের চাকরিও যায়। তাঁকেও অযোগ্য বলে চিহ্নিত করে হাইকোর্ট।

এরপর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি যায়। স্কুল সার্ভিস কমিশন গত সপ্তাহেই যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর তালিকা পাঠায় শিক্ষা দপ্তরে। ওই তালিকায় ববিতা সরকারের নাম যোগ্য তালিকায় আসে। বিষয়টি জানাজানি হতেই তোলপাড় পড়ে যায় শিক্ষা দপ্তরে। এই নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ব্যাখ্যা তলব করে স্কুল শিক্ষা দপ্তর।

তারপরই স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে এদিন বিকালে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, ভুলবশত ববিতা সরকার ও আরও সাতজন অযোগ্য প্রার্থীর নাম যোগ্য তালিকায় গিয়েছে। শনিবারই স্কুল সার্ভিস কমিশন নতুন তালিকা স্কুল শিক্ষা দপ্তরে পাঠাবে।

শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে এই তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে কিছু প্রযুক্তিগত ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। শুক্রবার থেকেই স্বচ্ছ তালিকা তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে। যে আটজন প্রার্থীর ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে, তাও দ্রুত সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপ আদালতের নির্দেশ মেনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। শনিবার বিকালের মধ্যেই স্কুল শিক্ষা দপ্তর যোগ্য ও অযোগ্যের স্বচ্ছ তালিকা পেয়ে যাবে।'

লাইনচ্যুত টয়ট্রেন

শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কার্সিয়াং যাওয়ার পথে মাঝরাস্তায় উলটে গেল টয়ট্রেনের ইঞ্জিন। লাইনচ্যুত হয়ে পাশের জঙ্গলে গিয়ে পড়ে ইঞ্জিনটি। চালক এবং সহকারী চালক জখম হয়েছেন। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে সুকনা ও রটংটংয়ের কাছে মহানন্দার জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায়। দুর্ঘটনার জেরে এদিনের জন্য দার্জিলিং থেকে নিউ জলপাইগুড়িগামী (এনজেপি) ট্রেন চলাচল বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

খবর পেয়ে রেলের পদস্থ আধিকারিকরা সেখানে পৌঁছান। কার্সিয়াং থেকে ডিএইচআর (দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে)-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী চলে আসেন ঘটনাস্থলে।

দিনভর চেষ্টার পরও সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত পাঁচটি ক্রেনের সাহায্যে ইঞ্জিনটিকে ট্র্যাকে তোলা সম্ভব হয়নি। ট্র্যাকে তোলার পর মেরামতির জন্য সেটাকে শিলিগুড়ি জংশনে ডিজেল শেডে পাঠানো হবে বলে সূত্রের খবর। ডিএইচআর ডিরেক্টরের বক্তব্য, 'একটি ইঞ্জিন আমরা পাহাড়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ওই ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়ে রাস্তার ধারে জঙ্গলে পড়ে যায়। সঙ্গে একটিও কোচ ছিল না। তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

ভারতকে সাঁড়াশি চাপে ফেলতে চায় জঙ্গিরা

প্রথম পাতার পর

আল-কায়দা এবং হাকানি গ্রুপের সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা আশ্রয় নিতে পারে। তারপরই শুরু হয় অভিযান। গত ৪৮ ঘণ্টায় মায়ানমার সীমান্তে এক ডজনেরও বেশি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেনা ও মণিপুর পুলিশের যৌথ বাহিনী। ভেঙে দেওয়া হয়েছে বহু বাংকার।

আসাম রাইফেলসের এক আধিকারিকের কথায়, 'মায়ানমার সীমান্ত ও নিম্ন অসম নিয়েই চিন্তা বেশি। চিকেন নেকে সমস্যা তৈরি করতে বাংলাদেশ হয়ে নিম্ন অসম বা উত্তরবঙ্গে জঙ্গি প্রবেশের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। দিল্লি থেকে বিশেষ দলও নিম্ন অসমে পৌঁছে গিয়েছে।' সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারিতে গঠিত হয়েছে বিএসএফের বিশেষ দল। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং গৌহাটি ফ্রন্টিয়ারের গোয়েন্দাদের নিয়ে আলাদা দলও তৈরি হয়েছে। জঙ্গি অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে এমন এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যেই বাড়তি জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।

সেনা সূত্রের খবর, চিকেন নেকে অতিরিক্ত নজরদারি চালাতে ইতিমধ্যেই তাদের চারটি ড্রোন স্কোয়াড্রনকে সক্রিয় করা হয়েছে। পাহাড়ে যুদ্ধে সক্ষম সেনার বিশেষ দলের মহড়া শুরু হয়েছে সিকিমে। সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের ব্রহ্মাস্ত্র কর্পসের বাছাই করা আধিকারিকদের চিকেন নেকের নিরাপত্তায় কাজে লাগানোর পরিকল্পনাও হয়েছে। বিভিন্ন ছেনাছাউনিতে পাঠানো হয়েছে দুর্গম এলাকায় খুব ছোট লক্ষ্যে বিস্ফোরক নিয়ে হানা দিতে সক্ষম 'এফপিভি ড্রোন'।

যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৈরি রয়েছে বায়ুসেনাও। শুক্রবার শিলংয়ে বায়ুসেনার ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। কোনও নাশকতা হলে কীভাবে তা রোখা হবে তার পরিকল্পনাও তৈরি হয়েছে। হাসিমারা ও বাগডোগরা বিমানবন্দরেও বিশেষ বার্তা পাঠানো হয়েছে। বায়ুসেনা সূত্রের খবর, চিকেন নেকের নিরাপত্তায় শুক্রবার থেকেই আকাশপথে বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে বায়ুসেনা।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই সেবক-রংপো রেলপথের কাজে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নজরদারি বাড়ানো হয়েছে করোনেশন সেতু সহ তিস্তার ওপর থাকা একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে। নেপাল থেকে ভারতে ঢোকার এবং বের হওয়ার সন্দেহভাজন সবক'টি রুটে নজরদারি বাড়িয়েছে এসএসবি। বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাতায়াতকারী যাত্রীদের সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে শুরু করেছে গোয়েন্দাদের বিশেষ দল। হাসিমারা, সুকনা, ব্যাংডুবি সহ উত্তরবঙ্গের প্রতিটি সেনাছাউনিতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের বার্তা পাঠিয়েছে দিল্লি। বিএসএফের জি ব্রাঞ্চের (গোয়েন্দা বিভাগ) সবক'টি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারের আধিকারিকদের প্রতিদিন দিল্লিতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি ভিনরাজ্য থেকে ব্যবসার নামে ডুয়ার্স ও দার্জিলিং পাহাড়ে আসা বেশকিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তির ওপরও নজরদারি চালানো হচ্ছে।

গোয়েন্দাদের সন্দেহ, উত্তর-পূর্ব ভারতে নাশকতার কাজে রোহিঙ্গাদের জঙ্গি সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা সলভেশন আর্মি (এআরএসএ)-কে ব্যবহার করা হতে পারে। উত্তরবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশ থেকে তাদের সংগঠনের স্লিপার সেলের সদস্যদের ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। লস্কর-ই-তৈবার সাহায্যপ্রাপ্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গিজোট ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ওয়েস্টার্ন সাউথ-ইস্ট এশিয়া এবং নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল (ফেডেরাল)-এর কার্যকলাপের ওপরও কড়া নজরদারি শুরু করেছেন সেনা গোয়েন্দারা। সেই সূত্রেই তথ্য সংগ্রহে দিল্লি থেকে বিশেষ দল কালিম্পং পাহাড়ে পৌঁছে গিয়েছে।

আজ শহরে

■ আন্তর্জাতিক ভাওয়াইয়া ও লোকসংস্কৃতি উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে সকাল ১১টা থেকে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	৩
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৫
বি নেগেটিভ	৪
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	২
ও নেগেটিভ	১

■ **মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৪
ও নেগেটিভ	০

■ **দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	১

পুলিশের সম্মেলন

কোচবিহার, ২৫ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি, কোচবিহার জেলা পুলিশ ও নারায়ণী ব্যাটালিয়নের তরফে শুক্রবার জেলা সম্মেলন করা হল। এদিন কোচবিহার শহরের রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত এই সম্মেলনে পুলিশের আধিকারিক ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের নানা কাজের বিষয় নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা করা হয়েছে।

সিনেমা বন্ধ সম্বল রাস্তা

নামেই পুরোনো সিনেমা হল রোড। তবে এই রাস্তায় এখন আর কোনও সচল সিনেমা হল নেই। একটি ভাঙা হচ্ছে। আরেকটি হল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। তাই নামেই শুধু স্মৃতি। বাস্তবে তুফানগঞ্জবাসীকে সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে যেতে হয় কোচবিহারে, আলোকপাত করলেন বাবাই দাস।

কাবেরী সিনেমা হল ভাঙার কাজ চলছে। (ইনসেটে) বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে শ্রীমা টকিজ।

তুফানগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : নব্বইয়ের দশকের কাছাকাছি সময়। ম্যাটিনি শো-এ 'হাউসফুল' বোর্ড ঝুলছে। তবুও টিকিটের লাইনে দর্শকদের হুড়োহুড়ি অবস্থা। কেননা কিছুক্ষণ পরই সিলভার স্ক্রিনের পর্দায় ভেসে উঠবে চিরঞ্জিত ও অঞ্জু ঘোষ অভিনীত হিট ছবি 'বেদের মেয়ে জোসনা'। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েও যখন টিকিট মিলল না। শুরু হল তুমুল হট্টগোল। শেষমেশ তা হাতাহাতিতে গিয়ে পৌঁছাল। সিনেমাপ্রেমীদের ভিড়ে নাকি এভাবেই গমগম করত শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীমা টকিজ। দুপুর থেকে রাত অবধি চলত চা ও বাদাম বিক্রেতাদের আনাগোনা। সব মিলিয়ে গোটা চত্বর যেন বিনোদনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল তুফানগঞ্জে। মাল্টিপ্লেক্সের যুগে সেই হল বন্ধ হলেও 'পুরোনো সিনেমা হল রোড' নামটা এখনও পড়ে রয়েছে।

শোনা যায়, টাউন ক্লাবের হলঘরে নাটকের মহড়া চলত। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের পর তা শ্রীমা টকিজে পরিণত হয়। কখনও বাংলা, কখনও বা হিন্দি, প্রায় ৭ দশক ধরে সিনেমা চলেছিল এই হলটিতে। পরবর্তীতে এই হলের নামেই রাস্তার নাম হয়। এরপর সিনেমা জগতে ওটিটি আসতেই মালিকপক্ষ মুখ থুবড়ে পড়ে। ২০১৮ সালে এসে কর্তৃপক্ষ শেষমেশ হলটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

স্থানীয় খুচরো ব্যবসায়ী থেকে হলগুলির সঙ্গে যুক্ত কর্মীরাও কাজ হারিয়ে অন্য পেশায় যোগ দেন। এই সিনেমা হলেই দীর্ঘ ২৩ বছর ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলেছেন সঞ্জীব দাস। বর্তমানে তিনিও সেই কাজ হারিয়ে লটারির ব্যবসা শুরু করেছেন। তাঁর কথায়, 'একসময় দর্শকদের উচ্ছ্বাস থাকলেও ধীরে ধীরে দর্শকের উপস্থিতি সংখ্যা তলানিতে এসে ঠেকে। শেষমুহূর্তে লোকসানেই হলটি চালাতে হয়েছিল। এদিকে, হলের পরিকাঠামো উন্নত করাও আর্থিক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপরেও দর্শক টানতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু আর বাঁচাতে পারলাম না।'

এর কয়েক বছর কাটতে না কাটতেই একই পরিস্থিতির শিকার হয় তুফানগঞ্জের জনপ্রিয় কাবেরী সিনেমা হল। ১৯৯১ সালে মিহিরকান্তি রায় এই সিনেমা হলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা থেকে দেব-কোয়েলের কেমিস্ট্রি ম্যাজিক, এমনকি শাহরুখ-কাজলের রোমান্স দেখতে কাবেরীতে পা রাখেননি এমন সিনেমাপ্রেমী মানুষ শহরে হয়তো কমই রয়েছেন। দর্শকসংকটের কবলে পড়ে মাসতিনেক আগে থেকে এই সিনেমা হল ভেঙে ফেলার কাজ চলছে।

একসময়ের কোলাহলপূর্ণ এলাকার নিঝুম পরিবেশ নিয়ে আক্ষেপ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। পুরোনো সিনেমা হল রোডের বাসিন্দা সন্দীপ দাস বলেন, 'দুপুর ১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এখানে শুধু মানুষের মাথা দেখা যেত। 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ', 'বিয়ের ফুল', 'শয়তান', 'বিদ্রোহ' সিনেমাগুলি দেখতে দর্শকদের কত হুলুস্থুল কাণ্ড। এখন শুনসান। সত্যি মনে পড়লে খারাপ লাগে।'

বর্তমানে তুফানগঞ্জে একটিও সিনেমা হল না থাকায় দর্শকরা ছুটছেন জেলা সদরে। 'খাদান' হোক কিংবা 'পুষ্পা ২', শহরের সিনেমাপ্রেমীদের অন্যতম ভরসা কোচবিহার। এ ব্যাপারে তুফানগঞ্জ কলেজের তৃতীয় বর্ষের কলেজ পড়ুয়া সৌরভ দত্তের বক্তব্য, 'ঝাঁ চকচকে সিনেমা হলের পর্দায় সিনেমা দেখার মধ্যে যেন একটা আলাদা মজা থাকে। যেটা কোনওদিনও মোবাইল দিতে পারবে না। তাই দূর হলেও সিনেমার টানে মাসে অন্তত একবার কোচবিহারে যাই।' সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে বর্তমানে শহরে নতুন একটি সিনেমা হল তৈরি করা হলে সিনেমাপ্রেমীদের দুর্ভোগ কমবে বলেই মত তাঁর।

হাতুড়ির ঘা

■ তুফানগঞ্জের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীমা টকিজের সূত্রেই রাস্তার নাম হয় পুরোনো সিনেমা হল রোড

■ এই হলকে ঘিরে এলাকাটি বিনোদনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল তুফানগঞ্জে

■ মাল্টিপ্লেক্সের যুগে সেই হল গত সাত বছর ধরে বন্ধ, তবে রাস্তার নামটা এখনও রয়েছে

■ পরে নয়ের দশকে তৈরি হয় কাবেরী সিনেমা হল, সেটিও এখন ভাঙা পড়ছে

সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেলেও এই রাস্তার নামই সিনেমা হল রোড।

রাস্তার কাজ নিয়ে সরব বাসিন্দারা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৫ এপ্রিল : ওয়ার্ডে রাস্তার নিম্নমানের কাজ নিয়ে সরব হলেন বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন ওয়ার্ডের কাউন্সিলারও। রাস্তার কাজ নিয়ে ঠিকাদার এজেন্সির সঙ্গে এলাকার বাসিন্দাদের ঝামেলা বাধে। কাউন্সিলারের সঙ্গেও এজেন্সির কর্তাদের বাকবিতণ্ডা হয়। শেষপর্যন্ত রাস্তার কাজ আপাতত বন্ধ রয়েছে। শুক্রবার কোচবিহার পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটে।

৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৫-৬টি রাস্তা হবে। সবমিলিয়ে দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৬৫০ বর্গমিটার। রাস্তাগুলি পেভার্স ব্লকের হবে। এর জন্য প্রায় ২০-২২ লাখ টাকা খরচ হবে। শিলিগুড়ির একটি ঠিকাদারি সংস্থা কাজের বরাত পেয়ে দিন পনেরো আগে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করে। কিছুটা কাজ করে মালপত্র তারা রাস্তার পাশে ফেলে রেখে চলে যায়।

এলাকার বাসিন্দা জিনাত হক বলেন, '১৪-১৫ দিন ধরে রাস্তায় মাটি-পাথর ফেলে রাখায় চলাচল করতে খুবই সমস্যা হচ্ছিল। তাছাড়া রাস্তার কাজও খুব নিম্নমানের হচ্ছিল। শুক্রবার দেখি রাস্তার পাশে ফেলে রাখা মালপত্র তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে আমরা কাউন্সিলারকে ডেকে আনি।'

কাউন্সিলার শুভ্রজিৎ সাহা বলেন, 'ওয়ার্ডে রাস্তার কাজ খুবই নিম্নমানের হচ্ছিল। মাটির উপরেই পেভার্স ব্লক বসিয়ে দিচ্ছিল। আমরা কয়বার ঠিকাদার সংস্থাকে বলেছি কাজ ভালোভাবে করতে। কিন্তু তাঁরা আমাদের কথা শুনতেই চান না। এদিন আবার মালপত্র তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা এতে বাধা দেন। এই অবস্থায় কাজ এখন বন্ধ রয়েছে।'

বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার ম্যানেজার দীপক মণ্ডল বলেন, 'আমরা রাস্তার কাজ শুরু করেছিলাম। কিন্তু এলাকার কাউন্সিলার বলেছেন এই মেটিরিয়ালস দিয়ে কাজ করা যাবে না। তিনি যেভাবে করতে বলেছেন আমরা সেভাবেই কাজ করব ঠিক করেছি। তবে সেই জিনিসপত্র আসতে আরও দুই-তিনদিন সময় লাগবে। সাইডে আমাদের আরেকটা রাস্তার কাজ ছিল। সে কারণে এখান থেকে আমরা কিছু মালপত্র নিয়ে যেতে এসেছিলাম।'

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবে সেরা দিনহাটা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৫ এপ্রিল : প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল কোচবিহার জেলার মধ্যে সেরার শিরোপা পেল। জেলার চারটি মহকুমা হাসপাতালের মধ্যে এই হাসপাতালেই সবচেয়ে বেশি প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হয়েছে। ২০২৪-'২৫ সালের পরিসংখ্যান মোতাবেক দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ছয় হাজার প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হয়েছে। যার মধ্যে ৩০ শতাংশ স্বাভাবিক প্রসব, বাকিগুলি সিজার।

হাসপাতাল সুপার ডাঃ রণজিৎ মণ্ডল বললেন, 'মূলত ২০২৪-'২৫ এই এক বছরের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এই পুরস্কার দিয়েছে। এই কৃতিত্ব হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে সকল স্বাস্থ্যকর্মীর। এই প্রাপ্তি অবশ্যই আমাদের দায়িত্বকে আরও বাড়িয়ে দিল।'

সুপারের কথায়, 'বর্তমানে আমাদের হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক যেমন রয়েছে তেমনি সদ্যোজাত শিশু অসুস্থ হলে তার জন্য এসএনসিইউয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগও রয়েছে। এই সুবিধা দিনহাটার নার্সিংহোমগুলিতেও নেই। এসব সুবিধার কারণেই সাধারণ মানুষ হাসপাতালমুখী হচ্ছে। তবে বেশকিছু বিভাগে চিকিৎসক সংকট রয়েছে, সেই সংকট মিটলে পরিষেবা আরও ভালো করা যাবে।'

পাড়ায় পাড়ায়

মাথাভাঙ্গা

নিকাশিনালা না থাকায় ভোগান্তি

মাথাভাঙ্গা, ২৫ এপ্রিল : নিকাশিনালা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে ভোগান্তি হয় মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ঢোকার রাস্তায়। এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। প্রতিদিন কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ হাসপাতালে আসেন চিকিৎসা করাতে। রাস্তায় জল জমে থাকায় ব্যাপক ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রহ্লাদ বর্মন বলেন, 'রাস্তায় জল জমে থাকায় হেঁটে যাতায়াতের ক্ষেত্রে খুবই সমস্যায় পড়তে হয়। রাস্তার একাংশে জল থাকায় যাতায়াতের সময় যানজট সৃষ্টি হয়। জল পেরিয়ে হাসপাতালে আসা রোগীদের যাতায়াত করতে হয়। দ্রুত এই বিষয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।' অপর এক বাসিন্দা সমীর দাস বলেন, 'এমনিতেই রাস্তায় যানজট। তার উপর রাস্তার একাংশে জল জমে থাকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়।'

৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শুভময় সরকার জানান, 'পুরসভার পক্ষ থেকে নিকাশিনালা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তবে পূর্ত দপ্তরের অনুমতি না মেলায় করা সম্ভব হয়নি।'

তুফানগঞ্জ

তুফানগঞ্জ শহরে শুয়োরের বিচরণ

তুফানগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : শহর এলাকায় শুয়োর পালন নিষিদ্ধ কিন্তু তুফানগঞ্জ পুর এলাকায় প্রায় সারা বছরই শুয়োরের অবাধ বিচরণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন রায়ডাক নদীর বাঁধের পাড়ে এখনও নজরে পড়ে শুয়োরের অবাধ বিচরণ। পুরসভা দেখেও কোনও পদক্ষেপ করে না। স্থানীয় বাসিন্দা তথা আইনজীবী পার্থ বর্মা বলেন, 'শহরে শুয়োর প্রতিপালন ও শুয়োরের অবাধ বিচরণ আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু বাঁধের উপর শুয়োরের বিচরণে রোগব্যাধি ছড়ানোর আশঙ্কা থেকেই যায়। পাশেই রয়েছে খাবারের দোকান, বাড়িঘর। বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত।'

বাঁধের পাশেই রয়েছে তুফানগঞ্জ বাজার। বাজারে সব সময় যানজট থাকায় এই রাস্তাটি স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু শুয়োরের আস্তানার দুর্গন্ধে নাকে রুমাল চেপে চলাচল করতে হয়। স্কুল ছাত্রী সুস্মিতা সাহার কথায়, 'স্কুলে যাতায়াতের জন্য এই রাস্তাটি নিরাপদ কিন্তু শুয়োরের আস্তানার দুর্গন্ধে, আবার কখনও শুয়োর সামনে চলে আসায় আতঙ্কে চলাচল করতে হয়। আমরা চাই, শুয়োরগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হোক।'

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন বলেন, 'পুরসভা এলাকায় যাতে কেউ শুয়োর প্রতিপালন না করে সেজন্য মাঝেমধ্যেই প্রচার চালানো হয়। তা সত্ত্বেও কেউ শুয়োর পালন করে থাকলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।'

তথ্য : গৌতম দাস, রাজেশ দাশ

হাটশেড ভাঙার কাজ শুরু

হলদিবাড়ি, ২৫ এপ্রিল : ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দিয়ে শুক্রবার থেকে শুরু হল হলদিবাড়ি শহরের মুড়িহাটির হাটশেড ভাঙার কাজ। এদিন সকালে ব্যবসায়ীরা নিজেদের পসরা সরিয়ে নিলেই হলদিবাড়ি পুরসভার তরফে শেড ভাঙার কাজ শুরু হয়। সেখানে তৈরি হবে ঝাঁ চকচকে দ্বিতল ভবন। পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস বলেন, 'এদিন থেকে পুরাতন জরাজীর্ণ হাটশেড ভাঙার কাজ শুরু করা হয়েছে। এর জন্য সেই জায়গার ব্যবসায়ীদের পুরাতন বাস টার্মিনাসে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।'

> পুরাতন হাটশেড ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। এর জন্য ব্যবসায়ীদের পুরাতন বাস টার্মিনাসে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।
>
> **শংকরকুমার দাস,** চেয়ারম্যান

দীর্ঘদিন ধরে মুড়িহাটটি বেহাল হয়ে রয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, মাঝেমধ্যেই ছাদের চাঙড় খসে পড়ত। দুর্ঘটনাও ঘটছে অনেকবার। এমনই জরাজীর্ণ হাটশেডের নীচে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মুড়ি ব্যবসায়ী ও দর্জিরা ব্যবসা করে আসছেন।

দীর্ঘ দুর্ভোগের পর পুরসভার তরফে নতুন হাটশেড তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, পুর নগর উন্নয়ন দপ্তরের প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতল ওই হাটশেড তৈরি করা হবে। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রদীপ সরকার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল ওই হাটশেড। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করে আসছেন। সেটি সংস্কারের বিষয়ে বহুবার পুরসভার কাছে তদ্বির করা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত সেই দাবি পূরণ হওয়ায় আমরা খুশি।'

ওই হাটশেডের ব্যবসায়ীরা অস্থায়ীভাবে পুরাতন বাস টার্মিনাসের বারান্দায় বসে ব্যবসা চালিয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে অধিকাংশ ব্যবসায়ী সেখানে চলে গিয়েছেন। তবে অনেকেই পুরাতন হাটশেডের পাশে দোকান ভাড়া নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন।

মাস্কহীনদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

মাথাভাঙ্গা, ২৫ এপ্রিল : লকডাউনের সময় প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে মাস্ক না নিয়ে বাইরে যাওয়া কয়েকজনের বিরুদ্ধে ফের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল। সেসময় পুলিশ মাথাভাঙ্গার বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক মানুষকে গ্রেপ্তার করেছিল। পরে অবশ্য তারা ছাড়া পায়। তবে পরবর্তী সময়ে আদালতের পক্ষ থেকে তাদের সমন পাঠানো হয়েছিল। আদালতে হাজিরা না দেওয়ায় সেই সমস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফের বর্তমানে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। শুক্রবার সমন পাওয়া ব্যক্তিরা মাথাভাঙ্গা আদালতে আসেন। মাথাভাঙ্গা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালতের সমন যাওয়ার পর অনেকেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি।

রংদার রোববার

চাল-তেল পরে...

রোটি কপড়া অওর মকান-সেই ধারণা এখন অতীত। আগে চাই ইন্টারনেট। উত্তরবঙ্গের অনেক পরিবারেই এক দৃশ্য। বাবা-মায়ের ভীষণ সমস্যা। ছেলেমেয়েরা মোবাইল রিচার্জের জন্য বারবার দ্বারস্থ হচ্ছে বাবা-মায়ের। টাকা চাই, টাকা দাও। মোবাইলে আসক্তি এমনিতেই সামাজিক ব্যাধি। তার পিছু পিছু আসছে রিচার্জের দাবি। চাল-তেল ফুরোলেও এত মাথাব্যথা নেই নতুন প্রজন্মের। প্রচ্ছদে সেই কাহিনী।

প্রচ্ছদ কাহিনী মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, শৌভিক রায়, ইন্দ্রনীল দত্ত ও সুমন মল্লিক

কাশ্মীর নিয়ে দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন সুবোধ সরকার

গল্প রম্যাণী গোস্বামী ও রিমি মুৎসুদ্দি

ট্রাভেল ব্লগ অরবিন্দ ভট্টাচার্য

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

শরবতে জুড়োক প্রাণ

চাঁদিফাটা রোদ্দুর। বেয়াড়া গরম। আইঢাই প্রাণ। একগ্লাস প্রাণ জুড়ানো শরবত পেলে প্রাণ জুড়োতে পারে। গরমে আমাদের শরীরে জলের ঘাটতি দেখা যায় ব্যাপকভাবে। তাই জলশূন্যতা দূর করার পাশাপাশি শরীর ঠান্ডা রাখার জন্য খেতে হবে কিছু ভিন্ন ধরনের শরবত। যা খেলে শরীর ঠান্ডা হবে, থাকবেন সুস্থও। চিনি-লেবুর শরবত তো খেয়েই থাকেন। এবার সেই শরবতই পরিবেশন করুন একটু ভিন্ন স্বাদে।

পুদিনার শরবত

পুদিনা পাতা, পাতিলেবুর রস, কাঁচা লংকা, আধচামচ চাট মশলা, আধচামচ ভাজা জিরেগুঁড়ো, চিনি, স্বাদমতো লবণ, জল। একটি ব্লেন্ডার জগে সব উপকরণ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। গরমের দিনে এই শরবত খুবই ভালো, পেট ও ঠান্ডা রাখে। মিশ্রণটি ব্লেন্ড করে বড় ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। এবার গ্লাসে ঢেলে বরফ দিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার পুদিনার ঠান্ডা শরবত।

তালশাঁসের শরবত

তালশাঁস খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি পুষ্টিকর। এই ফল দিয়ে তৈরি শরবতও খেতে দারুণ হয়। শরবত তৈরির জন্য তালশাঁস, চিনির সিরাপ, চিনি, ঠান্ডা জল, বরফের টুকরো ও লেবুর রস নিন। তালশাঁসের খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে নিন। সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। ভালো করে সব মিশে গেলে গ্লাসে ঢেলে নিন। এবার গ্লাসে ঢেলে বরফের টুকরো দিয়ে পরিবেশন করুন।

ডাবের শরবত

এই শরবত তৈরি করতে প্রয়োজন পড়বে একটি ডাবের। তবে খেয়াল রাখবেন ডাবে যেন শাঁস থাকে। ডাব কেটে তার জল একটি গ্লাসে ঢেলে নিন। ডাবের শাঁস আলাদা করে ছাড়িয়ে রেখে দিন। ডাবের জল ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করুন। পরিবেশনের আগে ডাবের ঠান্ডা জলে শাঁস মিশিয়ে হালকা ব্লেন্ড করে নিন। তবে, জল ও শাঁস আগে থেকে ব্লেন্ড করে রাখবেন না। তাতে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে।

আয়রান শরবত

একটু ভিন্ন স্বাদ আনতে বানাতে পারেন তুরস্কের জনপ্রিয় শরবত আয়রান। এই শরবত তৈরি করতে প্রয়োজন টক দইয়ের। আয়রান শরবত তৈরি করতে টক দই ২ কাপ, ঠান্ডা জল ২ কাপ, গোলমরিচের গুঁড়ো আধ চা-চামচ, ভাজা জিরের গুঁড়ো সামান্য, বিট লবণ আধ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি ১ টেবিল চামচ, লেবুর ছোট টুকেরা ৫-৬টি, পুদিনাপাতা ৪-৫টি।

লেবুর টুকরো ও পুদিনাপাতা ছাড়া বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। বড় গ্লাসে টুকরো করা লেবু থেঁতো করে নিন। তারপর শরবতের মিশ্রণটি ঢেলে পুদিনাপাতা দিয়ে ঠান্ডা-ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

তরমুজের শরবত

গরমের দিনে অন্যতম সুস্বাদু ফল তরমুজ। এটি ভীষণ পুষ্টিকর। সেইসঙ্গে গরমে জলশূন্যতা দূর করতেও কাজ করে এই ফল। তরমুজের শরবত তৈরির জন্য ৩ কাপ তরমুজের টুকরা, ১টি লেবু, আধ চা চামচ বিট লবণ, আধ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো ও স্বাদমতো চিনি নিন। এবার সব উপকরণ একসঙ্গে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন। ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ফ্রিজে রেখে দিন। এরপর পরিবেশন করুন ঠান্ডা ঠান্ডা তরমুজের শরবত।

গরমে যেসব পানীয় এড়িয়ে চলবেন

গ্রীষ্মদিনে প্রাণে চাই তুফানি চুমুক। তাই বলে কোল্ড কফি থেকে অ্যালকোহলে ভরসা রাখবেন না। তেষ্টা মেটাতে সবার পছন্দ আলাদা আলাদা হলেও, কেউ কেউ আবার কোল্ড কফির উপর নির্ভর করেন। কেউ আবার আইসড টি পছন্দ করেন। কিন্তু জানেন কি কিছু গ্রীষ্মকালীন পানীয় আসলে ডিহাইড্রেটেড করে! চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোন পানীয়গুলো গরমে আপনাকে আরও বেশি ডিহাইড্রেটেড করতে পারে, সে বিষয়ে।

১. কোল্ড কফি/ আইসড কফি

গরমে ঠান্ডা কফি অনেকের কাছেই প্রিয়। যদিও এটি তাৎক্ষণিক শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। মনে রাখবেন, কফিতে ক্যাফেইন থাকে, যা একটি প্রাকৃতিক মূত্রবর্ধক। এই পানীয় নিয়মিত পান করলে তা আপনাকে ডিহাইড্রেটেড করতে পারে, যার ফলে প্রস্রাবের মাধ্যমে জলের ক্ষয় হয়।

২. আইসড টি

কফির মতো চায়েও ক্যাফেইন থাকে। আপনি হয়তো ভাবছেন এতে শক্তি পুষিয়ে নিচ্ছেন, কিন্তু আইসড টি পান করলে আসলে তা আপনাকে ডিহাইড্রেট করতে পারে। গ্রীষ্মকালে ডিহাইড্রেটেড বোধ এড়াতে আইসড টি পানের পরিমাণ কমিয়ে দিন।

৩. কোমল পানীয়

এই পানীয় আপনাকে দ্রুত ডিহাইড্রেট করতে পারে। কোমল পানীয়ে চিনি এবং ক্যাফেইন বেশি থাকে, যা উভয়ই ডিহাইড্রেশনের কারণ হতে পারে। তাই মাঝে মাঝে এটি উপভোগ করলেও, পরে পর্যাপ্ত জল পান করতে ভুলবেন না।

৪. এনার্জি ড্রিংক

খেলাধুলো এবং ব্যায়ামের সময় ক্ষয় হওয়া ইলেক্ট্রোলাইট পূরণ করার জন্য মূলত এনার্জি ড্রিংক তৈরি করা হয়। যদিও এনার্জি ড্রিংক তাৎক্ষণিক শক্তি দেয়, তবে ভুলে যাবেন না যে এতে চিনি থাকে, যার ফলে ডিহাইড্রেশনের কারণ হয়।

৫. অ্যালকোহল

আমরা জানি, অ্যালকোহল একটি মূত্রবর্ধক, যা প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং জলের ক্ষয় ঘটায়। গ্রীষ্মকালে এই ধরনের পানীয় পান করলে তা আপনাকে আরও বেশি ডিহাইড্রেট করে দিতে পারে। তাই এই সময় এ ধরনের পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। বরং নিজেকে শীতল রাখার বিষয়গুলি মেনে চলুন।

গরমে বিদ্যুৎ বিল কমাবেন কীভাবে

অসম্ভব গরম। শুধু ফ্যানে নয়, এসি চালিয়েও শীতল হওয়া সম্ভব হচ্ছে না অনেক সময়। সামনে আরও গরম পড়বে। বিদ্যুৎ বিল তাই বাড়তি দুশ্চিন্তা। অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কম ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও ফ্যান ও এসি তো চালাতেই হয়। গরম সামলানোর কিছু কৌশল প্রয়োগ করলে অবশ্য বাড়তি ফ্যান বা এসির প্রয়োজন অনেকটাই কমবে।

আলো আটকাতে ভারী পর্দা

কড়া রোদের সময় ঘরের দরজা-জানালায় ভারী পর্দা দিয়ে রাখুন। চাঁপাসাদা, ধূসর বা বিস্কুট রঙের মতো হালকা একটি রঙের পুরু পর্দা বেছে নিন, যা আলো আটকে দেয়। বিশেষ করে পশ্চিম দিকের জন্য।

ঘরে আসুক বাতাস

ভোরবেলা এবং শেষ বিকেলের বাতাস ঘরে আসতে দিন। দিনের অন্য সময়ও দক্ষিণের বাতাস আসার সুযোগ রাখুন।

ঘর শীতল রাখবে গাছ

বারান্দায় মাঝারি গাছ রাখুন। ছায়া দেবে। গ্রিলে লতানো গাছ ছড়িয়ে দিতে পারেন। জানালার বাইরের অংশে বাড়তি গ্রিল থাকলে সেখানেও লতানো গাছ রাখুন। ঘরেও মানিপ্ল্যান্ট, স্নেকপ্ল্যান্ট, অ্যালোভেরা, ড্রাসিনা প্রভৃতি রাখতে পারেন। ঠান্ডা থাকবেন অনেকটাই।

দিনের আলোয় কাজ সেরে রাখুন

ভোরে ঘুম থেকে উঠুন। দিনের আলোয় অধিকাংশ কাজ করুন। রাতে কম আলো জ্বালালে ঘর ঠান্ডা থাকবে, বিদ্যুৎ খরচও স্বাভাবিক ভাবে কমবে।

বড় পাত্রে জল রাখুন

ঘরে এবং বারান্দায় কয়েকটা চওড়া খোলা পাত্রে জল রাখতে পারেন। জল বাষ্পীভূত হওয়ার সময় পরিবেশ থেকে তাপ গ্রহণ করবে। ফলে আপনার তুলনামূলক কম গরম লাগবে।

বারান্দার জলে পাখিদেরও তৃষ্ণা মিটবে। সব পাত্র মাটির তৈরি হলেই ভালো হয়। তবে যে কোনও পাত্রে রাখা জল ৭২ ঘণ্টা পেরোনোর আগেই বদলে ফেলবেন।

গুড় নাকি চিনি?

মিষ্টি। অনেকেই আমরা চেটেপুটে খাই। এই জাতীয় খাবার আমাদের কমবেশি সবারই প্রিয়। মিষ্টি ছাড়া যেন আমাদের উৎসব আয়োজন অপূর্ণ থাকে। আর এই মিষ্টি জাতীয় খাদ্যের প্রধান ও মূল উপকরণ হচ্ছে চিনি। তবে এই চিনি খেতে মিষ্টি হলেও এর ফল কিন্তু মোটেই মিষ্টি নয়। অতিরিক্ত চিনি আমাদের স্বাস্থ্যকে বিপদে ফেলে।

চিনি একটি নীরব ঘাতক। চিনি শরীরে বিষের মতো কাজ করে অনেকটা। স্লো পয়জনিংয়ের মাধ্যমে শরীরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। চিনি খাওয়া অনেকটা নেশার মতো বলা যায়। বারবার খেতে ইচ্ছে করে। বাজার থেকে যে চিনি কিনে এনে চা কিংবা মিষ্টি জাতীয় খাবার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়, সেটি শরীরের জন্য বিশেষজ্ঞদের মতে, খুবই ক্ষতিকর।

আসুন জেনে নিই, চিনি আমাদের শরীরে যে ধরনের ক্ষতি করে, সেইসব বিষয়ে।

১. ওজন বৃদ্ধি

চিনি অতিরিক্ত ক্যালোরি প্রদান করে, যা শরীরে জমা হয়ে ওজন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। বিশেষ করে অতিরিক্ত প্রসেসড চিনি খাওয়ার ফলে স্থূলতার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ফলে শরীর খুব দ্রুত মোটা হয়ে যায়। অতিরিক্ত ফ্যাট জমে গেলে রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও বেড়ে যায়।

২. ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়ায়

নিয়মিত অতিরিক্ত চিনি খেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে টাইপ-২ ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়ায়। যদি দৈনিক চিনি থেকে ১৫০ ক্যালরি গ্রহণ করা হয়, তাহলে ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বেড়ে যায় অন্তত ১ দশমিক ১ শতাংশ।

৩. লিভারের ক্ষতি

অতিরিক্ত চিনি খেলে লিভারের চারপাশে অতিরিক্ত চর্বির স্তর তৈরি হয়। ফলে লিভারের কার্যক্ষমতা কমে যেতে থাকে।

৪. রক্ত চলাচলে বাধা

শরীরের রক্ত চলাচলের ধমনীর দেয়ালের পুরুত্ব বাড়িয়ে দিতে পারে চিনি। ফলে রক্ত স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারে না এবং রক্তচাপ বেড়ে যায়।

৫. স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেয়

চিনির কারণে অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগ হতে পারে। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয় চিনি।

চিনির বিকল্প হিসেবে গুড় বেছে নিতে পারেন। চিনির তুলনায় গুড়ের ক্ষতিকর দিক কিছুটা হলেও কম। তবে মনে রাখবেন, অতিরিক্ত গুড়ও শরীরের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষ করে ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য।

৬. প্রদাহ ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে

চিনি প্রদাহজনিত প্রতিক্রিয়া বাড়ায় এবং দীর্ঘমেয়াদে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে দেয়। অতিরিক্ত চিনি খেলে বিষণ্নতা তৈরি হয়। শরীর সবসময় ক্লান্ত লাগে।

৭. হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়

বেশি মাত্রায় চিনি খেলে রক্তের প্রবাহ বদলে যায়। ফলে হার্ট অ্যাটাক, হার্টফেল করার আশঙ্কাও বেড়ে যায়।

৮. ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়

ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আয়ু কমিয়ে আনে চিনি। এছাড়া চিনি বেশি খেলে ক্যানসারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৯. দাঁতের ক্ষতি করে

চিনি ব্যাকটেরিয়ার জন্য খাবার হিসেবে কাজ করে, যা ক্যাভিটি এবং দাঁতের ক্ষয়ের মূল কারণ। মিষ্টিজাতীয় খাবার গ্রহণের পর ব্রাশ না করলে দাঁতে চিনি লেগে থাকে। ফলে সেখানে ব্যাকটেরিয়া জমে দাঁতের ক্ষতি করে।

১০. ত্বকের সমস্যা দেখা দেয়

চিনি কোলাজেনের গুণমান কমিয়ে ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেয়। এটা ব্রণের সমস্যাও বাড়াতে পারে। পাশাপাশি কোলাজেন ও ইলাস্টিনের ক্ষতি করে। চিনি সোরিয়াসিস খারাপ করে এবং ত্বকের প্রদাহ বাড়ায়।

জঙ্গিদের আশ্রয়দাতা পাকিস্তান

বলে দিলেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার কানেরিয়া

লাহোর, ২৫ এপ্রিল : পাকিস্তান জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছে। ভারতীয় নেতা-মন্ত্রী থেকে সেলিব্রিটিরা বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ করেছেন। এবার একই মন্তব্য করলেন পাকিস্তানের দ্বিতীয় হিন্দু টেস্ট ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া। পহলগামে সন্ত্রাসবাদীদের হামলার জন্য তিনি পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে দুষেছেন। তাঁর দাবি শরিফের জন্যই পাকিস্তানে জঙ্গিদের এত রমরমা। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'পহলগামে পর্যটকদের হত্যায় পাকিস্তান জড়িত না থাকলে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এর নিন্দা করলেন না কেন? আপনার সেনাবাহিনীর হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠার কারণই বা কী? আসলে সত্যিটা আপনিও জানেন। আপনারাই জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছেন, তাদের লালনপালন করছেন। লজ্জিত হোন এবার একটু।' পাকিস্তানের হয়ে ৬১টি টেস্ট খেলা কানেরিয়া এখন থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সামাজিক মাধ্যমেই নিজের দেশের সরকারের কাছে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, 'কেন স্থানীয় কাশ্মিরীদের বাদ দিয়ে বারবার হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করা হয়? সেটা কাশ্মিরী পণ্ডিত হোক বা দেশের যে কোনও প্রান্তে থাকা হিন্দু, জঙ্গিরা যে ছদ্মবেশই নিক না কেন, তাদের একটাই দর্শন। যার খেসারত এখন গোটা বিশ্বকেই দিতে হচ্ছে।'

> পহলগামে পর্যটকদের হত্যায় পাকিস্তান জড়িত না থাকলে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এর নিন্দা করলেন না কেন? আপনার সেনাবাহিনীর হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠার কারণই বা কী? আসলে সত্যিটা আপনিও জানেন। আপনারাই জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছেন, তাদের লালনপালন করছেন। লজ্জিত হোন এবার একটু।
>
> **দানিশ কানেরিয়া**

পর্যটক হত্যাকারীদের পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী মহম্মদ ইশাক দার স্বাধীনতা সংগ্রামী বলেছিলেন। যাকে কটাক্ষ করে কানেরিয়ার মন্তব্য, 'জঙ্গিদের উপপ্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা সংগ্রামী তকমা দেওয়া শুধু অসভ্যতা নয়, বুঝিয়ে দিচ্ছে দেশ সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে।'

কন্যাশ্রী কাপের সূচনায় ৮ গোল ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : কন্যাশ্রী কাপ প্রিমিয়ার 'এ' ডিভিশনের সূচনা। শুক্রবার কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় ইস্টবেঙ্গল ও মৈত্রী সংসদ। ৮-১ গোলে সেই ম্যাচ জিতল লাল-হলুদের প্রমীলাবাহিনী।

ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ ঠিক যেখানে শেষ করেছিল, এদিন যেন সেখান থেকেই যেন শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। দুই অর্ধে চারটি করে গোল লাল-হলুদের। দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল হজম করলেও ম্যাচের গতিপ্রকৃতিতে তা বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল করলেন সুলঞ্জনা রাউল ও দেবলীনা ভট্টাচার্য। বাকি চারটি গোল যথাক্রমে সিন্ডি কোলনে, প্রিয়াংকা সুজেশ, সুস্মিতা লেপচা ও কার্থিকা আঙ্গামুথুর।

এদিন কন্যাশ্রী কাপের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। আইএফএকে ক্রীড়ামন্ত্রীর পরামর্শ, 'কন্যাশ্রী কাপের ম্যাচে স্পটার রাখা হোক। প্রত্যেকটা পজিশনের জন্য চারজন করে মোট ৪৪ জন প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলার বাছবেন তাঁরা।'

কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচের প্রস্তুতিতে শ্রেয়স আইয়ার, যুযবেন্দ্র চাহাল। শুক্রবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

বরুণদের সামলাতে শ্রেয়সদের নেটে তনুষ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : সবার প্রথমে টিম বাস থেকে নামলেন। মুখে চওড়া হাসি নিয়ে জনৈক ক্রিকেটপ্রেমীকে অটোগ্রাফ দিলেন। আর তারপরই গটগট করে ঢুকে গেলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননের সাজঘরে।

কিছু সময় পর মাঠে ঢুকলেন। কোচ রিকি পন্টিংকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন বাইশ গজের সামনে। সামান্য সময় তাঁদের মধ্যে পিচ নিয়ে আলোচনা চলল। তারপরই ব্যাট হাতে নেটের অন্দরে সেঁধিয়ে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার।

কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা। পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স যার সেরা উদাহরণ। ব্যাট হাতে নিজে দারুণ ছন্দে রয়েছেন। দলকে দুর্দান্তভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে শ্রেয়সের। এমন পরিস্থিতির মধ্যে 'বদলার' মেজাজ, আগ্রাসনটাও তাঁর মধ্যে জ্বলছে ধিকিধিকি করে।

শেষ মরশুমে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কেকেআর। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে ব্যাট হাতে ধারাবাহিকভাবে রান করে সাফল্যের দিশা দেখিয়েছিলেন শ্রেয়স। ইডেনের মাঠ থেকে শুরু করে পিচ, সবই নিজের হাতের তালুর মতো চেনেন বর্তমান পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক। আর চেনা ইডেনে কাল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে দুর্দান্ত একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মুম্বই রনজি দলের সতীর্থ অফস্পিনার তনুষ কোটিয়ানকে কলকাতায় নিয়ে এসেছেন তিনি। আজ পাঞ্জাবের নেটে দীর্ঘসময় বোলিংও করেছেন তনুষ। কেন স্কোয়াডে না থাকা মুম্বই অফস্পিনারকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দলের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন অধিনায়ক শ্রেয়স?

সন্ধ্যার ইডেনে তনুষকে বল হাতে দেখার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর

> কেকেআর বনাম গুজরাট ম্যাচটা আমরা দেখেছি। ইডেনের পিচে বড় রান হয়েছিল। আশা করি, কালও তেমন কিছুই হবে। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।
>
> **সুনীল যোশি**
> *পাঞ্জাবের স্পিন বোলিং কোচ*

তরফে পাঞ্জাব কিংসের অন্দরমহলে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে চমকপ্রদ তথ্য। নাইটদের বোলিং বরাবরই শক্তিশালী। আর সেই বোলিংয়ের বড় ভরসা দুই রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারায়ণ। দিন কয়েক আগে মুল্লানপুরে নিজেদের ঘরের মাঠে বরুণ-নারায়ণের বিরুদ্ধে ১১১ রানে থমকে গিয়েছিল পাঞ্জাব ইনিংস। শেষ পর্যন্ত কেকেআরের ব্যাটিং বিপর্যয়ে পাঞ্জাব ম্যাচ জিতলেও অধিনায়ক শ্রেয়স তাঁর সতীর্থদের জন্য তনুষের মাধ্যমে রহস্য স্পিন সামলানোর মন্ত্র দিতে চেয়েছেন বলে খবর। আজই পাঞ্জাবের নেট বোলার হিসেবে দলে যোগ দিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তনুষের অফস্পিনে অনুশীলন প্রিয়াংশ আর্যদের কতটা সাহায্য করল, কালই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার আগে নয়া নেতাকে নিয়ে ফুরফুরে মেজাজে পাঞ্জাব।

৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট। প্লে-অফের লড়াইয়ে প্রবলভাবে রয়েছে পাঞ্জাব। শ্রেয়সদের এগিয়ে চলার জন্য কাল ইডেন জয় খুব প্রয়োজন। এমন অবস্থায় আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে পাঞ্জাবের স্পিন বোলিং কোচ সুনীল যোশি বলছিলেন, 'কেকেআর বনাম গুজরাট ম্যাচটা আমরা দেখেছি। ইডেনের পিচে বড় রান হয়েছিল। আশা করি, কালও তেমন কিছুই হবে। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।' পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়সের ইংল্যান্ড সফরে সুযোগ পাওয়া উচিত কি না, এমন বিষয়েও কোনও জবাব দেননি পাঞ্জাবের স্পিন বোলিং কোচ। বরং অধিনায়ক শ্রেয়সের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, 'দুর্দান্তভাবে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ও। শ্রেয়স তরুণ অধিনায়ক। পথ চলার এখনও অনেক বাকি।'

অধিনায়ক শ্রেয়সের এবং তার দলের প্লে-অফ স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে চলার জন্য কালকের কেকেআর ম্যাচটা মহা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

১৩ বছর পর লেস্টার ছাড়ছেন ভার্ডি

লন্ডন, ২৫ এপ্রিল : লেস্টার সিটির সঙ্গে দীর্ঘ ১৩ বছরের সম্পর্কে ইতি টানছেন জেমি ভার্ডি। যা পরিস্থিতি তাতে এবার হয়তো অবনমন এড়াতে পারবে না লেস্টার। এরই মাঝে ক্লাবের তরফে সরকারিভাবে ভার্ডির বিদায়ের ঘোষণায় মন খারাপ লেস্টার সমর্থকদের।

এই পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ক্লাবটির হয়ে ৪৯৫টি ম্যাচ খেলেছেন জেমি। প্রায় দুশোর কাছাকাছি গোল রয়েছে। ফক্সদের প্রিমিয়ার লিগজয়ী দলের সদস্য তিনি। ক্লাবের ইতিহাসে সর্বকালের সেরাদের একজন বললেও ভুল বলা হবে না। ২০১২ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে লেস্টারে যোগ দেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার। কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসে সেই যোগ ছিন্ন হতে চলেছে। বিদায়বেলায় আবেগঘন বার্তায় ভার্ডি বলেছেন, 'লেস্টার সিটি আমার দ্বিতীয় ঘর, পরিবার। তাই এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া আমার জন্য যথেষ্ট কঠিন ছিল।'

অনুশীলনের মাঝে জিরিয়ে নিচ্ছেন আন্দ্রে রাসেল। ছবি : ডি মণ্ডল

বদলা নয় বদলের ভাবনায় আজ মরিয়া নাইটরা

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : বৈশাখে চোখ রাঙাচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী পারদ।

তাপমাত্রার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা অস্বস্তিসূচক। জোড়া চাপে হাঁসফাঁস হাল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের সাজঘরের উত্তাপ বোধহয় আরও বেশি। টানা হারের ধাক্কায় ঠোক্কর খেতে খেতে প্রায় খাদের কিনারে। এবার পালটা ধাক্কা না দিলে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকা দায়। শনিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া যে পরিস্থিতিতে ফের নামছে কেকেআর।

প্রতিপক্ষ প্রাক্তন নাইট শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব কিংস। শাহরুখ খান বনাম প্রীতি জিন্টা—বীরজারা শো। অতীত রেকর্ডে কেকেআর অনেকটা এগিয়ে থাকলেও চলতি হিসেবনিকেশে পাল্লা ভারী প্রীতির দলের। পাঞ্জাব যতটা চনমনে, ঠিক ততটাই চাপে নাইট শিবির। তার ওপর গত ম্যাচে পাঞ্জাবের হাতে ৯৫ রানে গুটিয়ে যাওয়ার ক্ষত।

শনিবার ক্ষতে প্রলেপ দিতে 'বদলার' ম্যাচ। তবে যতটা না বদলার, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বদলের ভাবনা। মইন আলি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেও দিলেন, ৯৫-এর ক্ষত সহজে ভোলা মুশকিল। তবে সেই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোতে চান। শুধু শিক্ষা নিলে হবে না, দরকার সঠিক কম্বিনেশন এবং অ্যাপ্রোচ।

চলতি লিগে ইডেনের কেকেআরের ১-৩ স্কোরলাইন যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে। পিচ নিয়ে চিলচিৎকার করলেও মূল সমস্যা আরও গভীরে। যদিও তা বুঝতে চাইছে না। কিন্তু সাত নম্বরের (৮ ম্যাচে ৩টি জয়) কঠিন পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে অবশ্য চেনা অঙ্কের বাইরে বেরোনো ছাড়া রাস্তা নেই।

হিটলিস্টে একদম ওপরে আন্দ্রে রাসেল। যদিও নামটা রাসেল। চাইলেই বাতিল করা মুশকিল। অতএব বিকল্পের খোঁজ। রাসেলের সঙ্গে মিডল অর্ডারকে শক্ত করতে রোভমান পাওয়েলকে জুড়ে দেওয়ার ভাবনা। চার বিদেশির সমীকরণ মেলাতে গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে খেলা রহমানুল্লাহ গুরবাজের ওপর কোপ। উইকেটকিপার-ব্যাটারের দায়িত্বে অভিষেকের হাতছানি লুভনীথ সিসোদিয়ার।

এদিন নেট সেশনে লুভনীথ,

> INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ
> **কলকাতা নাইট রাইডার্স**
> বনাম
> **পাঞ্জাব কিংস**
> সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : কলকাতা
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

পাওয়েলদের দিকে টিম থিংকট্যাংকের বাড়তি মনোযোগে দুয়ে দুয়ে চার করছেন অনেকেই। রাসেলও ঘুরেফিরে একাধিকবার নেট করলেন। অবশ্য হোটেলের চার দেওয়ালের মধ্যে টিম মিটিংয়ে শেষপর্যন্ত কী ঘটবে টসের আগে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। লক্ষ্যটা অবশ্য পরিষ্কার ঘুরে দাঁড়ানো। পথ দেখাচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স!

মইন আলি বিকেলের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেও দিলেন, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স যদি পারে (শেষ চার ম্যাচে জয়), কেকেআর নয় কেন। কিন্তু নাইট শিবিরের রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদবের মতো 'মশালা' কোথায়? মইন যদিও সেই যুক্তি মানতে নারাজ। দাবি, মশালার অভাব নেই। প্রয়োজন পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে। আগামীকাল প্রাক্তন আইপিএলজয়ী অধিনায়ক শ্রেয়সের দলের বিরুদ্ধে কী চাকা ঘুরবে? উত্তরটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে নাইটরাও।

৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্টের সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা পাঞ্জাব জমি ছাড়তে নারাজ। নাইটরা যখন বদলের ভাবনায় মশগুল, তখন শ্রেয়সের চোখ বদলায়। পুরোনো দলের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে শুভমান গিল তাঁর হিসেবনিকেশ মিটিয়েছেন। ইডেনের কঠিন পিচে ৯০ রানের দুরন্ত ইনিংসে ব্যবধান গড়ে দিয়েছিলেন। আগামীকাল কি শ্রেয়সের পালা? বোলিং কোচ সুনীল যোশি অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছেন, ইডেন, কেকেআর নিয়ে শ্রেয়সের 'ইনপুটস' গুরুত্ব দিচ্ছেন। বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণের স্পিন ভোঁতা করতেও পন্টিংয়ের মূল অস্ত্র শ্রেয়স।

বরুণ বনাম চাহাল, দুই লেগির 'ব্যক্তিগত' যুদ্ধটাও আকর্ষণ হতে চলেছে। বরুণের উত্থানে ভারতীয় দলে ফেরার রাস্তা ক্রমশ দুর্গম হচ্ছে চাহালের। মুল্লানপুর দ্বৈরথে ৪ উইকেট নিয়ে বরুণকে টেক্কা দিয়েছেন চাহাল। আগামীকাল? উত্তরের মধ্যে লুকিয়ে ম্যাচের ভাগ্য। বলার কথা, নাইটদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সফল বোলারের নাম যুযবেন্দ্র চাহালই (৩৩ উইকেট)। যা আটকাতে ভেঙ্কটেশ আইয়াররা সুইপ শট প্র্যাকটিসে বাড়তি জোর দিলেন। ছিল দীর্ঘকায় মার্কো জানসেনকে সামলাতে শর্ট বলে বিশেষ অনুশীলন।

ঘুরেফিরে বীরজারা শো।

পহলগামের প্রতিবাদ জানাবে নাইটরা

শাহরুখ বনাম প্রীতি। শনিবার ইডেনে শাহরুখ অবশ্য থাকছেন না। তবে আসছেন প্রীতি। অতীতে বারবার ইডেন থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে বলিউডের নায়িকাকে। শনিবার সুযোগ হাসিটা চওড়া করে ফেরার।

পহলগাম কাণ্ডের জের নাইট শিবিরেও। আগামীকাল ম্যাচের আগে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা ছিল। কিন্তু কাশ্মীরের মর্মান্তিক ঘটনার জেরে তা স্থগিত করা হয়েছে। বদলে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কালো আর্মব্যান্ড পরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেকেআর।

ফুটবল খেলে গা ঘামিয়ে নিচ্ছেন রোভমান পাওয়েল। সঙ্গী আনরিচ নর্তজে।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ঘেঁটে ঘ কেকেআর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : কথা ছিল বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ইডেন গার্ডেন্সে অনুশীলনের জন্য হাজির হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই মতো পুলিশ থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই তৈরি ছিল।

ঘটনা ঘটল উলটো। বিকেল চারটে বাজার সামান্য আগে আচমকাই ইডেনের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে হাজির হয়ে গেল কেকেআরের স্টিকার লাগানো পেল্লাই এক গাড়ি। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই গাড়ি থেকে নামলেন আন্দ্রে রাসেল। ঢুকে গেলেন ইডেনের সাজঘরে। সামান্য সময় পর ব্যাট নিয়ে দ্রে রাস হাজির ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজের ঠিক পাশের পিচে। শুরু দীর্ঘ ব্যাটিং অনুশীলনের।

কখনও টানা ৪৫ মিনিট। সামান্য সময় বিরতি নিয়ে ফের টানা আধ ঘণ্টা নেটে ব্যাটিং সারলেন দ্রে রাস। জোরে বোলারদের পাশে নেটে স্পিনারদের বিরুদ্ধেও নাগাড়ে

অভিষেক হতে পারে সিসোদিয়ার

ব্যাটিং করে গেলেন তিনি। সেই ব্যাটিংয়ের মাঝে একবার আচমকাই ব্যাট পাশে রেখে পিচের মধ্যেই শুয়ে পড়লেন তিনি। মাঠের ধার থেকে দৌড়ে গেলেন নাইটদের ফিজি। কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দিয়ে ফের ব্যাট হাতে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন দ্রে রাস। ফের শুরু করলেন ব্যাটিং সাধনা। আন্দ্রে রাসেলের ব্যাটিং চর্চা দেখার পর একটা বিষয় স্পষ্ট, তিনি রানে ফিরতে মরিয়া। ফিনিশার রাসেল ফিনিশ, তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতির আন্দাজ পেয়ে রাসেল শনিবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে রানে ফিরতে উদগ্রীব।

এখানেই কাহানি মে টুইস্ট!

রাসেল কি আগামীকাল নাইটদের প্রথম একাদশে থাকবেন? রোভমান পাওয়েলকে তৈরি রাখা হচ্ছে। গতকালের পর আজও কেকেআর অনুশীলনে রোভমান পাওয়েলকে নিয়ে বিস্তর সময় কাটিয়েছেন দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো। ফলে রাসেলের উপর চাপ বাড়ছে। প্রবল চাপ রয়েছে নাইট টিম ম্যানেজমেন্টের উপরও। একে তো কালকের ম্যাচটা পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হলেও আদতে খেলাটা হবে শ্রেয়স আইয়ারের বিরুদ্ধে। নাইটদের চ্যাম্পিয়ন করার পর শ্রেয়স কেকেআরেই থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাড়তি কিছু অর্থ দাবি করেছিলেন তিনি। নাইটদের তরফে সেটা না দেওয়ার কারণেই কেকেআর ছেড়েছিলেন শ্রেয়স। হয়তো তাঁর মনের অন্দরে কোথাও নাইট নিয়ে ক্ষোভও রয়েছে। আগামীকাল সন্ধ্যার ইডেনে শ্রেয়সের সেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ কি ঘটবে?

সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে রীতিমতো ঘেঁটে রয়েছে নাইটরা। আজ সন্ধ্যার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে কাল দলের প্রথম একাদশে একাধিক বদলের সম্ভাবনা। উইকেটকিপার ব্যাটার লুভনীথ সিসোদিয়ার কাল অভিষেক হতে পারে। যদি লুভনিথ সুনীল নারায়ণের সঙ্গে ওপেন করেন, তাহলে রহমানুল্লাহ গুরবাজকে বসতে হবে। নাইটদের অন্দরের ভাবনা, গুরবাজের বদলে রোভমানকে খেলানোর। এমন পরিবর্তনের পরও কি নাইটদের খারাপ সময় কাটবে? শেষ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাইটদের ইংরেজ অলরাউন্ডার মইন আলি বলে গেলেন, 'বাকি থাকা কয়েকটি ম্যাচে সফল হলে আমাদের এখনও প্লে-অফের টিকিট পাওয়া সম্ভব। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকেই দেখুন না, শেষ কয়েকটি ম্যাচে টানা জয়ের পর ওদের ছবিটাই বদলে গিয়েছে।'

প্রশ্ন এখন একটাই, নাইটদের ভাগ্যবদল কি আদৌ সম্ভব? শ্রেয়সের পাশে কাল রাতের ইডেনে যুযবেন্দ্র চাহালের লেগ স্পিনও সামলাতে হবে রাসেলদের। পরিসংখ্যান বলছে, নাইটদের বিরুদ্ধে চাহাল দুর্দান্তরকমের সফল। কেকেআরের বিরুদ্ধে শেষ ৫ ম্যাচে ১৪টি উইকেট পাওয়া চাহাল 'কাঁটা' কেকেআর কীভাবে সামলায়, সেটাও দেখার।

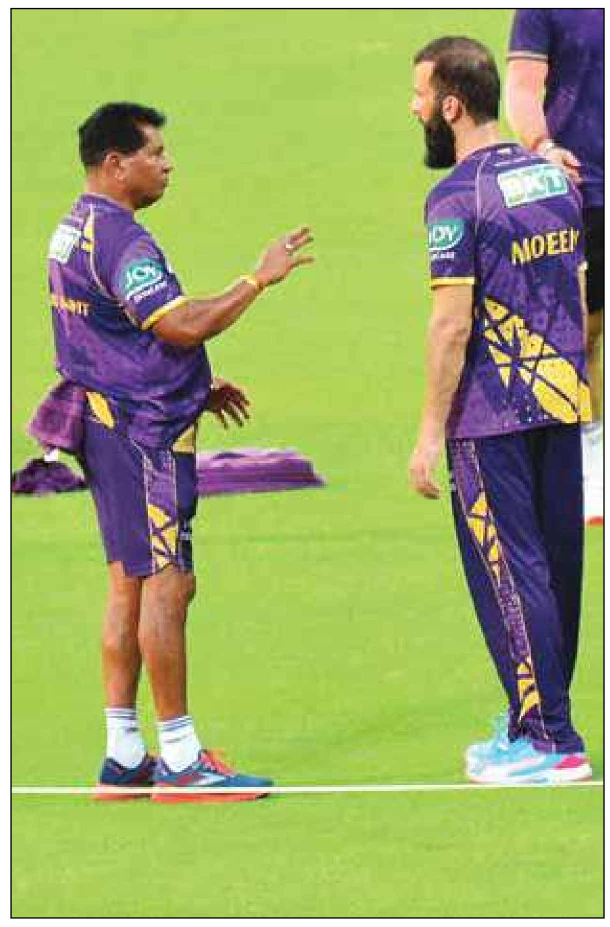

প্রস্তুতির মাঝে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের পরামর্শ নিচ্ছেন মইন আলি। - ডি মণ্ডল

বৈভবকে মাটিতে পা রেখে চলার পরামর্শ শেহবাগের

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল : বয়স মাত্র ১৪ বছর। এর মধ্যেই ব্যাট হাতে তামাম ক্রিকেট দুনিয়ার নজর কেড়েছে রাজস্থানের ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশী।

চলতি আইপিএলে দুটি ম্যাচে ব্যাট হাতে মাঠে নামার সুযোগ পেয়েছে বৈভব। তার ছক্কা মারার প্রবণতা চোখ এড়ায়নি ক্রিকেটপ্রেমীদের। এর মধ্যেই বৈভবকে মাটিতে পা রেখে চলার পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহবাগ।

সম্প্রতি বৈভবকে নিয়ে শেহবাগ বলেছেন, 'বৈভব যদি ভাবে ভালো খেললে প্রশংসা পাবে এবং খারাপ খেললে সমালোচিত হবে, তাহলে ওর পা মাটিতেই থাকবে। আমি এমন অনেক ক্রিকেটারকে দেখেছি যারা একটা-দুটো ম্যাচ খেলে বিখ্যাত হয়েছে। পরে কিন্তু তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ ওরা নিজেকে তারকা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল।'

শেহবাগ মনে করেন, বিরাট কোহলিকে দেখে শেখা উচিত বৈভবের। ভারতের রানমেশিনের মতো ২০ বছর আইপিএল খেলার লক্ষ্য রাখা উচিত রাজস্থান রয়্যালসের এই প্রতিভাবান ক্রিকেটারের। বলেছেন, 'বৈভবের উচিত ২০ বছর আইপিএল খেলার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামা। বিরাটকে দেখলে ও অনেক কিছু শিখতে পারবে। বিরাট মাত্র ১৯ বছর বয়সে আইপিএল খেলা শুরু করে এখন ১৮টি মরশুম পার করে ফেলেছে। এই রেকর্ড ভাঙাটাই বৈভবের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর যদি ও সেটা না ভেবে আইপিএলে কোটি টাকা পেয়েছে ভেবে খুশি হয়, তাহলে পরের বছর বৈভবকে হয়তো আর এই প্রতিযোগিতায় দেখতেই পাওয়া যাবে না।'

চমকে দেওয়া বৈভব সূর্যবংশীকে সতর্কবার্তা বীরেন্দ্র শেহবাগের।

সানির প্রশ্নের মুখে দ্রাবিড়ের রণনীতি

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল : একটানা পাঁচ ম্যাচে হার। সব মিলিয়ে ৯টি ম্যাচের ৭টিতেই পরাজয়। চলতি আইপিএলে প্লে-অফ খেলা কার্যত অনিশ্চিত রাজস্থান রয়্যালসের।

প্লে-অফে উঠতে গেলে শেষ পাঁচটি ম্যাচের প্রতিটি জিততে হবে রাজস্থানকে। সেইসঙ্গে তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলগুলির দিকে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে পরাজয়ের পর ৯ ম্যাচে মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে অষ্টম স্থানে রয়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের দল। দলের 'স্টপ গ্যাপ' ক্যাপ্টেন রিয়ান পরাগ ইতিমধ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, প্লে-অফ খেলার আশা শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁদের।

বৃহস্পতিবার জয়ের কাছাকাছি এসেও বেঙ্গালুরুর কাছে হারতে হয়েছে রাজস্থান রয়্যালসকে। শুধু এই ম্যাচ নয়, চলতি আইপিএলের বেশ কয়েকটি ম্যাচে তীরে এসে তরী ডুবেছে রাহুল দ্রাবিড়ের দলের। যোগ্য ম্যাচ ফিনিশারের অভাবই যেন বারবার প্রকট হয়ে উঠছে।

রাজস্থানের খেলায় হতাশ কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার। তিনি দলের রণনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। লিটল মাস্টার বলেছেন, 'রাজস্থান

> রাহুল দ্রাবিড়ের মতো একজন কোচ থাকার পরেও বিভ্রান্তিকর পারফরমেন্স করেছে রাজস্থান। দলের খেলায় কোনও পরিকল্পনার ছাপ ছিল না। সবসময় অনভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের দিয়ে ম্যাচ জেতা যায় না, এটা রাজস্থানকে বুঝতে হবে।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

রয়্যালসের আগের ম্যাচগুলিতে আমি মাঠে ছিলাম না। ফলে সেই ম্যাচগুলি নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। কিন্তু বেঙ্গালুরু ম্যাচটা মাঠে বসেই দেখেছি। রাহুল দ্রাবিড়ের মতো একজন কোচ থাকার পরেও বিভ্রান্তিকর পারফরমেন্স করেছে রাজস্থান। দলের খেলায় কোনও পরিকল্পনার ছাপ ছিল না। সবসময় অনভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের দিয়ে ম্যাচ জেতা যায় না, এটা রাজস্থানকে বুঝতে হবে।'

এদিকে দলের তারকা পেসার সন্দীপ শর্মা অবশ্য মনে করছেন, অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের চোটই দলের ব্যর্থতার বড় কারণ। বেঙ্গালুরু ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের অনুপস্থিতি আমাদের দলের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। প্রথম তিন ম্যাচে উনি খেলেননি। তারপর ফিরে এসে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান। সঞ্জুর মতো একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের অভাব আমরা টের পেয়েছি।'

সেরাটা দিতে মুখিয়ে নুনো-সাহালরা

কেরালার বিপক্ষে বোঝাপড়া গড়ে তোলাই চ্যালেঞ্জ বাগানের

সুপার কাপ খেলতে ভুবনেশ্বরের পথে সুহেল আহমদ বাট (বাঁয়ে) ও দীপেন্দু বিশ্বাস।

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিদায়ের পর সুপার কাপে এবার বাংলার ফুটবলের সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে বিশ্রীভাবে হার মহমেডানের। তারও আগে প্রথম ম্যাচেই কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। সেই ডেভিড কাটালার দলের বিপক্ষেই কোয়ার্টার ফাইনালে শনিবার খেলতে নামবে মোহনবাগান। এখন বাংলার ফুটবলের গৌরব বজায় রাখতে গেলে এই ম্যাচ জিততেই হবে বাস্তব রায়ের দলকে। কিন্তু প্রশ্নটা হল, মোহনবাগান এই ট্রফি জিততে আদৌ কি আগ্রহী? সম্ভবত তাদের আগ্রহ কম বলেই প্রথম সারির দল না নামিয়ে কিছু আইএসএলে কম খেলা ফুটবলারের সঙ্গে মূলত রিজার্ভ ফুটবলারদের নামাতে চলেছে মোহনবাগান। এমনকি দলের দায়িত্বে নেই কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও। দল নিয়ে ভুবনেশ্বরে গিয়েছেন বাস্তব ও দেগি কার্ডোজো। যদিও বাস্তব বললেন, 'আমার সঙ্গে সবসময়ই মোলিনার কথা হচ্ছে।' অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ মতোই সম্ভবত পরিকল্পনা সাজাবেন বাস্তব। এদিনই দুপুরের বিমানে দল কলকাতা থেকে পৌঁছায় ভুবনেশ্বরে। প্রচণ্ড গরম আর হাতে সময় কম থাকায় আর অনুশীলন না করিয়ে ফুটবলারদের হোটেলে সাঁতার ও জিম করানো হয়। বিকেল সাড়ে চারটে থেকে ম্যাচ। ফলে গরম নিয়ে চিন্তা থাকছেই। সঙ্গে চিন্তার কারণ কেরালার আগের ম্যাচের পারফরমেন্স। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে যে দাপট দেখান নোয়া সাদাউ-জেসুস জেমিনেজরা তাতে খুব নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না সাহাল আবদুল সামাদ-আশিক কুরুনিয়ানরা।

প্রথম একাদশে ধীরাজ সিং মৈরাংথেম, দীপেন্দু বিশ্বাস, সৌরভ ভানওয়ালা, দীপক টাংরি, অভিষেক সূর্যবংশী, সাহাল, আশিকদের থাকার সম্ভাবনা। সঙ্গে বিদেশি হিসাবে হয়তো থাকবেন নুনো রিজ।

> **সুপার কাপে আজ**
>
> **কেরালা ব্লাস্টার্স** বনাম **মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট**
> **স্থান :** ভুবনেশ্বর, **সময় :** বিকাল ৪.৩০ মিনিটে
>
> **এফসি গোয়া** বনাম **পাঞ্জাব এফসি**
> **স্থান :** ভুবনেশ্বর, **সময় :** রাত ৮টা
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস ৩ ও জিওহটস্টার

কিন্তু গোল করার জন্য একমাত্র সুহেল আহমদ বাট ছাড়া বাকি সবই জুনিয়ার ফুটবলার। সেখানে নোয়া-জেমিনেজ-কোয়াম পেপরারা রীতিমতো পোড়খাওয়া ফুটবলার। আর সেটা বুঝেই বাস্তবের মন্তব্য, 'আমরা প্রস্তুতির সময় কম পেয়েছি। কিন্তু এটাও ঠিক যে আমাদের ছেলেরা সব খেলার মধ্যেই ছিল। সিনিয়াররা আইএসএলে এবং জুনিয়াররা আরএফডিএলে খেলছিল। তাই ওদের ফিজিকাল কন্ডিশন ঠিকঠাকই আছে। একটাই সমস্যা, নতুন করে টিম কম্বিনেশন গড়ে তোলা।' তবে তিনি মনে করছেন, 'জুনিয়ারদের কাছে এই মঞ্চটা এক্সপোজার। আশা করছি নিজেদের প্রমাণ করতে ওরা উজাড় করে দেবে।' একই বক্তব্য সাহালেরও, 'জুনিয়ারদের কাছে এটা একটা বড় মঞ্চ। আর আমার মতো সিনিয়ারদের মধ্যে যাদের চোট-আঘাত ছিল, তারাও চাইছি, নিজেদের সেরাটা দিতে। সবমিলিয়ে আশা করছি, ভালো কিছু করতে পারব।' নুনো রিজ এই প্রথম মাঠে নামার সুযোগ পাচ্ছেন সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে। হোটেলে পৌঁছে তিনি বলে দেন, 'লম্বা সময় অপেক্ষার পর মাঠে নামতে পারছি। আইএসএলে খেলার সুযোগ পাইনি সেটা আমার দুর্ভাগ্য। আশা করছি এখানে সেটা পুষিয়ে দিতে পারব। আর এই যে দলের সঙ্গে অনুশীলন করা সত্ত্বেও খেলার সুযোগ পেতাম না, সেই সময় দিমিত্রিস (পেত্রাতোস) জেসনরা (কামিংস) সবসময় পাশে থেকেছে। ওদের ধন্যবাদ। সুপার কাপে ভালো কিছু করতে চাই।'

বাস্তব অবশ্য বলে দেন, তাঁরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আসেননি। আইএসএলের দুই দফায় হারের বদলা নেওয়ার লক্ষ্যেই নিশ্চিতভাবে শনিবার মাঠে নামবে কেরালা। নোয়াও জানিয়ে দিয়েছেন ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই তাঁরা মাঠে নামবেন। তবে আইএসএলের লিগ-শিল্ড ও কাপ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানকে খাটো করে দেখার কোনও প্রশ্নই নেই তাঁদের।

৪ উইকেট নেওয়া হর্ষল প্যাটেলকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। চেন্নাইয়ে শুক্রবার।

হর্ষলের চারে হাসি উধাও চেন্নাইয়ের

চেন্নাই সুপার কিংস - ১৫৪
(১৯.৫ ওভারে)
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ - ১১৪/৫
(১৫ ওভার পর্যন্ত)

চেন্নাই, ২৫ এপ্রিল : পয়েন্ট তালিকার সবচেয়ে নীচে থাকা দুইটি দল। ৮ ম্যাচে জয় মাত্র ২। এমন অবস্থায় মুখোমুখি হয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

সঠিক টিম কম্বিনেশনের অভাবে ভুগতে থাকা চেন্নাই এদিন ওপেনিংয়ে নামায় আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম জুটিকে। শাইক রশিদ ও আয়ুষ মাত্রে। সেই জুটি ১ বলের বেশি স্থায়ী হয়নি। মহম্মদ সামির প্রথম বলেই খোঁচা দিয়ে ফিরে যান রশিদ (০)। সেই ধাক্কা তারা একটা সময়ে ৭৪/৩ স্কোরে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু মন্থর চিপকে বল হাতে ভেলকি দেখিয়ে তাদের সেই স্বস্তি কেড়ে নেন হর্ষল প্যাটেল (২৮/৪)। ইনিংসের এক বল বাকি থাকতে চেন্নাই ১৫৪ রানে অল আউট হয়ে যায়।

আরও একবার ঝোড়ো ব্যাটিং উপহার দিলেন ১৭ বছরের মাত্রে। তাঁর ১৯ বলে ৩০ রানের ইনিংস ছোট্ট হলেও কার্যকরী ছিল। শুরু দিকে একমাত্র সাবলীল ব্যাটিং পাওয়া গেল তাঁর থেকেই। প্যাট কামিন্সের (২১/২) বল মিড অফের উপর দিয়ে চালাতে গিয়ে তিনি ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন ঈশান কিষানের হাতে। ডেওয়াল্ড ব্রেভিস নজর কাড়লেন। তাঁর ২৫ বলে ৪৫ রানের ইনিংসে সিএসকে ১০০ রানের গণ্ডি পার করে। তবে সুপারম্যান সুলভ ক্যাচে ব্রেভিসকে ফেরান কামিন্দু মেন্ডিস। ৪০০ তম টি২০ ম্যাচে রান পাননি চেন্নাই অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিও (৬)।

রানতাড়ায় নেমে দ্বিতীয় বলে উইকেট হারিয়েছে হায়দরাবাদ।

৪০০তম টি২০ ম্যাচে ধোনির অবদান ৬

কাজে লাগেনি স্যাম কুরানকে তিন নম্বরে নামানোর স্ট্র্যাটেজি। কুরান ১০ বলে করলেন মাত্র ৯। প্রথম ৬ ওভারেই ৩ উইকেট হারায় হলুদ ব্রিগেড। দলকে ভরসা দিতে পারেননি রবীন্দ্র জাদেজাও (১৭ বলে ২১)। একবার জীবনদান পেয়েও তিনি ইনিংস লম্বা করতে ব্যর্থ।

টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে চেন্নাইয়ের হয়ে অভিষেক ঘটানো শূন্য রানে ফিরে যান অভিষেক শর্মা। ট্রাভিস হেডকে (১৯) থামিয়ে দেন অংশুল কম্বোজ। বেশিক্ষণ টেঁকেননি হেনরিচ ক্লাসেনও (৭)। ঈশান (৪৪) অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন সাম্প্রতিক ব্যর্থতা ভুলে দাঁড়ানোর। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তারা ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৪ রান তুলেছে। ক্রিজে কামিন্দু (১৪) ও নীতীশ কুমার রেড্ডি (০)।

দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অভিমানী নীরজ

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক', শুরু হচ্ছে ২৪ মে। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নীরজ। এরপরই পহলগামের ঘটনা। তাতেই নীরজের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। পড়তে হচ্ছে কটাক্ষের মুখেও। রেহাই পায়নি তাঁর পরিবারও। গোটা ঘটনায় বেশ হতাশ টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী জ্যাভলার নীরজ।

শুক্রবার সকালে দীর্ঘ এক বিবৃতিতে নীরজ লেখেন, 'আর্শাদ নাদিমকে এনসি ক্লাসিকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। বেশিরভাগই ঘৃণা আর কটূক্তি। আমার পরিবারকেও রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। আমি চেয়েছিলাম সব সেরা অ্যাথলিটকে ভারতে নিয়ে আসতে। পহলগাম ঘটনার আগেই সকলের কাছে আমন্ত্রণ পৌঁছে গিয়েছিল। তবে এই পরিস্থিতিতে আর্শাদের ভারতে আসার কোনও প্রশ্নই নেই।' পাক জ্যাভলার যদিও দু'দিন আগেই জানিয়েছেন, এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতির জন্য ওই সময় দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকবেন তিনি। ফলে ভারতে আসা হচ্ছে না।

> আর্শাদ নাদিমকে এনসি ক্লাসিকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। বেশিরভাগই ঘৃণা আর কটূক্তি। আমার পরিবারকেও রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। আমি চেয়েছিলাম সব সেরা অ্যাথলিটকে ভারতে নিয়ে আসতে। পহলগাম ঘটনার আগেই সকলের কাছে আমন্ত্রণ পৌঁছে গিয়েছিল। তবে এই পরিস্থিতিতে আর্শাদের ভারতে আসার কোনও প্রশ্নই নেই।
>
> **নীরজ চোপড়া**

অলিম্পিকে জোড়া পদক এনে দিয়েছেন দেশকে। সোনা জিতেছেন কমনওয়েলথ গেমসেও। এরপর ছোট-বড় একাধিক শিরোপা তো রয়েছেই। এতকিছুর পরও দেশের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অভিমানী নীরজ। বললেন, 'আমি খুব কম কথার মানুষ। তবে আমার দেশপ্রেম, পরিবারের সম্মান নিয়ে যখন কথা, তখন তো আমি মুখ খুলবই। আমার কাছেও দেশ সবার আগে। পহলগামের ঘটনায় আমিও শোকাহত, ক্ষুব্ধ।' তাঁর সংযোজন, 'এত বছর দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। তারপরও আমার দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় খারাপ লাগা স্বাভাবিক। ভেবে কষ্ট হচ্ছে মানুষকে এটা বোঝাতে হচ্ছে।'

শুরু হল আদর্শর ক্রিকেট

মালবাজার, ২৫ এপ্রিল : আদর্শ কলোনি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট শুক্রবার থেকে শুরু হল মাল শহরের আর্মি ময়দানে। প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টা দল অংশগ্রহণ করছে।

প্রথম ম্যাচে পীযূষ ইলেভেন ৯ উইকেটে হারিয়েছে কেবি ইলেভেনকে। কেবি ইলেভেন টসে জিতে ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৭২ রান তোলে। জবাবে পীযূষ ১ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ১১ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা জগবন্ধু দাস।

পরের ম্যাচে টোপ্পো ইলেভেন ৪ উইকেটে জয় পেয়েছে জুনিয়ার ইলেভেনের বিরুদ্ধে। প্রথমে জুনিয়ার ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৬৩ রান তোলে। জবাবে টোপ্পো ১০ ওভারে ৬ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ম্যাচের সেরা সুমিত শা-র শিকার ৭ রানে ৪ উইকেট।

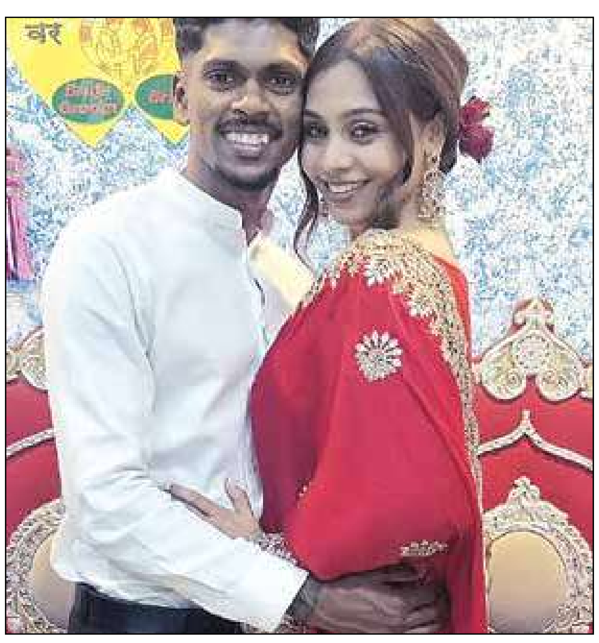

আইএসএল ডাবল করে বিয়ে সেরে ফেললেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লিস্টন কোলাসো। পাত্রী দীর্ঘদিনের বান্ধবী ব্রায়ান ডি সুজা। তিনি একজন বিমানসেবিকা। স্ত্রীর সঙ্গে ছবি পোস্ট করে লিস্টন লিখেছেন, 'তোমাকে মনে ধরেছে...।'

রাজ্য যোগাসনে শিলিগুড়ি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : বীরভূমের বোলপুরে শুক্রবার থেকে শুরু হল স্বামী বিবেকানন্দ রাজ্য ওপেন যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বোলপুরে পৌঁছে গিয়েছে শিলিগুড়ি যোগাসন ক্রীড়া সংস্থার ১৬ জনের দল। সংস্থার সচিব দীপায়ন রায় জানিয়েছেন দলে রয়েছেন- দীপশিখা বর্মন, মাহি রায়, তাপস গঙ্গোপাধ্যায় ও দেবার্ঘ্য বিশ্বাস (অনূর্ধ্ব-৭ বিভাগ)। ৭-১০ বছর বয়স বিভাগে নামবে- রাজন্যা দাস, সুস্মিতা দাস, রাজেশ দাস, প্রিয়ম মজুমদার। ১০-১৪ বছর বিভাগে অংশ নেবে-সুদীপ্ত দাস, সায়ন সরকার, পল্লবী সরকার, অঙ্কিতা দাস। গোপাল ঘোষ ও প্রণীতা থাপা নামবেন ৩৫-৪৫ বছর বিভাগে। ৪৫-৫৫ বছর বিভাগে নামবেন মৌমিতা গঙ্গোপাধ্যায় ও ধরণী টোপ্পো। দলের সঙ্গে রয়েছেন কোচ পাপিয়া রায় ও ম্যানেজার বিশ্বজিত রায়।

সেরা সুতপা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের বার্ষিক ক্রীড়ায় পুরুষদের রোড রেসে প্রথম হয়েছেন আরেনস্টেরিং লেপচা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে আকাশ সাঁতরা ও প্রভাকর চিকবড়াইক। অন্যদিকে মহিলাদের রোড রেসে সুতপা দাস প্রথম হয়েছেন। সুনয়না রাই দ্বিতীয় ও স্মৃতি রাই তৃতীয় স্থানে থাকেন।

অর্ধশতরানে গেইলকে টপকে গেলেন কোহলি

বেঙ্গালুরু, ২৫ এপ্রিল : নজিরের অপর নাম বিরাট কোহলি।

নিত্যনতুন রেকর্ড গড়াটা যেন অভ্যাসে পরিণত করেছেন ভারতের এই রানমেশিন। বৃহস্পতিবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৪২ বলে ৭০ রানের ইনিংস খেলেছেন। সেইসঙ্গে গড়েছেন একাধিক রেকর্ড।

প্রথমে ব্যাট করে টি২০-তে সবচেয়ে বেশি অর্ধশতরান করার নজির গড়েছেন বিরাট। বৃহস্পতিবারের ম্যাচের পর প্রথমে ব্যাট করে মোট ৬২টি অর্ধশতরান রয়েছে বিরাটের ঝুলিতে। এই ক্ষেত্রে তিনি পিছনে ফেলেছেন পাক তারকা বাবর আজমকে। এছাড়াও এদিন ৫০-এর বেশি রানের ইনিংস খেলার নিরিখে বিরাট টপকে গেলেন 'ইউনিভার্স বস' ক্রিস গেইলকে। ক্যারিবিয়ান তারকা তাঁর টি২০ কেরিয়ারে মোট ১১০ বার পঞ্চাশের বেশি রান করেছেন। আপাতত ১০২টি হাফ সেঞ্চুরি ও ৯টি শতরানের সুবাদে ১১১টি পঞ্চাশের বেশি রানের ইনিংস রয়েছে 'কিং কোহলি'-এর।

চলতি আইপিএলে কমলা টুপির লড়াইয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন বিরাট। আপাতত ৩৯২ রান করেছেন তিনি। সামনে রয়েছেন কেবলমাত্র বি সাই সুদর্শন। গুজরাটের এই ব্যাটারের সংগ্রহ ৪১৭ রান। গতবছর আইপিএলে কমলা টুপি পেয়েছিলেন বিরাট। এবারও সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছেন তিনি।

টি২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক পঞ্চাশের নজির গড়ার পথে বিরাট কোহলি।

বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে প্রথম জয় পাওয়ার পর বিরাট বলেছেন, 'এর আগে ঘরের মাঠে তিনটি ম্যাচে আমরা গড়পড়তা ব্যাটিং করেছিলাম। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করেছি। এদিন আমরা নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যাটিং করেছি।' ওপেনার ফিল সল্ট আউট হওয়ার পর দেবদত্ত পাড়িক্কালকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ৯৫ রানের পার্টনারশিপ গড়েন বিরাট। এই পার্টনারশিপটাই আরসিবি-কে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। পরে এই পার্টনারশিপ প্রসঙ্গে বিরাট বলেছেন, 'আমাদের পরিকল্পনাটা খুব সহজ ছিল। একজন অ্যাটাক করবে এবং অপর জন একটা দিক ধরে রাখবে। তাছাড়া দেবদত্ত ও আমি দুইজনেই চিন্নাস্বামীর পিচ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই বড় ইনিংস তৈরি করতে কোনও অসুবিধা হয়নি।'

প্রথমে ব্যাট করে দুশোর বেশি রান তোলাটাই ম্যাচ জয়ের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন বিরাট। তিনি বলেছেন, 'আমরা নিজেদের মধ্যে পিচ নিয়ে পর্যালোচনা করেছিলাম। শিশির পড়তে দেখে মনে হয়েছিল দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করাটা সহজ হবে। প্রথম ইনিংসে রান পেতে আমাদের অনেক লড়াই করতে হয়েছে। তবে দুশোর ওপর রান করেছিলাম বলেই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলাম।'

সেজেগুজে দর্শকদের অপেক্ষায় আইপিএল ফ্যান পার্ক। ছবি : প্রতিবেদক

তুঙ্গে ফ্যান পার্কের শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে শনি ও রবিবার বসবে আইপিএল ফ্যান পার্কের আসর। সেই উপলক্ষ্যে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এদিন বিসিসিআই প্রতিনিধি সত্যপাল নিকাড়ে বলেছেন, 'সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রবেশ করা যাবে ফ্যান পার্কে। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য থাকবে বিভিন্ন ফান গেম। পানীয় জল, বাথরুমের ব্যবস্থা থাকবে। ন্যূনতম মূল্যে ফুড কোর্ট থেকে খাবার কিনে খেতে পারবেন দর্শকরা।' শুক্রবার দেখা গিয়েছে মাঠের উত্তর দিকে বিশালাকার পর্দা টাঙানো হয়েছে। বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে সমস্ত কাজের তদারকি করছেন। শনিবার স্টেডিয়ামে কমপক্ষে দশ হাজার লোকের সমাগম হবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ। রবিবার দুপুরে সাড়ে তিনটায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-লখনউ সুপার জায়েন্টস ও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দিল্লি ক্যাপিটালস-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ সরাসরি দেখানো হবে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে কলেজ মাঠ

গাজোল, ২৫ এপ্রিল : দেশবন্ধু ক্লাব ও লাইব্রেরির টি২০ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল গাজোল কলেজ মাঠ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। সেমিফাইনালে তারা ২ উইকেটে হারিয়েছে অগ্রগামী সংঘকে। টসে জিতে অগ্রগামী ১২৮ রান করে। ফিরোজ হোসেনের অবদান ২৪ রান। ম্যাচের সেরা সৌম্যদীপ গুপ্ত ও সাগর সিং তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন। জবাবে কলেজ মাঠ ৮ উইকেটে ১২৯ রান তুলে নেয়। ভূদেব রায় ৩৩ করেন। রাজু ঘোষ এবং তুষার মণ্ডল ২ উইকেট পেয়েছেন। রবিবার ফাইনালে কলেজ মাঠের প্রতিপক্ষ চাঁচল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প।

লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি। - অনীক চৌধুরী

চ্যাম্পিয়ন জলপাইগুড়ি অ্যাকাডেমি

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ফুটবল লিগে শুক্রবার জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ৫-০ গোলে হারিয়েছে ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল কোচিং সেন্টারকে। জোড়া গোল করেন বিশাখা বর্মন ও সঞ্জনা কেরকেট্টা। অন্য গোলটি মনীষা ওরাওঁয়ের। ম্যাচের সেরা সঞ্জনা। জয়ের সুবাদে মহিলাদের প্রথম লিগ চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি।

কসবার ৫ গোল

রায়গঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : টাউন ক্লাবের রায়গঞ্জ সুপার লিগে শুক্রবার কসবা বয়েজ ক্লাব ৫-১ গোলে রায়গঞ্জ স্টার বয়েজ ইয়ুথ ক্লাবকে হারিয়েছে। কসবার গোলস্কোরার বিধিরাম মুর্মু, অঙ্কিত তিখাত্রি, সৌমেন বেশরা, অজয় সূত্রধর ও করন দরজি। স্টারের একমাত্র গোল করেন বেঞ্জামিন মুর্মু। শনিবার খেলবে কালিয়াগঞ্জ ফুটবল ক্লাব এবং বিএসএ।

ইয়ংসের ফুটবল শুরু কাল

জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি ইয়ংস কালচারাল ক্লাবের আলোক মুখোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায় ট্রফি ফুটবল রবিবার শুরু হতে চলেছে জেওয়াইসিসি মাঠে। ৪ মে পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতাটি। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের সচিব অলোক সরকার জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের ৮ দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

জিতল ডেস্ট্রয়ার

পারডুবি, ২৫ এপ্রিল : পশ্চিম পারডুবি প্রিমিয়ার লিগে শুক্রবার টিম ডেস্ট্রয়ার ৬ রানে হারিয়েছে রয়্যাল কিংসকে। প্রথমে ডেস্ট্রয়ার ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৪ রান তোলে। স্বপন সরকারের অবদান ৩২ রান। জবাবে রয়্যাল ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৮ রানে থামে। অক্ষয় বর্মন ২৫ রান করেন। অমিত দাসের শিকার ৩ উইকেট। শনিবার পয়েস্তি প্যান্থারের প্রতিপক্ষ রয়্যাল কিংস।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কালিম্পং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কালিম্পং - এর একজন বাসিন্দা বিষ্ণু সুনার - কে 08.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97B 51149 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনে বড়ো হয়ে ওঠার জন্য যে কোন ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অর্থ। ডিয়ার লটারি সমস্ত সাধারণ মানুষকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের জন্য অনেক বড়ো একটি সুযোগ প্রদান করছে, তাই আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে আমি একজন কোটিপতি হয়েছি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে, তাই আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এমন একটি সুন্দর সুযোগ প্রদানের জন্য।"

* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।